তথ্য কমিশন

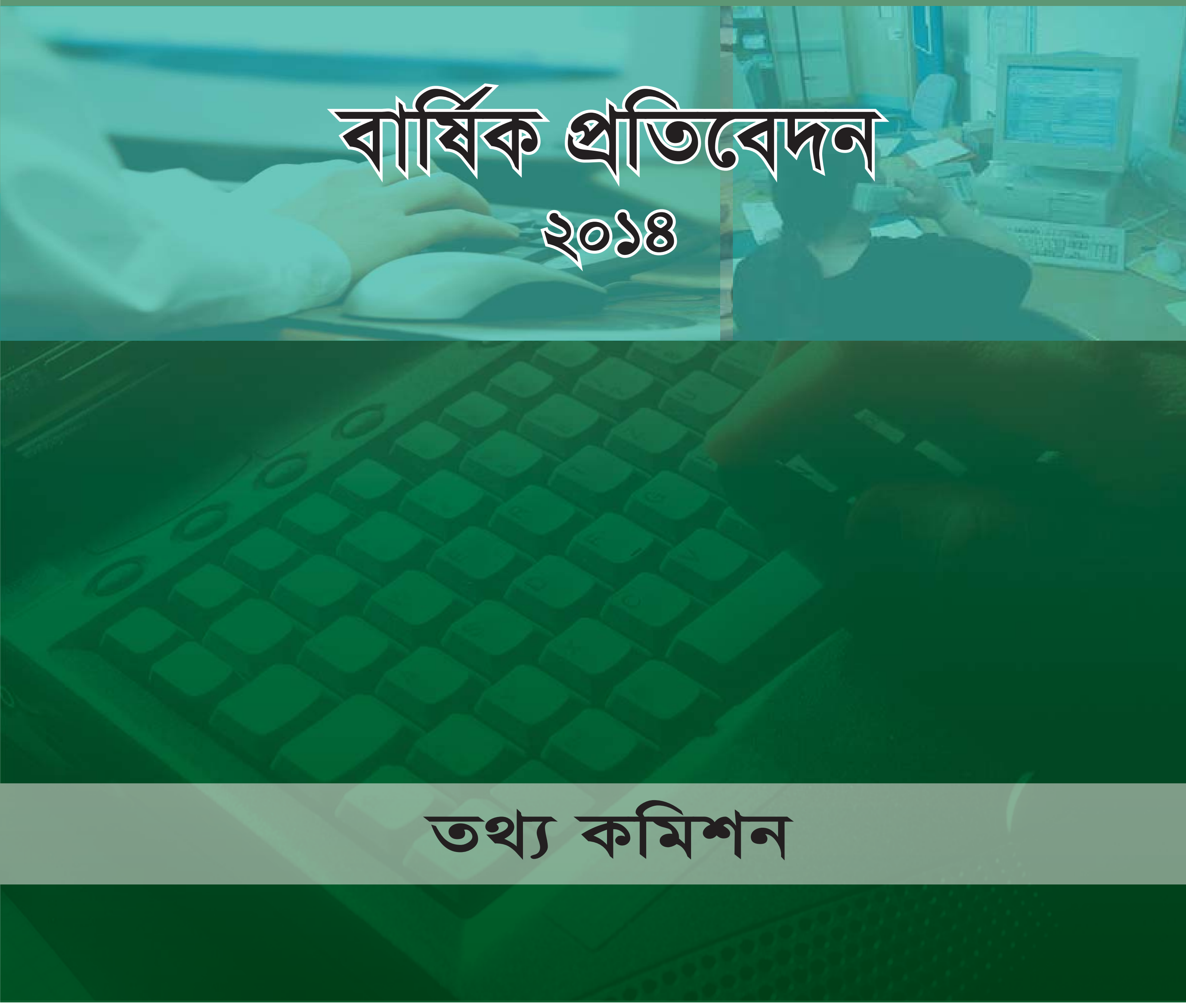

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪

তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪

তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন ঃ ৯১১৩৯০০, ৯১১০৭৫৫, ৯১১০৬৭৫, ৯১১১৫৯০, ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১৫
ই-মেইল ঃ cic@infocom.gov.bd ওয়েব-সাইট ঃ www.infocom.gov.bd

তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : তথ্য কমিশন

সহযোগিতায় : কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৫ খ্রিঃ

তথ্য কমিশন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ : এম এস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২২৪, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৪

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচীপত্রের সারণী	iv
	মুখবন্ধ	v
	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	vi
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	vii
	প্রাক্তন প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	viii
	বর্তমানে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	x
	বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	xv
অধ্যায় ১ ঃ	***তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা***	**১৬-১৯**
১.১	তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি	১৭
১.২	তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি	১৭-১৮
১.৩	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা	১৮-১৯
অধ্যায় ২ ঃ	***তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি***	**২০-৫৬**
২.১	জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ	২১-২৪
২.২	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	২৪-২৭
২.৩	তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)	২৮
২.৪	তথ্য মূল্য সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর	২৮
২.৫	জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ	২৮-২৯
২.৬	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	৩০
২.৭	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিপরীতে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র	৩০-৩১
২.৮	তথ্য কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন	৩২
২.৯	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন	৩৩
২.১০	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মিডিয়ার ভূমিকা	৩৩-৩৪
২.১১	তথ্য অধিকার আইন প্রচারে সহযোগী প্রধান প্রধান মিডিয়াসমূহের নাম	৩৪
২.১২	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ	৩৪
২.১৩	তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা বিতরণ	৩৪-৩৫

অধ্যায় ৩ ঃ	*তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি*	*৫৭-১০৩*
৩.১	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৫৮	
৩.২	সরবরাহকৃত ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা	৫৮-৫৯
৩.৩	আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি	৬০
৩.৪	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	৬০
৩.৫	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	৬০
৩.৬	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	৬০
৩.৭	তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি	৬০-৬১
৩.৮	তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ	৬১-৬২
৩.৯	২০১৪ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ	৬২-৭৭
৩.১০	একই আবেদনকারী কর্তৃক একের অধিক অভিযোগ দায়ের	৭৮-৮৬
৩.১১	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০ টি মন্ত্রণালয়	৮৭
৩.১২	দেশের সকল জেলায় প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী তথ্যাদি	৮৮
৩.১৩	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০ টি জেলা	৮৯
৩.১৪	এনজিওসমুহে প্রাপ্ত আবেদন	৯০
৩.১৫	তথ্য কমিশন ঃ কেস স্টাডি	৯১-৯৯
৩.১৬	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ	৯৯
৩.১৬.১	মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৯৯
৩.১৬.২	জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	৯৯-১০০
৩.১৬.৩	বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	১০০
৩.১৭	মৌখিক তথ্যের বিশ্লেষণ	১০০-১০১
৩.১৮	তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	১০১
৩.১৯	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ	১০১-১০২
৩.২০	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ	১০২-১০৩
৩.২১	উপসংহার	১০৩
অধ্যায় ৪ঃ পরিশিষ্টসমূহ		*১০৪-১৪৭*
	ক. তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	১০৫
	খ. তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট	১০৬-১১৭
	গ. তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রকাশিত কিছু পত্রিকার প্রকাশনা	১১৮-১১৯
	ঘ. জনঅবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এরূপ জেলাসমূহের মানচিত্র	১২০
	ঙ. তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তপত্র	১২১-১২৭
	চ. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	১২৮-১৪০
	ছ. শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ	১৪০
	জ. পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ	১৪২

মুখবন্ধ

রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। এগুলো নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন অবাধ তথ্য প্রবাহ। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা হলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। এই মহৎ লক্ষ্যকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করে এবং আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।

আইনের দৃষ্টিতে দেশের সবল-দুর্বল নাগরিকের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সাংবিধানিকভাবে জনগণ রাষ্ট্রের মালিক হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত আইন না থাকার কারণে সাধারণ নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের খোঁজ খবর নেবার সুযোগ ছিল সীমিত। কিন্তু ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রনয়ণ এবং তথ্য কমিশনের যাত্রা শুরু হবার কারণে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের মধ্যকার দেয়াল বা পর্দা অপসারিত হতে শুরু হয়েছে। ফলে একদিকে দেশের সকল সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার জবাবদিহি করার সুযোগ তৈরী হয়েছে। অন্যদিকে জনগণের তথ্য পাবার আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন তথা তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে সাধ্যমত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তথ্য অধিকার আইনের বার্তা, এর ব্যবহার ও সুফল সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করার জন্য সারাদেশে পর্যায়ক্রমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণসভা; মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন; প্রশিক্ষণ ভিডিও, ডকুমেন্টারি ও টিভি ফিলার নির্মান; দেশের সকল জেলায় একযোগে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন; কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিস্পত্তি ছাড়াও তথ্য কমিশন ইতোমধ্যে পাঁচটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। পূর্বের বছরগুলোর ন্যায় এবারও তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য কমিশন তার সার্বিক কর্মকান্ড ও অর্জন নিয়ে ২০১৪ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশে যারা মূল্যবান তথ্যাদি, সুচিহ্নিত পরামর্শ ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে কমিশনের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়াও তথ্য কমিশনের দু'জন কমিশনার, সচিবসহ যারা এ প্রতিবেদন তৈরীতে শ্রম ও মেধা দিয়ে সহায়তা করেছেন আমি তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আশা করি এ প্রতিবেদন তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কর্মকান্ড, সীমাবদ্ধতা ও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা দিতে সক্ষম হবে।

মোহাম্মদ ফারুক
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট তথ্য কমিশনের ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন (তারিখ: ৭ মে, ২০১৩)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট তথ্য কমিশনের ২০১৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন (তারিখঃ ৯ জুলাই, ২০১৩)

প্রাক্তন প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ

এম আজিজুর রহমান

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন গঠনের পর প্রথম প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে এম আজিজুর রহমান ০২/০৭/২০০৯ তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৫(৩) ধারার বিধান মোতাবেক ৬৭ বছর পূর্ণ হওয়ায় ১০/০১/২০১০ তারিখে দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন।

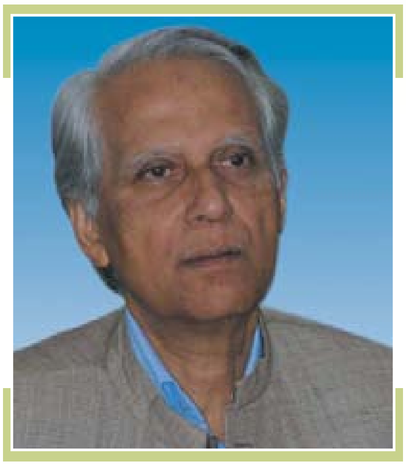

মোহাম্মদ জমির

সাবেক রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জমির তথ্য কমিশনের দ্বিতীয় প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে ৩১/০৩/২০১০ তারিখে যোগদান করেন এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৫(৩) ধারার বিধান মোতাবেক ৬৭ বছর পূর্ণ হওয়ায় ০৩/০৯/২০১২ তারিখে দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন।

প্রাক্তন তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মোহাম্মদ আবু তাহের

মোহাম্মদ আবু তাহের তথ্য কমিশনার হিসেবে ০২/০৭/২০০৯ তারিখে যোগদান করেন এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৫(৩) ধারার বিধান মোতাবেক ৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় ০১/০৭/২০১৪ তারিখে দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন ।

অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম

অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম প্রথম মহিলা তথ্য কমিশনার হিসেবে ০৫/০৭/২০০৯ তারিখে যোগদান করেন এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১৫(৩) ধারার বিধান মোতাবেক ৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় ০৪/০৭/২০১৪ তারিখে দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন ।

বর্তমানে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মোহাম্মদ ফারুক
প্রধান তথ্য কমিশনার

সাবেক রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ফারুক তৃতীয় প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে ১১/১০/২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনে যোগদান করে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

নেপাল চন্দ্র সরকার
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার ২০১৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর যোগদান করে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

অধ্যাপক ডঃ খুরশীদা বেগম সাঈদ
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে অধ্যাপক ডঃ খুরশীদা বেগম সাঈদ ২০১৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর যোগদান করে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশনের সুপারিশ ও ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মতামত নিয়ে সচিব কমিটি এবং উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' জারি করা হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম। উক্ত অধিবেশনে ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে এই আইনটিতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১(১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারীর ৯০ দিনের মধ্যে গত ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার তন্মধ্যে একজন মহিলা সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়।

জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাই এই আইনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুসারে এ আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইন পাশ করার পরপরই তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এর কমিশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন করেছে। সরকারের এই আন্তরিক সদিচ্ছা ও সাহসী উদ্যোগ দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশনের হলেও সমাজের অন্যান্য অংশ তথা বেসরকারী সংস্থা, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, উচ্চ আদালত এবং সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। এ আইনী বাধ্যবাধকতা থেকে বিগত বছরের ন্যায় এবারও তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্সংক্রান্ত আপীল ও নিস্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য কমিশনের কর্মকান্ড, অর্জিত সাফল্যসমূহ, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, আলোচনা, প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা, সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে গৃহীত কর্মকান্ড প্রভৃতিও এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এর মাধ্যমে দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও তথ্য কমিশনের কর্মকান্ড সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে স্বচ্ছ ধারণা ফুটে উঠছে।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনসাধারণকে তথ্য প্রদানের সাধারণ বিধান হলো প্রতিটি সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনের বিধান ও ব্যতিক্রমসমূহ অনুসরণপূর্বক কাঙ্ক্ষিত তথ্য নির্ধারিত ফি গ্রহণপূর্বক সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) বা ক্ষেত্রমত ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল এবং সেক্ষেত্রেও সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে।

তথ্য কমিশন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমন জারী ও শুনানী গ্রহণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক অভিযোগ নিস্পত্তি করে থাকে। তবে জনগণের অনুরোধে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি দপ্তর যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ছাড়াও স্ব-প্রণোদিতভাবে তাদের কর্মকান্ড জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নানা কারণে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে দেওয়ানী আদালতের মত তথ্য কমিশন কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারী এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করতে বাধ্য করার আদেশ দিতে পারবে। দোষী প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে পারবে, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করতে পারবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারবে।

আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ

ক. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ইংরেজী পাঠ "The Right to Information Act, 2009"
খ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯
গ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী
ঘ. তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০
ঙ. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০
চ. তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১
ছ. তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০১১
জ. তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল, ২০১২
ঝ. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহ সম্বলিত বই: (ভলিউম-১,২,৩)
ঞ. তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ এবং ২০১৩
ট. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর পকেট সংস্করণ
ঠ. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহের ইংরেজি সংস্করণ (ভলিউম-১,২)
ড. তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার
ঢ. তথ্য অধিকার সহায়িকা, ২০১৪
ন. তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ সম্বলিত বই (ভলিউম-১,২)
ত. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রকল্পের সহায়তায় স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা প্রণয়ন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

- দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে।
- অধিকাংশ জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত হয়েছে।
- ওয়েব সাইটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তথা মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সংস্থাসমূহ তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে।
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্সংক্রান্ত আপীল ও নিস্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে

দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ সম্পর্কে

সরকারী-বেসরকারী সকল কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য চাওয়া হয়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে সারা দেশে যেসব বিষয়ে তথ্যের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পাওয়া গেছে সে বিষয়সমূহের মধ্যে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, সরকারী চাকরি, প্রশাসন ও জনশৃঙ্খলা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, সমাজসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা, নিয়োগ পরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষা, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ৮,৪৪২ টি। তন্মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৮,৩১৫ টি এবং এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা ১২৭ টি। সরকারী দপ্তরে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৯৮.৫০% এবং বেসরকারী দপ্তরে দাখিলকৃত তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ১.৫০%। দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ৮,৪৪২ টি আবেদনের মধ্যে ৭,৮৭০ টির তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা মোট আবেদনের ৯৩.২২%। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৫৪২ টি (৬.৪২%), ৩০টি (০.৩৬%) প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৪ সালে তথ্য কমিশনে সর্বমোট ২৯৪ টি অভিযোগ দাখিল করা হলে কমিশনের বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ১৭০ টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ১৫৬ টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ১৪ টি অভিযোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপর ১২৪ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কিছু সংখ্যক অর্থাৎ প্রায় ১৭ % অভিযোগের ক্ষেত্রে যাচিত তথ্য প্রদান তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক হওয়ায় শুনানী ব্যতীত সরাসরি তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরো উল্লেখ্য, প্রতিবেদনাধীন বছরে কোন অভিযোগ নথিজাত করা হয়নি বা খারিজ করা হয়নি।

তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

তথ্য কমিশন ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য মঞ্জুরি বাবদ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৪৭৫.৩৯ (চার কোটি পঁচাত্তর লক্ষ উনচল্লিশ হাজার) টাকার মধ্যে ২০১৪ সালের জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বমোট ১৮৩.৪৪ (এক কোটি তিরাশি লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা ব্যয় করেছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমনঃ

- তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারায় প্রত্যেক তথ্য প্রদানকারী ইউনিট তথা প্রত্যেক অফিসে একজন করে তথ্য প্রদানকারী দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। শুধুমাত্র সরকারী দপ্তরগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের অগ্রগতি প্রায় ৫৫% হলেও বেসরকারী দপ্তরগুলোতে এ হার আরো কম। অর্থাৎ কমপক্ষে ৪৫% সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে এখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক।
- স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক বেশ কিছু কাজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যেই সম্পাদিত হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত অধিদপ্তরগুলোতে প্রচুর তথ্যসহ নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইটগুলোতে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৬ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যেমন সংস্থার পটভূমি ও কার্যাবলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবন্টন, অনুসরিত আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, অধিকাংশ নাগরিক সনদ, অধিকাংশ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। কিন্তু ওয়েবসাইটগুলো নিয়মিত হালনাগাদকরণে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। সর্বোপরি অধিকাংশ মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও অধীনস্ত অধিকাংশ অধিদপ্তরগুলো তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।
- তথ্য অধিকার আইন জারীর মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার বিধান করা হলেও জনগণ এই আইনটি সম্পর্কে ও আইনের বিধান সম্পর্কে খুব কম ধারণা রাখেন। আইনের চর্চা খুবই কম। ২০১৪ সনে সারা দেশে মাত্র ৮৪৪২ টি তথ্যের আবেদন দাখিল হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম। গত পাঁচ বছরে মোট ৬৯, ৮৬২ টি তথ্যের আবেদন দাখিল হয়েছে যা দেশের জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দেশের জনগণ এই আইনটি সম্পর্কে ও আইনের বিধান

সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হতে পারেননি বা যারা জানতে পেরেছেন তারা সকলেই ব্যবহার করছেন না । কাজেই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনগণকে এই আইনটি সম্পর্কে সচেতন করে আইনটি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা ।

➢ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে যে, খুবই অল্প সংখ্যক নিয়োজিত দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের নাম, পদবীসহ তথ্যাদি অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করেছেন । অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের অফিসে বা কাছাকাছি কোথাও উক্ত তথ্যাদি প্রদর্শন করেননি । এটি তথ্য আবেদনকারীগণের জন্য কিছুটা হলেও সমস্যা সৃষ্টি করে কার কাছে তথ্যের আবেদন দাখিল করতে হবে বা কার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এটি বের করতে । এটি তথ্যের আবেদন দাখিল পরিহার করার বা যতটুকু সম্ভব নিম্নতম পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা হিসেবে দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অনীহার মনোভাব নির্দেশ করে ।

➢ বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে নথি সংরক্ষণের সক্ষমতা ক্রমশঃ উপর থেকে নীচের দিকে কমে এসেছে । অবশ্য তথ্য/নথি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সকল অফিসে সমান নয় । তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষিত নাহলে তা চাহিদার ভিত্তিতে বা স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয় । তদুপরি ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ ও তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনার্থে কার্যক্রম গ্রহণ জরুরী ।

➢ কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী না আনায় দীর্ঘদিন অনুসরিত আইন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা/ভীতি সৃষ্টি করছে । ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রদানে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন ।

➢ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের করণীয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুতের নিমিত্ত সরকারী অফিসে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় কর্তৃপক্ষগুলো তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্ব-প্রণোদিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে ।

➢ আপীল কর্মকর্তা চিহ্নিতকরণে জটিলতা

➢ তথ্য প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের অভাব

➢ সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মীদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে যথাযথ উদ্যোগের অভাব

➢ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা

➢ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দপ্তরে লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ

ক্স তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ সম্পন্ন করা

ক্স প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা

ক্স Suo-moto disclosure এর পরিমাণ ও পরিধি আরো বৃদ্ধি করা, ইনডেক্স ও ক্যাটালগ অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ ও সংগৃহিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এবং সকল মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ নিশ্চিতকরণ

ক্স ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা

ক্স এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা

ক্স অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা

ক্স Video Conference Based Hearing এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা

ক্স স্ব-উদ্যোগে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা

ক্স প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টার সেবা প্রদানের সময়সীমা ও ব্যর্থতায় প্রতিকার লাভের উপায়সহ প্রস্তুত করা ও এবং প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ক্স বেসরকারী দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা

ক্স দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সদস্যদের পদমর্যাদা একই হওয়া বাঞ্ছনীয় বিধায় সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

ক্স অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ তথ্য কমিশনের আদেশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে কমিশনকে Contempt Proceeding draw করার ক্ষমতা প্রদান করা, ইত্যাদি বিভিন্ন সময়োপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

ক্স তথ্য অধিকার আইনে এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন

ক্স সর্বোপরি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত বিভিন্ন জারি/সারি গান, নাটক, ডকুমেন্টরী ফিল্ম তৈরী এবং দেশের বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারগুলোতে ও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ, ইত্যাদি।

উপসংহার

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতিফলন যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জনগণের ক্ষমতায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। কমিশন কাজ শুরু করার পর স্বল্প সময়ে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য পাওয়ার বিষয়ে জনগণের আগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাড়া নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষা পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কমিশনের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের কাজ সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক সচেতনতার ওপর। দেশের আপামর জনগোষ্ঠী এ আইনের সহায়তা নিয়ে সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

অধ্যায় - ১

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

১.১. *তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী বা বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট ও পরিচালিত বেসরকারী সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে বিবেচনা করা হয়। আর তথ্য অধিকারের মাধ্যমে এর সবগুলো নিশ্চিত করা গেলে দেশ হতে দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এরূপ একটি ধারণা থেকে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আইন পাশ করার পরপরই আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এর কমিশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন করেছে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি হ্রাস করার একটি আন্তরিক সদিচ্ছা ও বাসনা থেকে সরকার এ সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। যদিও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশনের তথা সরকারের, তথাপি বেসরকারী সংস্থা ও নাগরিকগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এর পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। দেশে বিরাজমান তথ্য অধিকারের সুফল পেতে জনগণকে এ আইনটি সম্পর্কে জানতে হবে; এর প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে হবে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার সাড়ে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলেও তথ্য অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে প্রেস কমিশন তথ্য অধিকার আইন পাশের সুপারিশ করেছিল। পরবর্তীতে ২০০২ সালে আইন কমিশন তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করে সরকারের নিকট উপস্থাপন করে। দেশের সুশীল সমাজ, বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদসহ অনেকেই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকে এবং দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রতিষ্ঠার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০০৮ সালের ২০ অক্টোবর তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ হয় এবং ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

১.২. *তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি*

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের তিনটি কক্ষে কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ৩য় তলায় একটি ফ্লোর ভাড়া ভিত্তিতে নিয়ে তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন করা হয়। বর্তমানে উক্ত ভবনেই কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিশনের নিজস্ব কার্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে ২০১০ সালে ০.৩৫ একর জমিসহ এফ-১৭/ডি নং প্লটটি তথ্য কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত জমির সেলামী বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ ৬৩,৬৩,৬৩৭ (তেষট্টি লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শত সাইত্রিশ) টাকা পরিশোধ করা

হয়েছে। পরবর্তীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক জমির মূল্য ৬,৩৬,৩৬,৩৬৩/৬৩ (ছয় কোটি ছত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিনশত তেষট্টি টাকা তেষট্টি পঁয়সা) টাকা পুনঃনির্ধারণপূর্বক সেলামী বাবদ পরিশোধকৃত টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট (৬,৩৬,৩৬,৩৬৩/৬৩-৬৩,৬৩,৬৩৭)= ৫,৭২,৭২,৭২৬/৬৩ (পাঁচ কোটি বাহাত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশত ছাব্বিশ টাকা এবং তেষট্টি পঁয়সা) টাকা চালানের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তৎপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের সহযোগিতায় বিশেষ বরাদ্দপ্রাপ্তির মাধ্যমে অবশিষ্ট জমির মূল্য বাবদ ৫,৭২,৭২,৭২৬/৬৩ (পাঁচ কোটি বাহাত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশত ছাব্বিশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা) টাকা সিএও/তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩/০৬/২০১৪ তারিখে বুক এডজাস্টমেন্ট এর মাধ্যমে ট্রেজারী চালানে কোড নং ১-৩২০১-০০০১-৩৬০১ তে পরিশোধ করা হয়েছে।

তথ্য কমিশনের নিজস্ব বহুতল ভবন নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-২, ঢাকা এর স্মারক নং-ডি-২/থঃকমিঃ/২০২৩/১২২ তারিখ-৩/১২/১৪ মাধ্যমে তথ্য কমিশনের অনুকূলে জমির দখল বুঝে নেয়ার জন্য পত্র পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে গত ০৯/১২/২০১৪ তারিখে এফ-১৭/ডি প্লটটি ০.৩৫ একর জমি তথ্য কমিশনের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়। তৎপর তথ্য কমিশনের নিজস্ব বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য স্মারক নং-তকক/কার্যালয় প্রতিষ্ঠা-১(অংশ-২)/২০১২-২০২১ তারিখ- ১১/০১/২০১৫, স্মারক নং- তকক/কার্যালয় প্রতিষ্ঠা-১(অংশ-২)/২০১২-১৯৮৯ তারিখ- ০৫/০১/২০১৫ এবং স্মারক নং- তকক/কার্যালয় প্রতিষ্ঠা-১(অংশ-২)/২০১২-২০৪৮ তারিখ- ০২/০২/২০১৫ মাধ্যমে যথাক্রমে ডিপিপি প্রস্তুতকরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা, এবং স্থাপত্য নকশা প্রস্তুতকরণের জন্য প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ও ভবন নির্মাণকল্পে মাটি ভরাটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরেবাংলা নগর, গণপূর্ত বিভাগ-২ বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে কমিশনের নিজস্ব কার্যালয় স্থাপন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১.৩. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা

২০০৯ সালেই তথ্য কমিশনের ৭৬ জন জনবলসমৃদ্ধ টিওএন্ডই অনুমোদন করা হয়। তৎপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং তম-প্রেস-২/সাংবাদিক-১/২০০৫(অংশ-২)/৭৮৭ তারিখ ২৭.০৭.২০১০ এর মাধ্যমে তথ্য কমিশনের জন্য ৭৬ টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়। তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ২০১১ অনুমোদিত হয়ে গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর গত ফেব্রুয়ারি, ২০১১ মাসে তথ্য কমিশন কর্তৃক দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ অনুসরণক্রমে কমিশনে ৩১ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে ০৮ জন কর্মচারী চাকরি হতে ইস্তফা প্রদান করেন এবং ০২ জন যোগদান না করায় ২১ জন কর্মচারী কর্মরত ছিল। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে ০৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ০২ জন কর্মচারী যোগদান না করায় কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ২৭ জন। ২০১৪ সালে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে মোট ১৩ জন কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এমএলএসএস ০৭ জন, নাইটগার্ড ০২ জন, পিওন ০১ জন, ড্রাইভার ০১ জন ও ক্লিনার ০২ জন। তন্মধ্যে ০১ জন ড্রাইভার চাকরি হতে ইস্তফা প্রদান করেছেন। অবশিষ্ট অনুমোদিত জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো ***পরিশিষ্ট 'ক'*** তে প্রদর্শিত হলো।

বর্তমানে তথ্য কমিশনে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্মরত রয়েছেন :

ক্র.নং	নাম	পদবী		ফোন নম্বর
১.	জনাব মোহাম্মদ ফারুক	প্রধান তথ্য কমিশনার		০২-৯১১৩৯০০
২.	জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার	তথ্য কমিশনার		০২-৮১৮১২২১
৩.	অধ্যাপিকা ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ	তথ্য কমিশনার		০২-৮১৮১২২০
৪.	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন	সচিব	প্রেষণে নিযুক্ত	০২-৯১১১৫৯০
৫.	জনাব মোঃ মুহিবুল হোসেইন	পরিচালক (প্রশাসন)		০২-৮১৮১২২২
৬.	জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম	পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)		০২-৮১৮১২১৫
৭.	ড. মোঃ আঃ হাকিম	উপপরিচালক (প্রশাসন)		০২-৮১৮১২১৩
৮.	জনাব নূরুন নাহার	উপপরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)		০২-৮১৮১২১০
৯.	জনাব মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন	পিএস টু সিআইসি		০২-৮১৮১২১৮
১০.	মুহাম্মদ মুতাসিমুল ইসলাম	পিএস টু আইসি		০২-৮১৮১২১৭
১১.	জনাব মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন আহাম্মদ	পিএস টু আইসি		০২-৮১৮১২১১
১২.	জনাব হেলাল আহমেদ	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)		০২-৮১৮১২১৬
১৩.	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)		০২-৮১৮১২১৯
১৪.	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা		
১৫.	লাবণী সরকার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা		
১৬.	মুন্না রানী শর্মা	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা		
১৭.	জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন	সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা		
১৮.	জনাব মোঃ জাবির বিন আহসান	অফিস সুপার		
১৯.	জনাব আসমা আক্তার	লাইব্রেরীয়ান		
২০.	জনাব মোঃ কহিনুর ইসলাম	হিসাব রক্ষক		
২১.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	কম্পিউটার অপারেটর		
২২.	জনাব মোঃ আবু রায়হান	ব্যক্তিগত সহকারী		
২৩.	জনাব শারমিন সুলতানা	উচ্চমান সহকারী		
২৪.	জনাব মোঃ সোহেল রানা	সহকারী হিসাবরক্ষক		
২৫.	মৌ-রানী বিশ্বাস	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর		
২৬.	জনাব মোঃ মামুন	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর		
২৭.	জনাব মোঃ তানভীর চৌধুরী	পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর		
২৮.	জনাব নজরুল ইসলাম	পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর		
২৯.	জনাব মোঃ মঞ্জুরুল হাসান কাজল	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক		
৩০.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান	গাড়ীচালক		
৩১.	জনাব মোঃ সালাউদ্দিন	গাড়ীচালক		
৩২.	জনাব মোঃ আবুল কালাম	গাড়ীচালক		
৩৩.	জনাব মোঃ জালাল শেখ	গাড়ীচালক		
৩৪.	জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন	ডেসপাস রাইডার		
৩৫.	জনাব মোঃ রুবেল শেখ	প্রসেস সার্ভার		
৩৬.	জনাব মোঃ জামিল হোসেন	জমাদার		
৩৭.	জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান	অর্ডারলি		
৩৮.	জনাব মোঃ জিহান প্রাঃ	গাড়ীচালক	দৈনিক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে	
৩৯.	জনাব সুজিত মোদক	পিয়ন	আউট সোর্সিং ভিত্তিতে নিয়োজিত	
৪০.	জনাব রনি ঘোষ	এম. এল. এস. এস		
৪১.	জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন	এম. এল. এস. এস		
৪২.	জনাব মোছাঃ মর্জিনা খাতুন	এম. এল. এস. এস		
৪৩.	জনাব মোঃ ইমন হোসেন	এম. এল. এস. এস		
৪৪.	জনাব আঙ্গুরী খাতুন	এম. এল. এস. এস		
৪৫.	জনাব মারুফ খান	এম. এল. এস. এস		
৪৬.	জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম	এম. এল. এস. এস		
৪৭.	জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান	নৈশ প্রহরী		
৪৮.	জনাব মোঃ নাফিজুল ইসলাম	নৈশ প্রহরী		
৪৯.	শ্রী রাজু	ক্লিনার		
৫০.	লতা রানী	ক্লিনার		

অধ্যায় - ২
তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য কমিশন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

২.১ জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ

ক. জনঅবহিতকরণ সভা

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত যেসব জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলো ঃ নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাগুরা, যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, নরসিংদী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বান্দরবান, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, শেরপুর, ময়মনসিংহ, পঞ্চগড়, রংপুর, সিলেট, রাজশাহী, ঝিনাইদহ, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা, খাগড়াছড়ি, খুলনা, কুড়িগ্রাম, পাবনা, জামালপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, শরীয়তপুর, বাগেরহাট, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, চট্রগ্রাম, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঢাকা, ভোলা, ফেনী, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, বরিশাল ও কক্সবাজার জেলা। অর্থাৎ দেশের সকল জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়েছে।

বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকা, রংপুর ও সিলেট বিভাগ এবং উপজেলা পর্যায়ে কুমিল্লা আদর্শ সদর, দেলদুয়ার, কুমিল্লা সদর (দক্ষিণ), বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, ভান্ডারিয়া, নাজিরপুর, লক্ষ্মীপুর সদর, রামগঞ্জ, রায়পুর, চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর, টুঙ্গীপাড়া, চরফ্যাশন ও লালমোহন, পাবনার আটঘরিয়া এবং টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে দেশের অন্যান্য উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজনের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

খ. প্রশিক্ষণ

যেসব জেলায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলোঃ রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ঝিনাইদহ, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা, খুলনা, পাবনা, জামালপুর, নাটোর, কুমিল্লা, বগুড়া, কক্সবাজার, টাঙ্গাইল, রাঙ্গামাটি, রাজশাহী, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, নওগাঁ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, বাগেরহাট, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঢাকা, গোপালগঞ্জ, ভোলা, গাজীপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ফেনী, বরিশাল, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, বান্দরবান, মাগুরা, নড়াইল, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও কুষ্টিয়া জেলা। অর্থাৎ নরসিংদী জেলা ব্যতীত দেশের সকল জেলায় জেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়া যেসব উপজেলায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলোঃ ফেনী জেলার ফেনী সদর, সোনাগাজী, ছাগলনাইয়া, ফুলগাজি, দাগনভূইয়া, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর, মির্জাপুর, নরসিংদী জেলার পলাশ, রায়পুরা, ঢাকা জেলার ধামরাই, কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর, হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ জেলার শাহ্জাদপুর, লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলা হাট ও শিবগঞ্জ, বান্দরবান জেলার সদর উপজেলা ও চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলা। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে সারা দেশে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।

ময়মনসিংহ জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

কুষ্টিয়া জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মুন্সীগঞ্জ জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বরিশাল জেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

২.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি হওয়ার পর হতে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সরকারী-বেসরকারী দপ্তরসমূহকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার জন্য পত্র দেওয়া হয়। বিভিন্ন ফোরামে আলোচনায় এবং সরকারী/আধাসরকারী পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনারের পক্ষ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবরে ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সরকারী দপ্তরে ১৬,৩৮৭ জন ও বেসরকারী সংস্থায় ৩,৭৬৯ জনসহ সর্বমোট নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ২০,১৩৬ জন। সমগ্র দেশ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (wwwinfocomgovbd) আপলোড করা হচ্ছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্ত তালিকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক ও হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে অডিট ইউনিটের সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৫,০০০। তদানুযায়ী ৩০,০০০ তথ্য প্রদান ইউনিটের বিপরীতে ১৬,৩৮৭ জন (প্রায় ৫৫%) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারী দপ্তরগুলোতে নিয়োজিত হয়েছেন।

তথ্য কমিশনের ডাটাবেজ অনুযায়ী বছরওয়ারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা

সাল	সরকারী	এনজিও	মোট সংখ্যা
২০১০	৪৬১৬	১১৩৪	৫৭৫০
২০১১	৩২২২	১৩৩৮	৪৫৬০
২০১২	২২৪৬	৬১৩	২৮৫৯
২০১৩	৪৫২৯	৫৮৩	৫১১২
২০১৪	১৭৭৪	১০১	১৮৫৫
সর্বমোট সংখ্যা	১৬৩৮৭ জন	৩৭৬৯ জন	২০১৩৬ জন

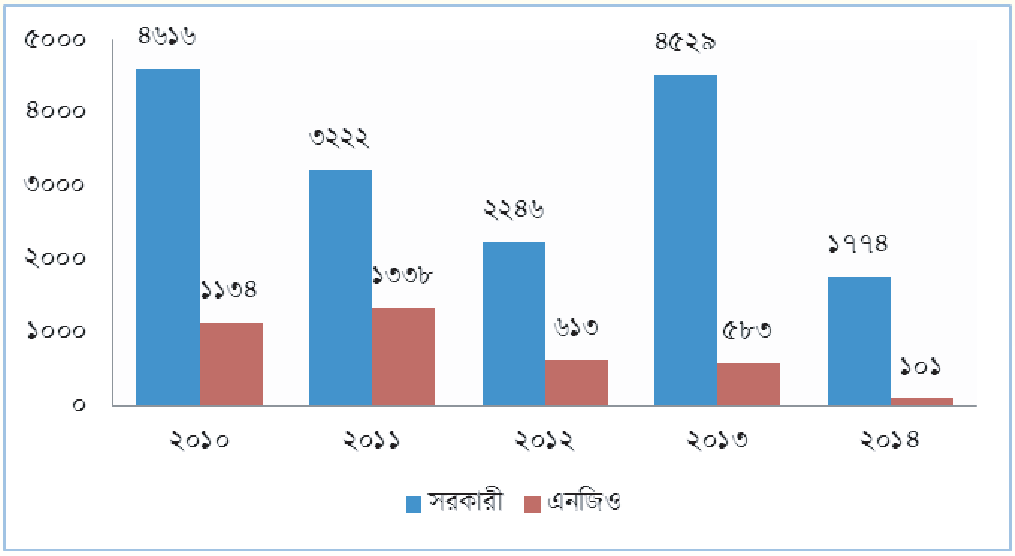

➢ *২০১১ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা*

সরকারী	৪৬১৬
এনজিও	১১৩৪
মোট	৫৭৫০

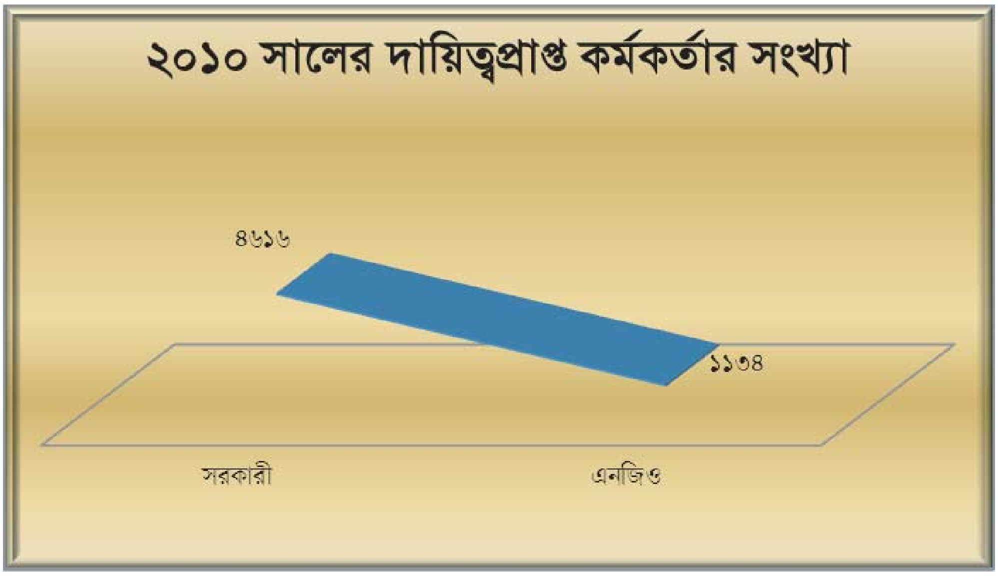

- *২০১১ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা*

সরকারী	৩২২২
এনজিও	১৩৩৮
মোট	৪৫৬০

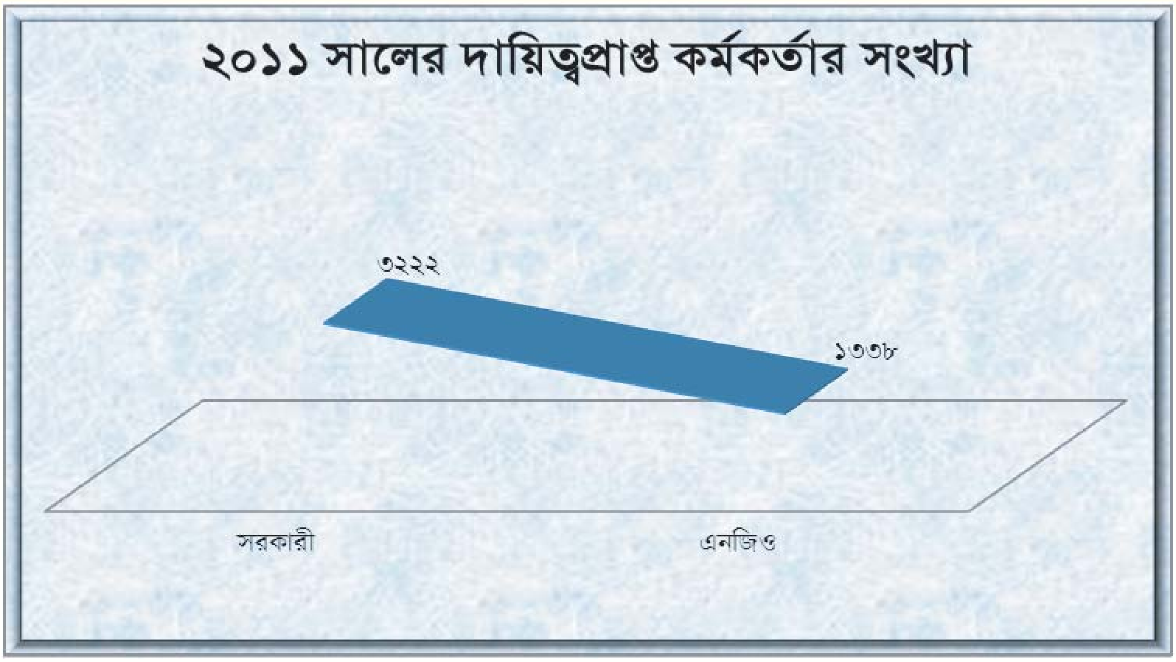

- *২০১২ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা*

সরকারী	২২৪৬
এনজিও	৬১৩
মোট	২৮৫৯

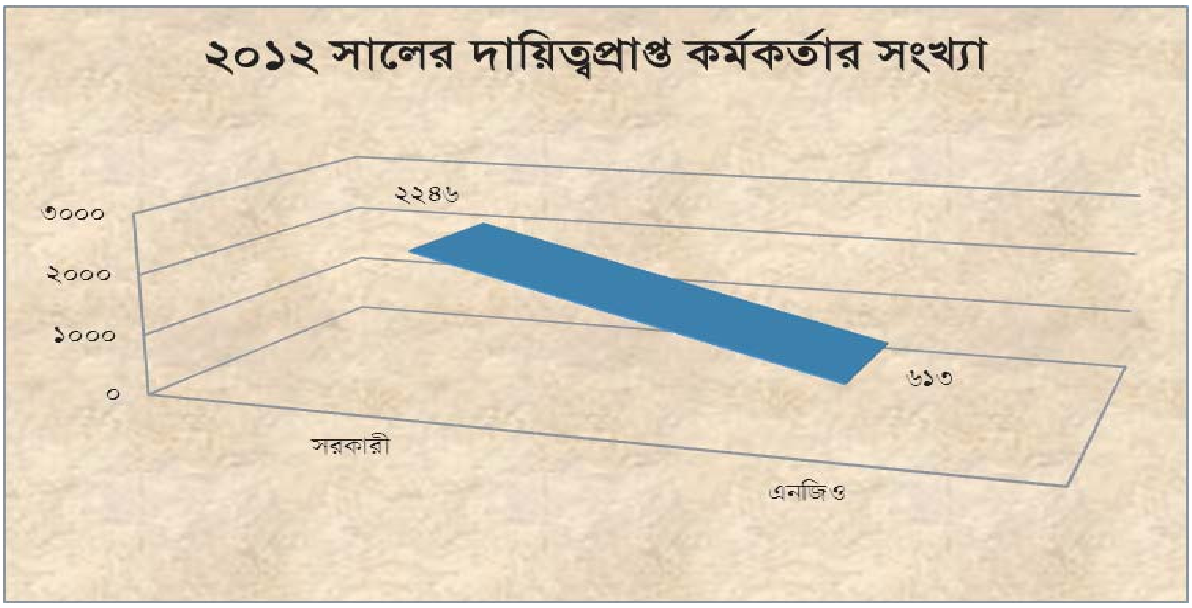

- *২০১৩ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা*

সরকারী	৪৫২৯
এনজিও	৫৮৩
মোট	৫১১২

- *২০১৪ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা*

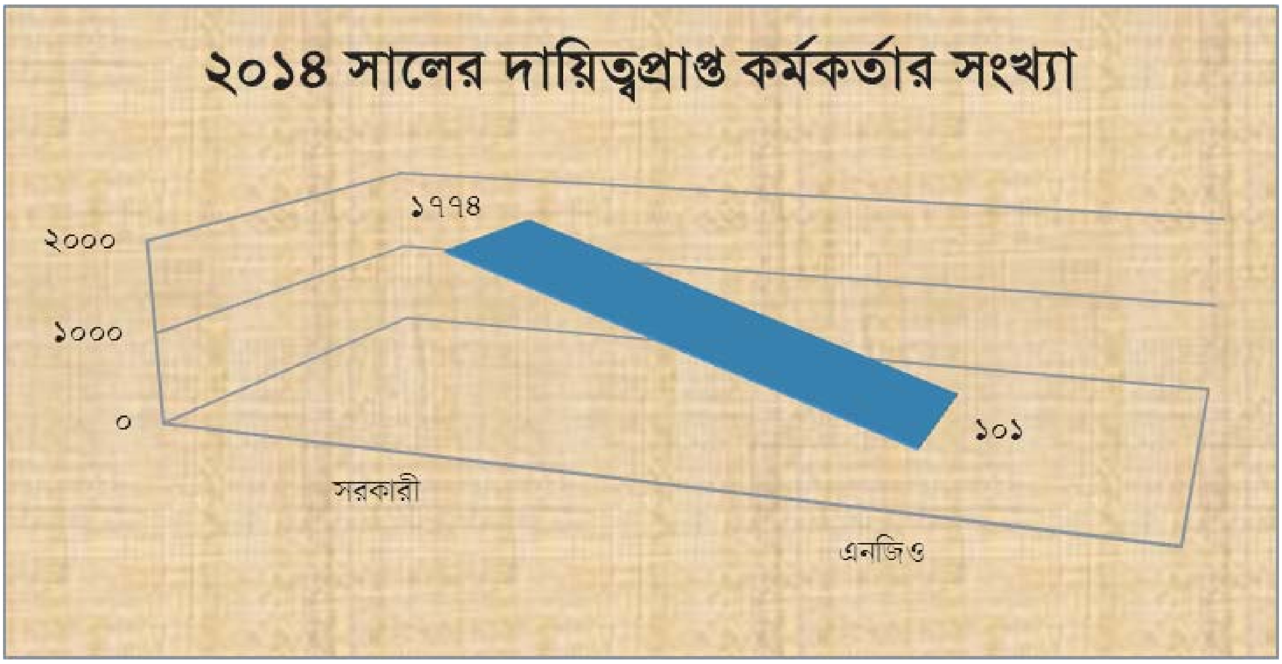

২.৩ তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নাম ও পদবী	যোগাযোগের ঠিকানা	আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর নাম ও পদবী	যোগাযোগের ঠিকানা
মোঃ সালাহ উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	ফোনঃ ০২-৮১৮১২১৯ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৭১০-৬৮৫৯৮৭ ই-মেইলঃ doinfocom@gmail.com	মোঃ ফরহাদ হোসেন সচিব	ফোনঃ ০২-৯১১১৫৯০ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৮১১-১১৬২৮৪৬ ই-মেইলঃ hmforhad1@gmail.com

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ২০১৪ সালে মোট ৩৮টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে সবগুলোর তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তথ্য মূল্য বাবদ আদায় হয়েছে ৯৬/- (ছিয়ানব্বই) টাকা যা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

২.৪ তথ্য মূল্য সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর ঃ

১	-	৩	৩	০	১	-	০	০	০	১	-	১	৮	০	৭

২.৫ জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশন সমগ্র দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে চলেছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য কমিশনে এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। রংপুরে রংপুর বিভাগের আটটি জেলার ৪৩৪ জন, সিলেটে সিলেট বিভাগের চারটি জেলার ২৬১ জন, ঝিনাইদহ জেলায় ১৬৫ জন, সাতক্ষীরা জেলায় ২০৪ জন, খুলনা জেলায় ১০২ জন, নোয়াখালী জেলায় ৮৮ জন, পাবনা জেলায় ১৭৩ জন, জামালপুর জেলায় ১২৮ জন, নাটোর জেলায় ৮৯ জন, কুমিল্লা জেলায় ৩৯৮ জন, বগুড়া জেলায় ১৩১ জন, কক্সবাজার জেলায় ১৫৫ জন, টাঙ্গাইল জেলায় ৩৪৪ জন, রাঙ্গামাটি জেলায় ৮৬ জন, রাজশাহী জেলায় ১৮৩ জন, জয়পুরহাট জেলায়৭১ জন, ঝালকাঠি জেলায় ১১৪ জন, পিরোজপুর জেলায় ১৪৮ জন, নওগাঁ জেলায় ১০১ জন, শরিয়তপুর জেলায় ৬২ জন, মাদারীপুর জেলায় ৯৮ জন, বাগেরহাট জেলায় ১০৯ জন, লক্ষ্মীপুর জেলায় ১০৪, চাঁদপুর জেলায় ৯৫ জন, চট্টগ্রাম জেলায় ১৪১ জন, সিরাজগঞ্জ জেলায় ১২৫ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য কমিশনে ২০১০ সালে ১৫২ জন এবং ২০১১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বদলিজনিত কারণে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে তথ্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই ২০১৩ সাল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং শিক্ষক, সাংবাদিক, মসজিদের ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৩ সালে জেলা পর্যায়ে ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৭১ জন, পঞ্চগড় জেলায় ১৮০ জন, মৌলভীবাজার জেলায় ২০১

জন, সুনামগঞ্জ জেলায় ২০২ জন, খাগড়াছড়ি জেলায় ১০০ জন, বরগুনা জেলায় ৭৯ জন, পটুয়াখালী জেলায় ৮৩ জন, ঢাকা জেলায় ১৯১ জন, গোপালগঞ্জ জেলায় ১০১ জন, ভোলা জেলায় ১৩১ জন, গাজীপুর জেলায় ১০০ জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১৩২ জন সর্বমোট ১৬৭১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৩ সালে উপজেলা পর্যায়ে ফেনী জেলার ফেনী সদর, ফুলগাজি, দাগনভূঁইয়া উপজেলায় ২২৯ জন, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় ১০৯ জন ও মির্জাপুর উপজেলায় ১৮১ জন, নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় ১৬০ জন ও রায়পুরা উপজেলায় ২৫৭ জন, ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় ১৫৩ জন, কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলায় ১৬০ জন ও হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর উপজেলায় ১৬২ জন সর্বমোট ১৪১১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, ২০১৩ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ৫২ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ৫৫ জন কর্মকর্তা, রাজউক এর ৫৯ জন কর্মকর্তা, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯৪ জন শিক্ষক, সাব-এডিটর ১৩২ জন, ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটি কর্তৃক আয়োজিত ৪৫৮ জন সাংবাদিক, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, রাজশাহী, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি, ঢাকা এর সর্বমোট ৩৫৫ জন্য পুলিশ কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০১৪ সালে জেলা পর্যায়ে কুমিল্লা জেলায় (২য় ফেজ) ৬৬৫ জন, হবিগঞ্জ জেলায় (২য় ফেজ) ১৪৯ জন, সিলেট (২য় ফেজ) ১২৮ জন, বরিশাল জেলায় ৩৮৯ জন, কক্সবাজার জেলায় (২য় ফেজ) ১৭২ জন, যশোর জেলায় ৪০১ জন, চট্টগ্রাম জেলায় (২য় ফেজ) ৬৭ জন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১৯৫ জন, মেহেরপুর জেলায় ১৫০ জন, বান্দরবান জেলায় ১১৫ জন, মাগুরা জেলায় ২৪৪ জন, নড়াইল জেলায় ১৬২ জন, নেত্রকোণা জেলায় ৩১১ জন, ময়মনসিংহ জেলায় ৩৮৭ জন, কিশোরগঞ্জ জেলায় ৩৫৫ জন, শেরপুর জেলায় ৩০৫ জন, ফরিদপুর জেলায় ২১২ জন, মুন্সিগঞ্জ জেলায় ২৭০ জন, মানিকগঞ্জ জেলায় ২২৩ জন, রাজবাড়ী জেলায় ১৮২ জন, নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৮৪ জন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় ৮৭ জন, কুষ্টিয়া জেলায় ৯৭ জনসহ সর্বমোট ৫৩৫০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৪ সালে উপজেলা পর্যায়ে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহ্জাদপুর উপজেলায় ৩১৩ জন, ফেনী জেলার পরশুরাম, সোনাগাজী, ছাগলনাইয়া উপজেলায় ১৯৪ জন, লালমনিরহাট জেলা সদরে ১২৮ জন, লালমনিরহাট সদর উপজেলায় ১৩৯ জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলা হাট উপজেলায় ৭৬ জন, শিবগঞ্জ উপজেলায় ১৬৪ জন, বান্দরবান সদর উপজেলায় ৪৯ জন, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় ১৯৩ জনসহ সর্বমোট ১২৫৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৪ সালে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ৯০ জন, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬৮ জন শিক্ষক, সাব-এডিটর ২২১ জন, ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটি কর্তৃক আয়োজিত ৪৮৬ জন সাংবাদিক, বাসস সংবাদদাতাদের ৫৯ জন, অনলাইন সাংবাদিক ২৩ জন, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলের ৪৮ জনসহ সর্বমোট ৯৯৫ জনকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তথ্য কমিশন ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইনের ওপর বিভিন্ন সেক্টরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যার তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত রয়েছে।

২.৬ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদির ছক:

সাল	প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	মন্তব্য
২০১০	১৫২	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ
২০১১	২০৯৪	মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
২০১২	২০৬৭	জেলা ও উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
২০১৩	৪১৮৭	মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১৬৬ জন, ঢাকা মহানগরীর শিক্ষক-৯৪ জন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে-৪৫৮-জন, পিআইবিতে-১৩২ জন সাব-এডিটরস সহ মোট সাংবাদিক-৫৯০ জন
২০১৪	৭৬০১	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ-৯০ জন,শিক্ষক-৬৮জন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে-৪৮৬-জন, পিআইবিতে-২২১ জন সাব-এডিটরস, বাসস জেলা সংবাদদাতা-৫৯ জন, অনলাইন সাংবাদিক-২৩ জন সহ মোট সাংবাদিক-৭৮৯ জন
সর্বমোট	**১৬,১০১ জন**	সর্বমোট ১৪,৫৬০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ১৬২ জন শিক্ষক এবং ১,৩৭৯ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

২.৭ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিপরীতে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র :

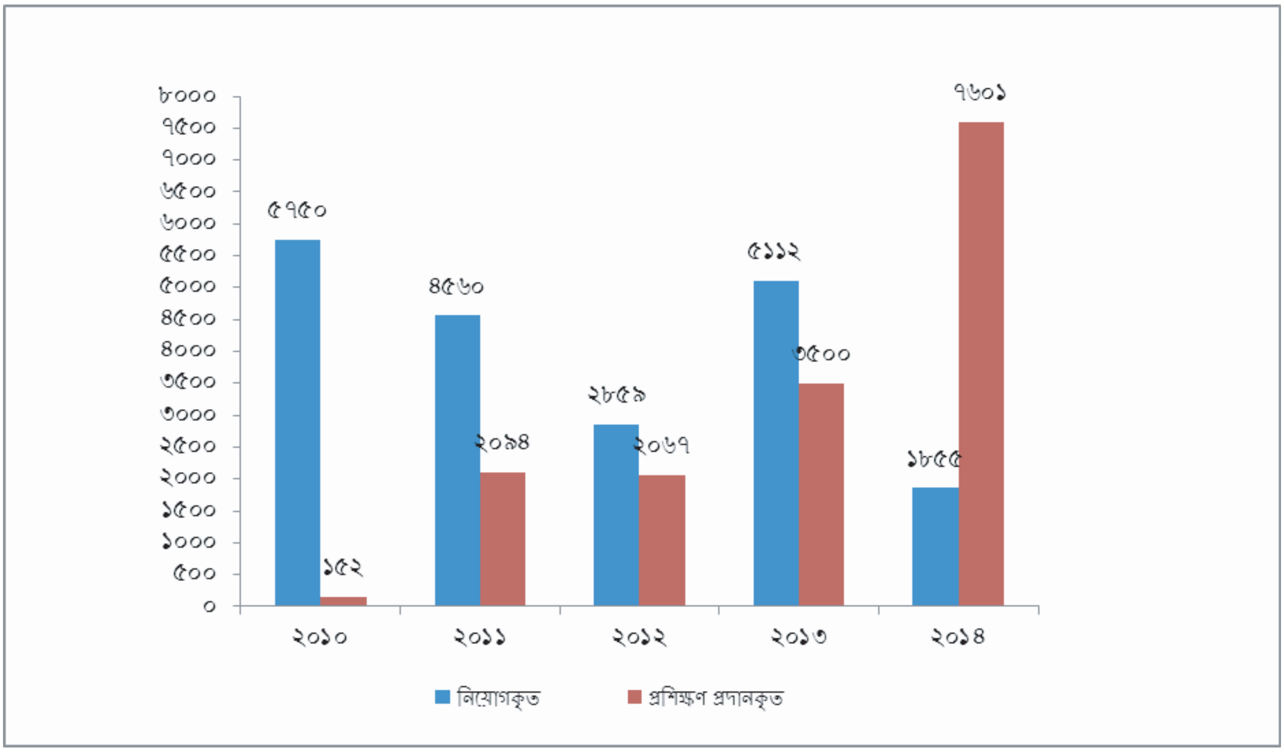

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ

২.৮ তথ্য কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন

তথ্য কমিশন নিজস্ব ওয়েবসাইট পরিচালনা ও অন্যান্য দাপ্তরিক কর্মকান্ডে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৬,৯৭,২০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত) টাকা ব্যয়ে নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন করেছে। দুই হাজার গিগাবাইট এর অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এ সার্ভার স্টেশনটির স্থাপন কাজ গত ডিসেম্বর, ২০১১ সালে সম্পন্ন হয়েছে।

ইউএসএইড ও প্রগতির সহযোগিতায় তথ্য কমিশনের তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প সম্পন্ন হয়। এতে তথ্য কমিশনের বিদ্যমান যন্ত্রাংশের সাথে আরও ১টি সার্ভার, ২টি নেটওয়ার্ক সুইচ, ১টি রাউটার+ ফায়ারওয়াল, ১টি অনলাইন ইউপিএস, ১টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র, ২টি কম্পিউটার, ১টি Black & White Multifunctional Common Printer, ১টি Network Color Printer ও কমিশনের বিভিন্ন কক্ষে সুগঠিত Inter Network স্থাপনে ৪৪টি (Node) সংযোগস্থল স্থাপন করা হয়। ফলে কমিশনের কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণ File Sharing, File Security Computer Security Centrally Computer Virus Protection ও File Backup এর সুবিধাসহ সার্ভার থেকে কেন্দ্রীয় ভাবে সকল কম্পিউটার ও তথ্যের সুরক্ষা পাচ্ছে যা কমিশনের কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী ও বেগবান করেছে।

তাছাড়া তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীগণের জন্য কমিশনের নিজস্ব Domain (www.infocom.gov.bd) এর অনুকূলে ৪৪টি ই-মেইল একাউন্ট চালু করা হয় যা কমিশনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য করেছে। অধিকন্তু এই প্রকল্পে তথ্য কমিশনের একটি নতুন সমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রকল্পের সহযোগিতায় জাতীয় পোর্টালের আলোকে তথ্য কমিশনের জন্য একটি আধুনিক ওয়েব পোর্টাল নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এতে Online এ আবেদনকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করার সুযোগ থাকবে। প্রয়োজনে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল আবেদন এবং তথ্য কমিশনে অভিযোগও Online এ দায়ের করা যাবে। তথ্য সমৃদ্ধ এ পোর্টালে প্রতিটি দপ্তর বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আপীল কর্মকর্তা/প্রতিষ্ঠান প্রধান থেকে Drop down মেন্যুতে গেলে পাওয়া যাবে। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সহজতর করার লক্ষ্যে এতে মোবাইল ফোন প্রযুক্তিও সংযুক্ত করা হবে।

২.৯ *তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন*

১৯ অক্টোবর ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট (wwwinfocomgovbd) শুভ উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (A2i) প্রকল্প ও গ্রামীণফোনের সহযোগিতায় তথ্য কমিশন উক্ত ওয়েবসাইট নির্মাণ করে।

উক্ত ওয়েবসাইটে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত সারা দেশ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরের ২০,১৩৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা ও তথ্য আপলোড করা হয়েছে। উক্ত তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটটিতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, কমিশনের কার্যাবলী, সিদ্ধান্তপত্র, বার্ষিক প্রতিবেদন, নিউজ লেটার, বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রতিবেদন, আপ-কামিং ইভেন্ট, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য, আপীল প্রক্রিয়া, গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে এবং তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনের পদ্ধতি সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কমিশন নিজস্ব সার্ভার স্থাপন করে ওয়েবসাইটটি আরো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে গড়ে ১২৫ ব্যক্তি প্রতিদিন তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করছেন। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিটের পরিসংখ্যান ***পরিশিষ্ট 'খ'*** তে দেখানো হলো।

২.১০ *তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মিডিয়ার ভূমিকা*

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষতঃ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া উদারতার সাথেই তাদের দায়িত্বপালন করে যাচ্ছে। যখনই কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচীর প্রেসকভারেজের জন্য জাতীয় দৈনিকসমূহ, অনলাইন পত্রিকা, নিউজ এজেন্সী, টিভি ও রেডিও চ্যানেলসমূহকে তথ্য কমিশন থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তখনই তারা সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানের বস্তুনিষ্ঠ প্রচারণা করে যাচ্ছে। ফলে জনগণ পত্রিকা, টিভি ও ইন্টারনেট দেখে কিংবা রেডিও শুনে এ আইন সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন। ফলে তারা তথ্য জানার অধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের ক্ষমতায়িত করতে শুরু করেছেন। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকার বিষয়ক

বিভিন্ন প্রবন্ধ, ফিচার, বক্সনিউজ, তথ্য কমিশনে নিষ্পত্তিকৃত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলোর খবর পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হলে জনগন তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে আরো এগিয়ে আসবেন বলে তথ্য কমিশন মনে করে। বিটিভি, এটিএন নিউজ, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই, বৈশাখী টিভি, বাংলাভিশন, সময় টিভি, মাছরাঙ্গা টিভি, আরটিভি, মোহনা টিভি, দেশ টিভি, মাইটিভি, এনটিভি, ইনডিপেন্ডেন্ট টিভি, চ্যানেল২৪, চ্যানেল৭১, টিভিসহ বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেল প্রতিবেদন ও তথ্য কমিশনারগণের সাক্ষাৎকার প্রচার করেও এ আইনের প্রচারে অবদান রেখে চলেছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার বিষয়ক কতিপয় টিভি স্ক্রল প্রচার করছে। এজন্য তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল মিডিয়াকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

২.১১ তথ্য অধিকার আইন প্রচারে সহযোগী প্রধান প্রধান মিডিয়াসমূহের নাম

পিআইডি, বিএসএস, ইউএনবি, বিবিসি, ভোয়া, দৈনিক ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ, প্রথমআলো, যুগান্তর, সমকাল, সংগ্রাম, নয়াদিগন্ত, আমাদের সময়, যায় যায় দিন, সংবাদ, নওরোজ, স্বাধীন সংবাদ, আজকের জনতা, নরসিংদীর কাগজ, দৈনিক জনসংবাদ, দৈনিক ডাভিবার্তা (নারায়ণগঞ্জ), লোকসমাজ (যশোর), ডেইলি সান, নিউএজ, নিউজটুডে, মিডিয়া ওয়াচ, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, স্টার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সাপ্তাহিক ঢাকা কুরিয়ার, প্রোব ম্যাগাজিন, আইস-টুডে, ব্যাংক বীমা অর্থনীতি, বাংলানিউজ ২৪ডটকম, বিডিনিউজ ২৪ডটকম, বিডি রিপোর্ট২৪, বাংলা৭১, বার্তা২৪, চ্যানেল আই, বৈশাখী টিভি, বাংলাভিশন, সময় টিভি, মাছরাঙ্গা টিভি, আরটিভি মোহনা টিভি, দেশ টিভি, মাইটিভি, এনটিভি, ইনডিপেন্ডন্ট টিভি, চ্যানেল২৪, চ্যানেল৭১, বাংলাদেশ বেতার, রেডিওটুডে, এবিসিরেডিও, রেডিও সুন্দরবনসহ বেশকিছু কমিউনিটি রেডিও।

- *তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রকাশিত কিছু পত্রিকার প্রকাশনা পরিশিষ্ট 'গ' তে দেয়া হলো।*

২.১২ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশন ২০১৫ সালের জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। রোডম্যাপ অনুসারে তথ্য কমিশন সারা দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ; বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ; তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ; অভিযোগ নিষ্পত্তি; জনবল নিয়োগ, স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ, এসএমএস প্রেরণ, ভয়েস এসএমএস প্রেরণ, টেলিভিশনে স্ক্রল প্রদর্শন, তথ্য অধিকার বিষয়ক জারি গান/নাটিকা প্রচার, ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, নিউজ লেটার প্রকাশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশ, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক গবেষণাকর্ম সম্পাদন প্রভৃতি বিষয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা ও অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তথ্য কমিশন নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২.১৩ তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা বিতরণ

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে মন্ত্রণালয় হতে উপজেলা পর্যন্ত সরকারী দপ্তরসমূহে তথ্য অধিকার আইন ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনা বিতরণ করা হয়। ২০১২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলায় এবং সংবাদ পত্র/নিউজ এজেন্সি, টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও/কমিউনিটি রেডিও সমূহের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম, আপীল আবেদন ফরম, অভিযোগ দায়েরের ফরম বিতরণের জন্য দেশের সকল জেলায়, মন্ত্রণালয়ে এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। ২০১৩ সালে জেলা পর্যায়ে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঢাকা, গোপালগঞ্জ, ভোলা, গাজীপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ফেনী জেলার ফেনী সদর, ফুলগাজি, দাগনভূইয়া উপজেলা, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর ও মির্জাপুর উপজেলা, নরসিংদী জেলার পলাশ ও রায়পুরা উপজেলা, ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা, কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলা, হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর উপজেলা এবং তথ্য মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রাজউক, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, সাব-এডিটর, ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটি কর্তৃক আয়োজিত সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বই বিতরণ করা হয়। এছাড়া ২০১৩ সালে বরগুনা, পটুয়াখালী, ঢাকা, ভোলা, ফেনী, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, মৌলভীবাজার, ও সুনামগঞ্জ জেলা এবং টুঙ্গীপাড়া, চরফ্যাশন ও লালমোহন উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝেও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বই বিতরণ করা হয়।

২০১৪ সালে বরিশাল ও কক্সবাজার জেলায় এবং উপজেলা পর্যায়ে পাবনার আটঘরিয়া এবং টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২০১৪ সালে বরিশাল, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, বান্দরবান, মাগুরা, নড়াইল, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও কুষ্টিয়া জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় এবং উপজেলা পর্যায়ে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহ্জাদপুর, ফেনী জেলার সোনাগাজী ও ছাগলনাইয়া, লালমনিরহাট জেলার জেলা সদর, সদর উপজেলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলা হাট, শিবগঞ্জ উপজেলা, বান্দরবান জেলার সদর উপজেলা ও চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বই বিতরণ করা হয়।

২.১৪ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্য পুস্তকে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্তকরণ

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ক পুস্তকে ২০১৩-২০১৪ শিক্ষা বর্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের নির্বাচিত অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতন হবে যা জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

২.১৫ স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে তথ্য কমিশনের ভূমিকা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রজেক্ট, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং তথ্য কমিশনের সমন্বয়ে ১৩-০৮-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর আলোকে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণীত হয়। প্রণীত নির্দেশিকাটি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় অনুমোদন করা হয়। কমিশনের সভায় অনুমোদিত হওয়ার পরে মন্ত্রণালয় ও সরকারী অফিসসমুহে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে নির্দেশিকাটি আপলোড করা হয়েছে।

স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা

[তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর আলোকে প্রণীত]

০১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারা এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর সাথে সংগতি রেখে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ স্ব-প্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার নির্দেশিকা প্রণয়নপূর্বক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে।

০২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০ অনুসারে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক নয়, সে ক্ষেত্রে আইন ও বিধি অনুসরণপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

০৩। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

০৪। ওয়েবসাইট প্রতিবন্ধীসহ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবহারকারীগণের উপযোগী করে তৈরী করতে হবে।

০৫। ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যাবলী অবশ্যই ইউনিকোড স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে বাংলায় প্রকাশ করতে হবে। ওয়েবসাইটের কারিগরী দিকসমূহ সরকার অনুমোদিত ইন্টারঅপারেবিলিটি গাইডলাইনের আলোকে প্রস্তুত করতে হবে।

০৬। নাগরিকগণের জন্য প্রদেয় সকল সেবার বিবরণ ও সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতিসমূহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

০৭। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সাথে সংগতি রেখে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদান করতে হবে।

০৮। কর্তৃপক্ষ বছরে অন্তত একবার তথ্য ও সেবা সম্পর্কিত নাগরিক সভা করবে এবং সভা সম্পর্কিত সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

০৯। তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিল ১ এবং ২ এর কলাম ২ এ বর্ণিত সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১০। নতুন কোন আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল, ডকুমেন্ট, রেকর্ড এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি অনুমোদিত হবার সাথে সাথে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১১। ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং ওয়েবসাইটের প্রতিটি পাতার উপরের দিকের ডানপাশে বাধ্যতামূলকভাবে তথ্য হালনাগাদের সর্বশেষ তারিখ লিখতে হবে।

১২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নাগরিকগণের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১৩। কর্তৃপক্ষ স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকার আলোকে কতটুকু তথ্য ওয়েবসাইটসহ অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশ করেছে তা সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবছর নিরীক্ষা করতে হবে। কর্তৃপক্ষ অডিট রিপোর্টটি প্রতিবছর তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবে। তথ্য কমিশন অডিট রিপোর্টের আলোকে কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

১৪। তথ্য কমিশন প্রতিবছর দৈবচয়নের (Random) ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষের স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা ব্যবহারের অগ্রগতি বিষয়ক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১৫। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সম্ভাব্য ব্যয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৬। মাসিক সমন্বয় সভায় নিয়মিতভাবে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের বিষয় আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৭। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৬ ধারার সাথে সংগতি রেখে কর্তৃপক্ষ বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

১৮। তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তার নাম, পদবী, ই-মেইল ও ফোন নম্বর (যদি থাকে) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং তথ্য কমিশনকে অবহিত করবে।

১৯। বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত ইনোভেশন টিম স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা বাস্তবায়নের বিষয় তত্ত্বাবধান করবে।

২.১৬ *তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ওয়ার্কিং গ্রুপ ও জেলা পর্যায়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন*

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালার সুপারিশের প্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন সংক্রান্ত পরিপত্র এবং তা পুনর্গঠন সংক্রান্ত পরিপত্র দু'টি পরবর্তী পৃষ্ঠা দুটিতে সংযোজিত হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর:- ০৪.২২১.০৮৫.০০.০১.০২৫.২০১০.৬১১

০৮ আষাঢ় ১৪২১
তারিখ ঃ-------------------------
২২ জুন ২০১৪

পরিপত্র

বিষয়: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন ।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন’ শীর্ষক কর্মশালার (Workshop on Formulation of Right to Information Implementatin Plan) সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারনের জন্য নিম্নরূপ একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা

১ । অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ -আহ্বায়ক
২ । অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ -সদস্য
৩ । অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় -সদস্য
৪ । সচিব, তথ্য কমিশন -সদস্য
৫ । বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি -সদস্য
৬ । উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ -সদস্য সচিব

২ । ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর কর্মপরিধি
ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ;
খ) নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
ঘ) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ (proactive disclosure) কার্যকমের বাস্তাবায়নের জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

৩ । উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং উপযুক্ত কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে, এবং

৪ । উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন বিশেষজ্ঞ কিংবা এই কাজের সহিত সম্পৃক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে ।

৫ । জনস্বার্থে এই পরিপত্র জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে ।

(ড. আবু শাহীন মো: আসাদুজ্জামান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৩৬০২
ই-মেইল: asad6531@gmail.com

বিতরণ:

১ । অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
২ । অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
৩ । অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪ । সচিব, তথ্য কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা;
৫ । কান্ট্রি ডাইরেক্টর, বিশ্বব্যাংক, ঢাকা কার্যালয়, ঢাকা;
৬ । উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
৭ । মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর:- ০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.৭১৫

তারিখ ঃ ০৮ আষাঢ় ১৪২১ / ২২ জুন ২০১৪

পরিপত্র

বিষয়: তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন ।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ২২ জুন ২০১৪ তারিখে ০৪.২২১.০৮৫.০০.০১.০২৫.২০১০.৬১১ স্মারকে গঠিত তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং নিম্নরূপভাবে পুনগর্ঠন করা হইল;

১। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-আহ্বায়ক
২। অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৩। সচিব, তথ্য কমিশন	-সদ্য
৪। যুগ্মসচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-সদস্য
৫। বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি	-সদস্য
৬। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-সদস্য সচিব

২। ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর কর্মপরিধি

ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ;
খ) নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;
ঘ) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ (proactive disclosure) কার্যক্রমের বাস্তাবায়ন জোরদারকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

৩। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং উপযুক্ত কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে, এবং

৪। উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন বিশেষজ্ঞ কিংবা এই কাজের সহিত সম্পৃক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে ।

৫। জনস্বার্থে এই পরিপত্র জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে ।

(ড. আবু শাহীন মোঃ আসাদুজ্জামান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫১৩৬০২
ই-মেইল: asad6531@gmail.com

বিতরণ:

১। ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
৩। অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
৪। সচিব, তথ্য কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা
৫। যুগ্মসচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬। কান্ট্রি ডাইরেক্টর, বিশ্বব্যাংক, ঢাকা কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা
৭। উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৮। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গঠিত তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ণ জোরদারকরণের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয় যা নিম্নে সন্নিবেশিত হলো :

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১৬, ২০১৪

ঢাকা, ১২ই অক্টোবর, ২০১০/২৭শে আশ্বিন, ১৪১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭ ভাদ্র ১৪২১/১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.২২১.১৪.০৪৩.১৪.৬৪৩--তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গঠিত তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক জেলায় নিম্নরূপ একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিয়াছে:

২। কমিটির গঠন;

১. জেলা প্রশাসক	-সভাপতি
২. পুলিশ সুপার	-সদস্য
৩. সিভিল সার্জন	-সদস্য
৪. উপজেলা চেয়ারম্যান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৫. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	-সদস্য
৬. একজন অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৭. নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
৮. জেলা তথ্য কর্মকর্তা	-সদস্য
৯. সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব	-সদস্য

(১৮৩৯৯)
মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

১০. সভাপতি, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন - সদস্য
১১. সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ - সদস্য
১২. দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য
১৩. একজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য
১৪. সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (সনাক অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) -সদস্য
১৫. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা -সদস্য সচিব

৩। কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি;

(খ) তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(গ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন;

(ঘ) জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তাবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়; এবং

(ঙ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

৪। কমিটি প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং প্রয়োজনে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৫। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল এবং তাহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক,বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

কক্সবাজার জেলায় গঠিত উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগণের সমন্বয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

২.১৭ *তথ্য অধিকার ও সামাজিক দায়বদ্ধতা*

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের অন্যতম মোবাইল ফোন অপারেটর "গ্রামীণ ফোন", "রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড" ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের "A2i Project" এবং তথ্য কমিশন এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। "গ্রামীণ ফোন" ও "রবি এক্সিয়াটা লিমিটেড" তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কয়েক কোটি গণসচেতনতামূলক মোবাইল মেসেজ তাদের গ্রাহকদের মাঝে পাঠিয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। চলতি বছরে বেসরকারী সংস্থা ডি-নেট এর সাথে তথ্য কমিশনের সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত সমঝোতার প্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক একটি স্ব-শিক্ষণ ভিডিও প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.১৮ *তথ্য কমিশন ও বেসরকারী সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকান্ড ঃ*

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি ও তথ্য কমিশন গঠন হওয়ার পর হতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এবং বেসরকারী সংস্থা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

ক. তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন

সারা বিশ্বব্যাপী আনুষ্ঠানিকভাবে পালনের অংশ হিসেবে গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য কমিশন দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেয়।

এদিন দৈনিক ও আঞ্চলিক ০৭ টি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, নিয়মিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনার অংশ হিসেবে বিশেষ নিউজ লেটার এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ, ঢাকায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীর উপস্থিতিতে আলোচনাসভা, ঢাকার প্রধান সড়কসমূহ সজ্জিতকরণ, জেলা প্রশাসন কর্তৃক ৬৪ জেলায় তথ্য মেলা, শোভাযাত্রা ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠান, সারাদেশে প্রচারণামূলক পোস্টার ও স্টিকার বিতরণ ছাড়াও রেডিও-টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।

উল্লেখ্য যে, ঢাকায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে জাতীয় জাদুঘরের বেগম সুফিয়া কামাল অডিটোরিয়াম প্রাঙ্গণে আলোচনা সভাস্থলে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফারুক এর সভাপতিত্বে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর, এমপি; বিশেষ অতিথি জনাব মরতুজা আহমদ, সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়; জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; প্রফেসর খুরশিদা বেগম সাঈদ, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন এবং শাহিন আনাম, সভাপতি, তথ্য অধিকার ফোরাম।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর, এমপি ।

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফারুক

Workshop on "Right to Information Act 2009" training for Journalists in E -Media

Dhaka; February 2014

Partner:Information Commission, Bangladesh

Number of participants: 40

Orientation and training of implementing RTI Law for journalists in Electronic Media of Dhaka.

Workshop on "Right to Information Act 2009" training for Government Officials

Comilla; February 2014

Partner:Information Commission, Bangladesh

Number of participants: 100

Orientation and training of government officia responsible for implementing RTI Law at the Comill district

Workshop for District Advisory Committee of Cox's Bazar to Expedite the Implementation of Right to In formation Act 2009

Cox's Bazar; November 2014

Partner: Information Commission

Number of participants: 26

Chief Information Commissioner of Bangladesh, Mohammed Farooq encourages high-level police and district-level government officials, academics and NGO activists to promote the implementation of Right to Information (RTI) Act 2009 in Cox's Bazar district. He congratulate the newly-formed committee for Cox's Bazar, who will be overeseeing RTI implementation that district . Participants took the opportunity to discuss the administrative challenges in shar information with the general public. They insist to enhance the scope of easier acce information.

Orientation and Training of Government Officials Responsible for Implementing RTI Law at the Local Level Pabna; March 2014 Partner:Information Commission, Bangladesh Number of participants: 100 Orientation and training of government officials responsible for implementing RTI Law at Faridpur upazila of Pabna district.
Complaints and Decisions of Information Commission (2012 -2013) It was with much anticipation and hope when the Right to Information Act (RTI Act), 2009 w enacted in March 2009 in Bangladesh National Parliament. The right to information promis new era of open governance in Bangladesh and an opportunity for ordinary people to m effectively engage with public officials and institutions who are supposed to promote their w and rights. FNF/Bangladesh has supported Information Commission of Bangladesh to publis documentation of its decisions on its complaints lodged under the RTI Act during the period 2012-2013. This initiative promotes the accountability that RTI law advocates. It also provide detailed illustration of Information Commission's implementation of the Act in Bangladesh.
Short Television Drama on Right to Information in Bangladesh: Kashem Uncle Got the Information It is an era in which the pace of development and lifestyle is determined by free flow of ideas information. Right to Information is the foundation to build a prosperous society. Banglade Constitution clearly emphasizes the rights and well-being of its citizen. The television dram "Kashem Uncle Got the Information"is an effort by *Information Commission of Bangladesh* and FNF to feature citizen's rights. It intends to portray the basic functions of Informati Commission, Bangladesh and Right to Information (RTI) Act, 2009. The necessary procedu and regulations to implement the Act are imparted into the short video. The five minute d aims to create more awareness amongst the general public on RTI law. It is in Bangla, v subtitles in English.Information Commission, Bangladesh intends to broadcast this dram various television channels.

সূত্র ঃ 'এফএনএফ' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত ।

গ. বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউট	Conference on Inter agency Collaboration among Key Oversight National Institutions Dhaka; February 2014 Partner: Bangladesh Enterprise Institute (BEI) Number of participants: 35 To facilitate collaboration and cooperation among the three key oversight institutions Office of Comptroller and Auditor General of Bangladesh (OCAG), Anti-Corruption Commission (ACC), and Information Commission, Bangladesh (IC) to strengthen accountability, transparency a integrity in Bangladesh.

সূত্র ঃ ‘ বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউট ’ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত ।

ঘ. ব্র্যাক

ব্র্যাক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বৃহৎ একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। তথ্য অধিকার ফোরামের একজন সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই ব্র্যাক তথ্য অধিকার আইনের সমর্থক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদানসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, এনজিও, অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আরো কার্যকর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য ব্র্যাক Partnership Strengthening Unit (PSU) গঠন করেছে। ব্র্যাকে ২০১১ সাল থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় District BRAC Representative (DBR)-গণ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া ব্র্যাক ৪৮৭টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর ওরিয়েন্টেশন প্রদান করেছেন। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত কয়েকটি ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ কোর্সে তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইনের উপর বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ে পার্টনারশীপ স্ট্রেংদেনিং ইউনিটের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন। ব্র্যাক ২০১৪ সালে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ১০ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে তথ্য সরবরাহ করেছে।

সূত্র ঃ ‘ব্র্যাক’ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত ।

ঙ. *টিআইবি*

তথ্য কমিশনের আয়োজনে অংশগ্রহণ: ২৮ সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, জাতীয় জাদুঘরের বেগম সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আলোচনা সভা এবং স্টলের কার্যক্রমে টিআইবি অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে কমিশনের বিশেষ নিউজলেটারে "তথ্যই শক্তি: জানবো, জানাবো এবং সুশাসিত দেশ গড়বো" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে টিআইবি।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ২০১৪: বছর জুড়ে বিভিন্ন সময়ে ঢাকাসহ সারাদেশের ইয়েস সদস্যদের জন্য তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, এর প্রয়োগে তথ্যের জন্য সঠিক আবেদনের প্রয়োজনীয়তা এবং তরুণ সমাজের করণীয় সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীদেরকে হাতে কলমে আবেদনপত্র পূরণের ধারণা প্রদান করা হয়েছে। ৫-৮ জুন ৪৫টি সনাক এলাকা ও ঢাকার ইয়েস লিডারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে ১১২ জন লিডার তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন।

সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ: টিআইবি'র অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ কর্মশালার অংশ হিসেবে ২৩ জানুয়ারি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২৩-২৫ মে সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর প্রয়োগ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। মোট ৮১ জন তরুণ সাংবাদিক এতে অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য মেলা ও আলোচনা সভা: আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৫ টি সনাক (সচেতন নাগরিক কমিটি) অঞ্চলে জেলা প্রশাসন ও তথ্য কমিশনের সহযোগিতায় দুই দিন ব্যাপী তথ্য মেলার আয়োজন করা হয়। মেলাসমূহে সরকারী ও বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান স্টল স্থাপন করে তাদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণকে অবহিত করে। আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে ২৫ টি সনাক অঞ্চলে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, তথ্য কর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় আয়োজিত র‍্যালির একাংশ

দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ প্রকাশ:

টিআইবি ও এর ৪৫টি সনাক (সচেতন নাগরিক কমিটি) এলাকাসমূহে বিতরণের জন্য ‘তথ্যই শক্তি: ‘জানবো জানাবো, দুর্নীতি রুখবো’ শ্লোগান নিয়ে এক ধারনাপত্রসহ ৫০ হাজার ‘তথ্যই শক্তি’ লিফলেট, তৈরী করা হয়েছে।

’তথ্যই শক্তি লিফলেট’

গণনাটক: সনাক এলাকায় তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে ৬০ টি নাটকের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

সূত্র ঃ ‘টিআইবি’ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

চ. নিজেরা করি

১. তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ:

১. ***তথ্য জানার অধিকার দিবস পালন-*** নিজেরা করি ও ভুমিহীন সংগঠন সম্মিলিত ভাবে কর্মএলাকার ৩১টি উপজেলার ৩০টি উপকেন্দ্রে তথ্য জানার অধিকার দিবস পালন করে। কর্মসূচী হিসেবে ছিলো র‌্যালি, আলোচনা অনুষ্ঠান, সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দিবস পালনের মাধ্যমে সংগঠিত ভূমিহীন সমিতির সদস্য ছাড়াও অন্যান্য নাগরিক তথ্য অধিকার বিষয়ে উৎসাহ বোধ করে এবং সংগঠনের সহায়তায় তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে।

২. ***২০১৪ সালে নিজেরা করি’ কর্তৃক তথ্য অধিকার বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদন, আপীল এবং অভিযোগের সংখ্যা***

কর্মবছরে ভূমিহীন সংগঠনের সদস্যরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তথ্য প্রাপ্তির জন্য মোট ১১৮টি আবেদন করে। আবেদনকারীদের মধ্যে ৪০ জন ভূমিহীন নারী সদস্য এবং ৭৮ জন ভূমিহীন পুরুষ সদস্য। উল্লেখ্য,ভূমিহীন সদস্যদের কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়ে ৪ জন নাগরিক আবেদন করেছেন। তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের

কর্মবছরে নিজেরা করি'র ভূমিহীন সদস্যরা ১১৮টি আবেদনের মধ্যে তথ্য পেয়েছে ১০৪ টিতে। বাকী ১৪টি আবেদনে তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান আছে। এর মধ্যে আপীলের সংখ্যা ১৪টি, তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে ৪টি; শুনানী হয় ৪টি। অভিযোগ শুনানীতে তথ্য কমিশনের ভূমিকা সহায়ক থাকায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথ্য পেয়ে নাগরিক সুবিধা আদায় করতে পারছে যা অংশীদারিত্ব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক।

তথ্য পাওয়ার জন্য ভূমিহীন দলীয় সদস্যরা যে সকল বিষয়ে কর্মবছরে আবেদন করেছে তা হলো-

ক. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী সেফটিনেট বিষয়ে আবেদন করে ৪৩টি। আবেদনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তথ্যগুলি যেমন- ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্কভাতা ও কর্মসৃজন কর্মসূচী প্রভৃতি ক্ষেত্রে তালিকা প্রণয়নের পদ্ধতি, বরাদ্দের পরিমাণ, সেবাপ্রাপ্তদের তালিকা ইত্যাদি।

খ. স্থানীয় উন্নয়ন বিষয়ে আবেদনের সংখ্যা ৩৬টি। তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি ছিল ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের ধরণ, প্রস্তাবিত প্রকল্পে বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ, চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ, স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য তালিকা ইত্যাদি।

গ. খাসজমি-জলা বিষয়ে আবেদনের সংখ্যা ১৬টি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে ছিল খাসজমি ও জলার পরিমাণ, বন্দোবস্তের পরিমাণ, বন্দোবস্তপ্রাপ্তদের নামের তালিকা, বন্দোবস্ত কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা, ভূমিহীন বাছাই প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

ঘ. স্বাস্থ্য বিষয়ে আবেদন করে ১১টি। স্বাস্থ্য বিষয়ে আবেদনের মধ্যে উলেখযোগ্য তথ্যগুলি যেমন- ইউনিয়ন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে কি কি ধরণের চিকিৎসা সেবা আছে, বিনামূল্যে কি কি ঔষধ মজুদ ও বিতরণ করা হয়, আউটডোরে সেবা প্রদানের সময়সূচী, মাতৃস্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি ও নীতিমালা ইত্যাদি।

ঙ. শিক্ষা বিষয়ে আবেদনের সংখ্যা ৭টি। উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি ছিল উপবৃত্তি কার্যক্রমের নীতিমালা, উপবৃত্তি প্রাপ্তদের নামের তালিকা, স্কুলের সময়সূচী ইত্যাদি।

চ. কৃষি বিষয়ে আবেদনের সংখ্যা ছিল ৫টি। উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি ছিল কৃষি বিষয়ে সেবা সমূহ, কৃষিকার্ড প্রাপ্তদের নামের তালিকা ইত্যাদি।

সূত্র ঃ 'নিজেরা করি' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

ছ. ডেমোক্রেসি ওয়াচ

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ:

কার্যক্রমের নাম	বিবরন	কার্যক্রমের ছবি
আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন, জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা।	আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশন, তথ্য মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনের সহযোগিতায় র‌্যালি, আলোচনা সভা ও জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গনে তথ্য মেলার আয়োজন করা হয়।	
আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস পালন	২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে নীলফামারী সদর উপজেলা ও টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় র‌্যালি আলোচনা সভা ও মেলার আয়োজন করা হয়।	
তথ্যের জন্য আবেদন করা	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের তথ্য চাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য কর্মএলাকায় সিটিজেন গ্রুপের সদস্যদের মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা করা হয়।	

সূত্র ঃ 'ডেমোক্রেসিওয়াচ' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

জ. এমআরডিআই

এমআরডিআই এর তথ্য অধিকার বিষয়ক ২০১৪ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ ।

এমআরডিআই মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রোমোটিং *সিটিজেনস একসেস টু ইনফরমেশন* শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে । এই প্রকল্পের আওতায় ২০১৪ সালে এমআরডিআই নিম্নলিখিত কর্মসূচীসমূহ সম্পাদন করেছে:

১. *জেলা প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় সভা*

প্রোমোটিং সিটিজেনস একসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের আওতায় এমআরডিআই বরিশাল ও যশোর জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে । প্রকল্পের শুরুতেই যশোর ও বরিশাল জেলার জেলা প্রশাসনের সাথে যশোরে একটি এবং বরিশালে একটি মতবিনিময় সভার আয়াজন করা হয় । সভায় সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ, জেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা, জেলা পর্যায়ের নির্বাচিত অন্য সরকারি অফিসের কর্মকর্তা এবং এই দুটি জেলার ৬টি করে ১২টি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে তথ্য অধিকার আইন এবং এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

২. *স্থানীয় সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়সভা*

প্রকল্পের আওতায় যশোর ও বরিশাল জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিকদের সাথে তথ্য অধিকার আইন ও এর বাস্তবায়ন বিষয়ক দুইটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় । যশোর ও বরিশালে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় সংশ্লিষ্ট জেলায় কর্মরত জাতীয় গণমাধ্যমের ব্যুরো প্রধান/জেলা প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণমাধ্যমের সম্পাদক/ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগণ অংশ নেন । সভায় তথ্য অধিকার আইনের সম্ভাবনা এবং এর বাস্তবায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয় ।

৩. *তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ে ধারনা জরিপ*

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়েছে । আইন বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এবং তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত কিছু সংখ্যক অভিযোগ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ধারা ৭-এর উল্লেখ করে তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকার উদাহরণ তৈরি হয়েছে, যার অনেক ক্ষেত্রেই ধারা ৭-কে ভুলভাবে ব্যবহার, না বুঝে ব্যবহার বা এর অপব্যবহার করা হয়েছে ।

উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো অনুসন্ধানের নিমিত্তে এমআরডিআই, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এবং তথ্য কমিশন বাংলাদেশের সহযোগিতায় ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’-এর ‘ধারা ৭’ বিষয়ে একটি ‘ধারণা জরিপ’ সম্পন্ন করেছে । ধারণা জরিপের পদ্ধতি হিসেবে ৫০ জন বিষয় সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview), ৬টি

বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের সাথে ৬টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ৬টি বিভাগে গোলটেবিল আলোচনা ও ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ

ফারুক; আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু সালেহ শেখ মুহাম্মদ জহিরুল হক ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম । সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক ছিলেন তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার; সাবেক তথ্য কমিশনার মো: আবু তাহের; সাবেক তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও বৈশাখী টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মনজুরুল আহসান বুলবুল । সেমিনারে সঞ্চালনা করেন ইনফোকাসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ফরিদ হোসেন এবং তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ নিয়ে এমআরডিআইয়ের ধারণা জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করেন এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান মুকুর ।

৪. নাগরিক ফোরাম গঠন

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কমিউনিটি নেতৃত্ব এবং ইস্যুটিকে কমিউনিটির গভীরে প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে যশোর ও বরিশাল জেলার ১২ টি উপজেলায় সর্বজনগ্রাহ্য, ইতিবাচক, সচেতন ও উদ্যোগী মানুষের মনন্বয়ে 'জাগ্রত নাগরিক কমিটি' (জানাক) নামে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ১২ টি নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়েছে । কমিটির সদস্যদের তথ্য অধিকার আইন ও এর প্রয়োগ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে ।

৫. জানাক সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন

তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহার বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বরিশাল ও যশোরের ১২ টি উপজেলার জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক) এর সদস্যদের "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর প্রয়োগ" বিষয়ে ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয় । বরিশালে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ গাউস ।

৬. তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা

মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ভীতি, দিকনির্দেশনার অভাব, সিদ্ধান্তহীনতা,

দাপ্তরিক প্রজন্ম পরম্পরা-বাহিত মানসিকতা ও গোপনীয়তার চর্চা ইত্যাদি কারণে তথ্য প্রদানে তেমন আগ্রহী হচ্ছেন না। আবার কোন তথ্য প্রদানযোগ্য আর কোনটি 'প্রদান বাধ্যতামূলক নয়'– এরূপ ধরনের তথ্য সে সিদ্ধান্ত গ্রহণও তার জন্য

কঠিন হচ্ছে। কারণ তাঁর হাতে তথ্য অধিকার আইন থাকলেও এমন কোনো নির্দেশনা বা অনুমোদিত পদ্ধতি নেই, যা তাকে আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে এমআরডিআই তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই নীতিমালায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষসহ

কর্তৃপক্ষের জন্য অনুরসণীয় নির্দেশনা থাকবে ফলে সংশিষ্ট বিষয়ে তাদের করণীয় নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করবে।

এমআরডিআই তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে জনপ্রশাসন, কৃষি, ভূমি, শিল্প এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের উদ্যোগ নেয়। প্রথমে মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানদের সাথে আলাদা আলাদাভাবে একটি করে মোট পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নীতিমালা প্রস্তুত করার জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং তাদের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করে। এই উপ-কমিটিসমূহ নীতিমালার প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করে। উপ-কমিটির আহবায়ক ও সদস্য সচিবদের উপস্থিতিতে আরো ৩টি করে সভা অনুষ্ঠিত হয় যার মাধ্যমে নীতিমালার খসড়া চুড়ান্ত করা হয়।

এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে উপর্যুক্ত ৫ টি মন্ত্রণালয় ও তাদের আওতাধীন ৪৩ টি দপ্তর/সংস্থার তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা

প্রণয়নের প্রক্রিয়া চুড়ান্ত করা হয়েছে। এই নীতিমালাসমূহ উল্লেখিত মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধান কার্যালয় এবং তাদের অধীনস্থ সকল ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য হবে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা যেহেতু ইউনিটের নিজস্ব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত, সেহেতু এটি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিশ্চিন্ত করবে এবং এটির অনুসরণ তার জন্য অনেক স্বস্তিদায়ক হবে। তথ্য প্রদানের জন্য তাকে কারো অনুমতি বা অনুমোদন নিতে হবে না। ফলে তার তথ্য প্রদানের ভীতি ও অনীহা দূর হবে।

৭. *সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ*

যশোর ও বরিশালে ৬টি করে উপজেলার নির্ধারিত ৫টি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভিন্ন সরকারি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা প্রদানের জন্য যশোর ও বরিশালে দু'টি দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্ধারিত কার্যালয়সমূহের ৪২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এমআরডিআই এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে।

১৬ জুন ২০১৫ যশোরের সার্কিট হাউস মিলনায়তনে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন যশোরের জেলা প্রশাসক ***মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান***। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ***মুনির হাসান*** ও দৈনিক গ্রামের কাগজের সম্পাদক ***মবিনুল ইসলাম মবিন।***

১১ আগস্ট বরিশালেরএকটি বেসরকারি সংস্থার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

৮. *মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থাসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ*

এমআরডিআই উক্ত ৫টি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়সমূহের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তার পাশাপাশি তথ্য অধিকার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দুইটি ব্যাচে দুই দিনব্যাপি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। দুইটি ব্যাচে ৫টি মন্ত্রণালয় এবং এদের অধীনস্ত ৪৪টি দপ্তর/ সংস্থাসমূহের ৫৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

উভয় প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক। আরো উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর তথ্য কমিশনার ***নেপাল চন্দ্র সরকার।*** উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য দেন এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক ***হাসিবুর রহমান***।

আরটিআই হেল্প ডেস্ক

এমআরডিআই ফোন যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্যের আবেদনকারীকে সহায়তার জন্য একটি নির্ধারিত ফোন নং চালু রেখেছে। ২০১৪ সালে এমআরডিআই ***আরটিআই হেল্প ডেস্ক*** থেকে ১১ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, ৬ টি আপীল আবেদন এবং ৫ টি অভিযোগ দাখিলে সহায়তা প্রদান করা হয়।

সূত্র ঃ 'এমআরডিআই' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

ঝ. দিশা

DISA STANDS FOR RIGHT TO INFORMATION- RTI

DISA has been working with advocacy issues for long time; especially on protection of Child and Adolescents rights. Recently DISA has started to work with information rights of the public in line with Government and NGOs. In this perspective, DISA created a strong network with Information Commission (IC), Bangladesh. Observing the interest of DISA and its training wing DISA Academy in taking forward RIGHT TO INFORMATION ACT-2009, Information Commission of Bangladesh gladly came forward with technical support for the interest of the people especially through the huge sector i.e. Non govt. organizations and Micro Finance Institutes in Bangladesh.

The Chief Information Commissioner is delivering Speech at the opening Session of the Training on RTI held on 5-6 April 2014 at the DISA Academy

Purpose:
The overall purpose is to develop the capacity of the Selected MFIs on RTI.

Objectives:
The objective is to facilitate capacity building activities on "Right to Information Act, 2009" for MRA registered MFIs of Bangladesh (MRA Registered and valid license holders).

DISA's future course of Actions towards Right to Information:

- Coordination with Information Commission and other like minded organizations on issues relating to RTI.

সূত্র ঃ 'দিশা' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

ঞ. রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ

Research Initiatives Bangladesh (RIB)

Strengthening Human Rights Institutionalization through Vulnerable groups' Empowerment (STRIVE) Project

Statement of RTI Applications-2014

Community	District	Application	Appeal	Complaint	Remarks
Bagdi	Satkhira	214	77	54	Answer received=1856
Munda	Satkhira	54	20	09	
Kawra	Jessore	43	-	-	Complaint hearing=11
MMM*	Nilphamari	334	-	-	
Santal	Rajshahi	177	-	-	Complaint resolved=55
MMM	Nilphamari	123	-	-	
MMM	Nilphamari	777	47	-	
Santal	Rajshahi	155	-	-	
Harijon	Nilphamari	153	-	-	
Rabidas	Nilphamari	132	-	-	
MMM	Panchagarh	131	08	03	
	Total	**2293**	**152**	**66**	

*MMM Most Marginalized of the Mainstream

সূত্রঃ RIB কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

অধ্যায় - ৩

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০ ধারায় প্রতি বছর ৩১ মার্চ এর মধ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক এর পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন থেকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০(২) উপধারায় উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য দেশের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, জেলা প্রশাসন এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সকল মন্ত্রণালয়, সকল জেলা ও কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বিত করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলোঃ

৩.১ *বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা*

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জারিকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালায় নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে তথ্য জানার জন্য আবেদন করার বিধান রয়েছে। আবেদনের বিষয়টি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২(চ) অনুযায়ী নোটশীট, ধারা ৭ (যে সকল তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়), ধারা ৩২ এর অন্তর্ভুক্ত না হলে বা ধারা ৩ এর সাথে সম্পৃক্ততা না থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে তার যাচিত তথ্য প্রদান করতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১৪ তারিখ হতে ৩১/১২/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ৮৪৪২ টি। তন্মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৮,৩১৫ টি (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর পর্যায়ে ১,২১০ টি ও জেলা পর্যায়ে ৭,১০৫ টি), এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা মাত্র ১২৭ টি। সরকারী দপ্তরে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৯৮.৫০% এবং বেসরকারী দপ্তরে দাখিলকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের হার মাত্র ১.৫০%।

৩.২ *সরবরাহকৃত ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা*

২০১৪ সনে দেশের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৮৪৪২ টি। তন্মধ্যে ৭,৮৭০ টি (৯৩.২২%) আবেদনের যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৫৪২টি এবং ৩০টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান না করার বিষয়ে নিম্নরূপ কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:

১) ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হতে পারে ও তথ্য প্রকাশের ফলে ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে। [ধারা-৭ (জ) ও (ঝ)]

২) আবেদনে চাহিত তথ্যের সময় উল্লেখ না থাকায়।

৩) আবেদনের মাধ্যমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) আদালতের বিষয়ে নকল সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে, কিন্তু নির্ধারিত ফরমে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোর্ট ফিসহ সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন দাখিল না করায়। [ধারা-৩ (ক)]

৪) তথ্য অধিকার আইনের ৭ (জ) ও ৯ (৮) ধারা।

৫) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী নির্ধারিত ফি জমা না করায়।

৬) চাহিত তথ্য গ্রন্থাগারে বা সংশ্লিষ্ট শাখায় না থাকার কারণে।

৭) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী আবেদনকারীকে তথ্যের মুল্য জমা প্রদানপূর্বক তথ্য গ্রহণের জন্য পত্র দেওয়া হলে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

৮) আবেদনকারীগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন না করায়।

৯) আবেদনপত্রে চাহিত প্রতিবেদন এখনো সরকারীভাবে প্রকাশিত না হওয়ায় ।

১০) আবেদনকারীর আবেদন অসম্পূর্ণ হওয়ায় ।

১১) আবেদনকারী কি পদ্ধতিতে তথ্য পেতে চান সে বিষয় উল্লেখ না থাকায় তা জানতে চাওয়া হলে পরে আবেদনকারী যোগাযোগ না করায় ।

১২) চাহিত তথ্য প্রকৃত পক্ষে তথ্য নয় বরং তা সুপারিশমূলক বা নির্দেশনা মূলক হওয়ায় ।

১৩) বিচারাধীন মামলা সম্পর্কিত তথ্য হওয়ায় ।[ধারা-৭(ছ)]

১৪) আদালত সংক্রান্ত জটিলতা থাকায় ।[ধারা-৭(ট)]

১৫) আবেদনকারী যে এসআরও এর ভিত্তিতে জানতে চেয়েছেন তা চাহিত বিভাগ হতে জারী করা হয়নি বিধায় ।

১৬) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা না দিয়ে প্রতিষ্ঠানের নামে তথ্য চাওয়ায় । এছাড়া ঋণ হিসাবধারীর ঋণ হিসাবের তথ্য সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সম্মতি ব্যতীত প্রদানযোগ্য নয় বিধায় ।[ধারা-৭(দ)]

১৭) বিভাগীয় মামলার শাস্তিপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা অন্য একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি চাওয়ায় ।

১৮) চাহিত তথ্য এলজিইডির আওতাধীন কোন প্রকল্পের ডিপিপিভুক্ত না হওয়ায় ।

১৯) নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় ।

২০) নোটশিটের কপি চাওয়ায়, ভূল তথ্য চাওয়ায় এবং নথি স্থানচ্যুত থাকায় ।[ধারা-২(চ)]

২১) তথ্য প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্রের বিবরণ অসম্পূর্ণ এবং বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট নয় বিধায় ।[ধারা-৮(২)(আ)]

২২) চাহিত তথ্যাদি প্রস্তুত করে আবেদনকারীর সাথে যোগাযোগ করার পরেও তিনি তথ্য সংগ্রহ না করায় ।

২৩) আবেদনে সুনির্দিষ্ট তারিখ ও বিবরণ উল্লেখ না থাকায় ।

২৪) সচিবালয় নির্দেশ মালার ১০০(২) নং নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট নথি বিবেচ্য আবেদন দাখিলের পূর্বে বিনষ্ট করায় এবং মামলা জনিত স্বার্থ থাকায় ।

২৫) তথ্য অধিকার আইন/২০০৯ এর ৭(ঘ) ও তথ্য অধিকার আইন/২০০৯ এর ৭(জ) ও (ঝ) ধারা অনুযায়ী সরবরাহযোগ্য তথ্য না হওয়ায় ।

২৬) উপজেলা ভিত্তিক হাট/ বাজারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত চাহিত তথ্য জেলা প্রশাসনে সংরক্ষিত না থাকায় ।

২৭) তদন্তাধীন বিষয় বিধায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৭(ঠ) ধারা মোতাবেক প্রদানযোগ্য তথ্য না হওয়ায় ।

এছাড়া, তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদনে কিছু কর্তৃপক্ষ তথ্য না দেয়ার কারণ উল্লেখ করেননি ।

৩.৩ আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি ঃ

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান না করার কারণে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ৯১টি আপীল আবেদন করা হয়েছে তার মধ্যে ৭৯টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১২ টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আবেদনের প্রক্ষিতে তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৫৪২, এর মধ্যে সারাদেশে ৯১টি (১৭%) আপিল আবেদন করা হয়েছে মর্মে প্রেরিত প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যা যথাযথ নয় বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ ২০১৪ সালেই তথ্য কমিশনে মোট ২৯৪টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যা সাধারণত আপীল প্রক্রিয়া সমাপ্তির পর দাখিল করা হয়। অর্থাৎ আপীল দাখিলের সংখ্যা আরো বেশি হবে যা প্রেরিত প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখ করা হয়নি।

৩.৪ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণঃ

সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তবে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের প্রেক্ষিতে ২০১৪ সালে ০১ জন কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করে ২,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং জরিমানার অর্থ যথারীতি আদায় হয়েছে। এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্তপত্রের কপি ***পরিশিষ্ট 'ঙ' তে*** সংযোজিত হলো

৩.৫ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ সারা দেশে মোট ১৩,০৬,০০৯/-টাকা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, অধিকাংশ কর্তৃপক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করলেও কোন অর্থ আদায় করেননি। এ প্রসংঙ্গে স্মর্তব্য যে, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণীকে তথ্য বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হলে তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে যা না করায় সরকারি রাজস্বের কিছুটা হলেও ক্ষতি হয়েছে।

৩.৬ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদিঃ

তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আলোচনা সভা, কর্মশালা, ওয়েবসাইট নির্মাণ ও তথ্যাদি সন্নিবেশন, ইত্যাদি। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি ***পরিশিষ্ট 'চ'*** তে সংযোজিত হলো।

৩.৭ তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদিঃ

তথ্য কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদান না করার কারণে এবং ভুল, বিভ্রান্তিকর ও আংশিক তথ্য প্রদানের কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। ০১-০১-২০১৪ থেকে ৩১-১২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে

২৯৪ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৬২টি (২০১৩ সন থেকে আগত ০৬টি সহ) অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। কমিশনে দাখিলকৃত কিছু কিছু অভিযোগের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন হতে সমন প্রদান করা হলে প্রতিপক্ষ শুনানীর পূর্বেই আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করেছে এবং কমিশনে হাজির হয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা এবং তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার জন্য নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন যথাযথভাবে না পৌঁছানোর জন্যও তথ্য প্রদান কার্যক্রমে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩.৮ তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ :

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত সর্বমোট ১০৪ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দায়ের করা হয়। ৩০-০৮-২০১০, ১৪-১২-২০১০,৩০-১২-২০১০, ২১-০৩-২০১১, ০৪-০৭-২০১১, ১৯-০৯-২০১১, ১৩-১০-২০১১, ২১-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৪৪ টি অভিযোগ যথাযথ প্রক্রিয়ায় দায়ের হওয়ায় শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন দিবসে শুনানীর মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ৪১ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যান্য অভিযোগ ক্ষেত্রে পরামর্শ বা তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২০২ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১২ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ১১-০৩-২০১২, ০৪-০৪-২০১২, ০৬-০৬-২০১২, ০৫-০৭-২০১২, ২৬-০৭-২০১২, ৩০-০৭-২০১২, ২৬-০৯-২০১২, ০৬-১১-২০১২, ১০-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৯৪ টি অভিযোগ আমলে নেয়া হয়। ৯১ টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ১০৮ টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় ১০৪ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মাত্র ০৪ টি অভিযোগ খারিজ করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২০৭ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৩ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ১৪-০১-২০১৩, ১৩-০২-২০১৩, ১৪-০৩-২০১৩, ০৪-০৪-২০১৩, ১৪-০৫-২০১৩, ০৯-০৬-২০১৩, ১৬-০৭-২০১৩, ২৯-০৮-২০১৩, ২৫-০৯-২০১৩ ও ০৫-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ১১৬ টি অভিযোগ আমলে নেয়া হয়। ১১০ টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ৯১ টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় ৯০ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ০১ টি অভিযোগ নথিজাত করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২৯৪ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৪ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ০৯-০১-২০১৪, ০৯-০২-২০১৪, ০৬-০৩-২০১৪, ১০-০৪-২০১৪, ১৯-০৫-২০১৪, ২৯-০৬-২০১৪, ০৭-০৮-২০১৪, ১৫-০৯-২০১৪, ০২-১০-২০১৪ ও ১৬-১১-২০১৪, ১৪-১২-২০১৪, ৩১-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ১৭০ টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। ১৬২ টি (২০১৩ সন থেকে আগত ০৬ টি সহ) অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ১২৪ টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় বিভিন্ন আইনানুগ/প্রশাসনিক পরামর্শ প্রদান করে বা তথ্য সরবরাহের আদেশ দিয়ে পত্র প্রেরণ করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে ১৪ টি অভিযোগ। উল্লেখ্য, এ বছরে কোন অভিযোগ নথিজাত করা হয়নি।

বছরওয়ারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের চিত্রঃ

ক্রমিক নং	সাল	মোট অভিযোগ	শুনানীর জন্য গৃহীত
১.	২০০৯-২০১১	১০৪	৪৪
২.	২০১২	২০২	৯৪
৩.	২০১৩	২০৭	১১৬
৪.	২০১৪	২৯৪	১৭০

উপর্যুক্ত অভিযোগ দায়ের ও শুনানীর জন্য গ্রহণ সংক্রান্ত প্রবণতার চিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের ও শুনানীর জন্য গ্রহণের সংখ্যা ও হার ক্রমশ: বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯-১১ সনে শুনানীর জন্য গ্রহণের হার ৪২% থেকে ২০১৪ সনে ৫৮% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুণগত মানের উন্নয়ন হচ্ছে।

৩.৯ *২০১৪ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ:*

ক (১). অভিযোগকারীর (শুনানী জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) শ্রেণী/পেশা/অবস্থান ঃ

আবেদনকারীর পেশা	*সংখ্যা*
সাধারণ নাগরিক	৯৫
ব্যবসায়ী	০৫
চাকুরীজীবী	২৭
ছাত্র	০২
সাংবাদিক	৩৭
আইনজীবী	০১
মুক্তিযোদ্ধা	০৩
সর্বমোট	*১৭০*

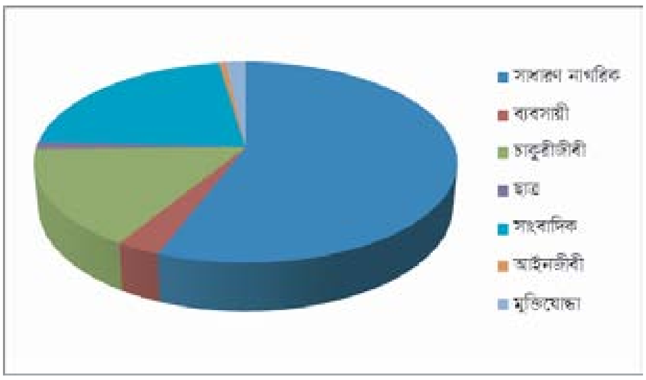

অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) শ্রেণী/পেশা/অবস্থান

ক (২). পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগসমূহের অভিযোগকারীগণের শ্রেণী/পেশা ঃ

আবেদনকারীর পেশা	*সংখ্যা*
সাধারণ নাগরিক	১০৬
চাকুরীজীবী	০৬
সাংবাদিক	১০
আইনজীবী	০১
মুক্তিযোদ্ধা	০১
সর্বমোট	১২৪

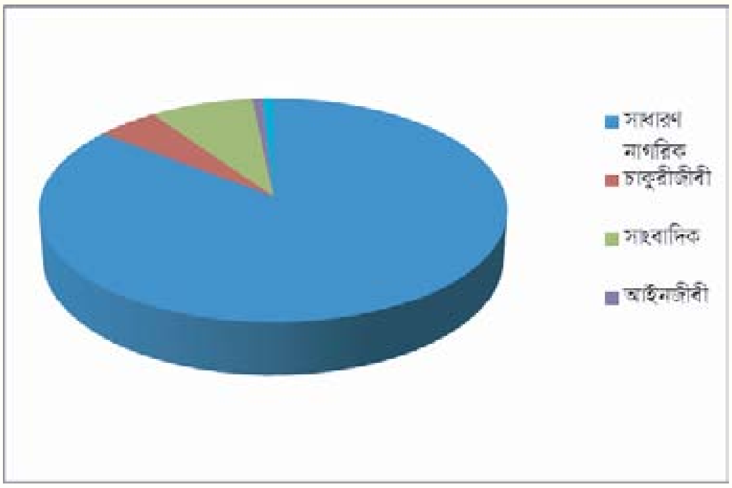

পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগসমূহের অভিযোগকারীগণের শ্রেণী/পেশা

খ. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগের প্রকৃতিঃ

খ (১) শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগের যাচিত তথ্যের প্রকৃতিঃ

ক্রমিক নম্বর	*বিষয়*	*সংখ্যা*
১	উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি	১৯
২	সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যাদি	১৮
৩	ভূমি ব্যবস্থাপনা ও নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যাদি	৪৩
৪	চাকরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি	১৪
৫	আয়-ব্যয় হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি	২৬
৬	পরীক্ষার ফল সংক্রান্ত তথ্যাদি	৪
৭	বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত তথ্যাদি	৫
৮	জনশৃংখলা সংক্রান্ত তথ্যাদি	৬
৯	দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্যাদি	৪
১০	অন্যান্য	৩১
১১	মোট	১৭০

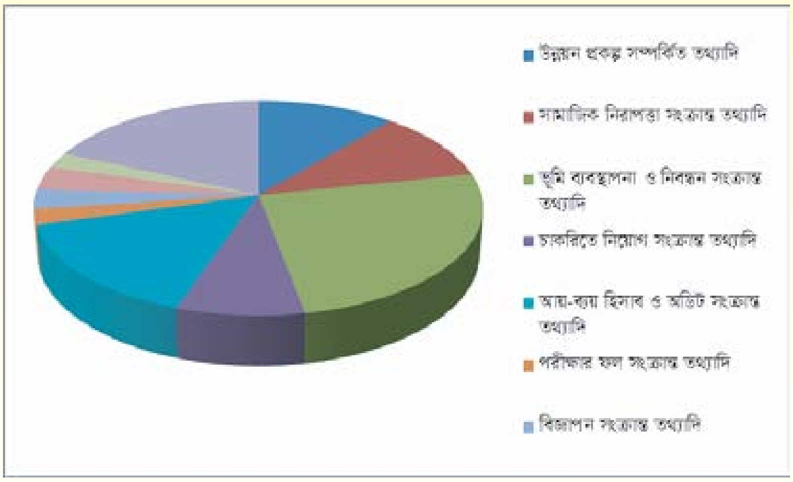

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ছ' তে সংযোজিত হলো।

খ (২) পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের যাচিত তথ্যের প্রকৃতিঃ

ক্রমিক নম্বর	*বিষয়*	*সংখ্যা*
১	উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি	২১
২	সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্যাদি	১০
৩	ভূমি ব্যবস্থাপনা ও নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্যাদি	৪২
৪	চাকরিতে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি	১৬
৫	আয়-ব্যয় হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি	৩
৬	পরীক্ষার ফল সংক্রান্ত তথ্যাদি	৩
৭	বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত তথ্যাদি	০
৮	জনশৃংখলা সংক্রান্ত তথ্যাদি	৪
৯	দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্যাদি	১
১০	অন্যান্য	২৪
১১	*মোট*	**১২৪**

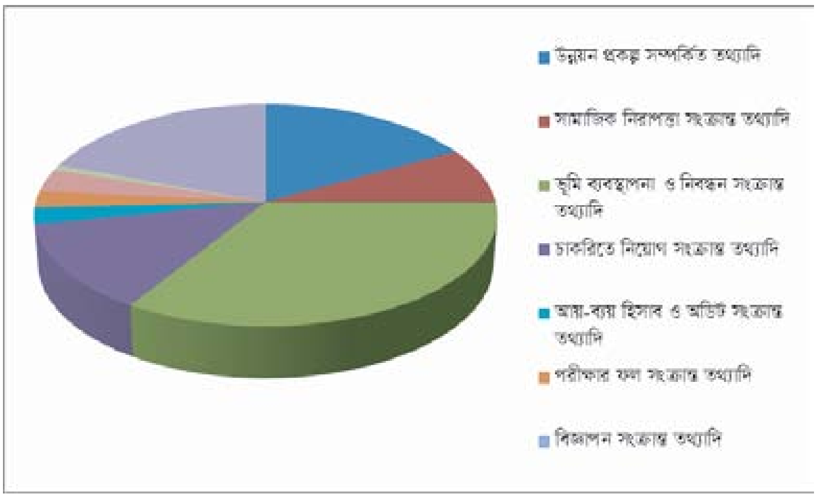

পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'জ' তে সংযোজিত হলো।

গ. যে সকল দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল হয়েছে

২০১৪ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ২৯৪ টি অভিযোগের মধ্যে ২৮৪ টি অভিযোগ সরকারী দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ১০ টি অভিযোগ বেসরকারী দপ্তরের বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়েছে।

- ***শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের অভিযুক্ত দপ্তর ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রকৃতিঃ***

অভিযুক্ত প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ	*সংখ্যা*
কেন্দ্রীয়	১৫
বিভাগীয়	৮১
জেলা	২৮
থানা/উপজেলা	৩৬
ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	১০
সর্বমোট	*১৭০*

অভিযুক্ত কার্যালয়সমূহ		*সংখ্যা*
	মন্ত্রণালয়/ কার্যালয়	১৪
	অধিদপ্তর	১৮
	পরিদপ্তর	০৪
	কর্পোরেশন	০২
	জেলা পরিষদ কার্যালয়	০১
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০৪
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	০৫
	জেলা জজ কোর্ট	০১
	জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	০১
	জেলা সমবায় অফিস	০১
	জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	০১
	জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০২
	জেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০১
	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	০১
	জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস	০২
	জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়	০১
	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়	০১
	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়	১০
	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	০১
	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	০৪
সরকারী	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০৩
	উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০২
	উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস	০৭
	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়	০১
	উপজেলা ভূমি অফিস	০৫
	ওয়াক্‌ফ	০৪
	বাপেক্স	০১
	বি আই ডব্লিউ টি সি	০৫
	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০২
	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	০২

বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়	০৬	
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	০১	
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	০১	
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	০২	
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	০১	
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স	০৪	
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	০১	
গাভার থানা	০১	
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	০১	
সরকারী ব্যাংক	০৯	
পল্লী বিদ্যুৎ অফিস	০৩	
ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়	১০	
বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	০৩	
পদাতিক ব্রিগেড সেনানিবাস	০২	
মিল্ক ভিটা	০১	
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন দুগ্ধ খামার	০৩	
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	০২	
উপকূলীয় বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়	০১	
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	০১	
পানি উন্নয়ন বোর্ড	০৫	
মোট		১৬৫
বেসরকারী ব্যাংক	০৪	
DPDC, NOCS	০১	
সর্বমোট		**১৭০**

- ***পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগসমূহের অভিযুক্ত দপ্তর ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রকৃতিঃ***

অভিযুক্ত প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ	***সংখ্যা***
কেন্দ্রীয়	১৫
বিভাগীয়	৩০
জেলা	৩৫
থানা/উপজেলা	৩৩
ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	১১
সর্বমোট	**১২৪**

অভিযুক্ত দপ্তর/কার্যালয়সমূহ		সংখ্যা
সরকারী	মন্ত্রণালয়/ কার্যালয়	১৪
	অধিদপ্তর	১৫
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	২০
	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	০৫
	জেলা সমবায় অফিস	০৪
	তথ্য কমিশন	০১
	উপজেলা ভূমি কার্যালয়	২০
	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	০৪
	উপজেলা নির্বাহী অফিস	০৮
	সাব-রেজিস্টার অফিস	০৪
	সিটি কর্পোরেশন	০১
	পৌরসভা	০১
	ইউনিয়ন পরিষদ	০৮
	সরকারী ব্যাংক	০৭
	অন্যান্য	০৭
মোট		১১৯
বেসরকারী	কোম্পানী	০২
	বেসরকারী ব্যাংক	০২
	এন জি ও	০১
সর্বমোট		**১২৪**

উপর্যুক্ত ছকসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সারা দেশে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অবস্থিত দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ১০.২%, বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ৩৭.৮%, জেলা পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ২১.৪%, উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ২৩.৫% এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ৭.১% অভিযোগ দাখিল হয়েছে। এ সকল দপ্তরগুলো থেকে তথ্য না পাবার কারণেই অভিযোগগুলো কমিশনে দাখিল হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত দপ্তরগুলো তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী দপ্তরগুলোর তুলনায় অপেক্ষাকৃত উদারভাবে এগিয়ে এসেছে।

ঘ. *অভিযোগ শুনানী ও নিষ্পত্তি*

২০১৪ সালে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায় ২৯৪ টি অভিযোগের মধ্যে ১৭০ টি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয় যার শতকরা হার ৫৭.৮২%। শুনানীর জন্য গ্রহণকৃত ১৭০ টি অভিযোগের মধ্যে ১৫৬ টি শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে। বিভিন্ন পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১২৪ টি অভিযোগ। অর্থাৎ মোট দায়েরকৃত ২৯৪ টি অভিযোগের মধ্যে ২৮০ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ১৪ টি অভিযোগ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।

০৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

১৬-০৭-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

২৯-০৯-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

২৯-১০-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

৬. *পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের ওপর তথ্য কমিশনের কার্যক্রম*

শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়নি এমন ১২৪ টি অভিযোগের মধ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক মোট ১২৪ টির ক্ষেত্রেই অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করায় সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে।

নিম্নলিখিত কারণে ১২৪ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণ পূর্বক নিষ্পত্তি করা হয়

ক্রমিক নম্বর	*বিষয়*	*সংখ্যা*
১	যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন দাখিল না করা	৩৮
২	যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দাখিল না করা	৩৮
৩	অভিযোগের সাথে তথ্যের আবেদন ও আপীল দাখিলের প্রমাণ সংযুক্ত না করা	১৩
৪	তথ্যের আবেদনে যাচিত তথ্যের সুনির্দিষ্ট বা স্পষ্ট বর্ণনা না করা	৪
৫	নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহারের পরামর্শ	৫
৬	প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের আদেশসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্র প্রেরণপূর্বক অভিযোগকারীকে অবহিতকরণ	৫
৭	অন্যান্য	২১
৮	*মোট*	*১২৪*

**** উল্লেখ্য, পরামর্শমূলক পত্র প্রদান করা হয়েছে এরূপ অভিযোগকারীদের সাথে পরবর্তীতে টেলিফোনিক আলোচনার প্রেক্ষিতে জানা যায় যেঃ***

অভিযোগকারীর নাম	পুনরায় আবেদন করেছেন	পুনরায় আবেদন করেননি	পুনরায় আপীল করেছেন	পুনরায় আপীল করেননি	পুনরায় অভিযোগ করেছেন	পুনরায় অভিযোগ করেননি	মন্তব্য
জনাব শ্যামল সিংহ রায় ০১৭১৯-৫৬২২৯৬		"					কাজের ব্যস্ততার জন্য পুনরায় আবেদন করেননি।
জনাব আবু রেজা আশরাফুল মাসুদ ০১৭১১-৯৪০২১৩		"					কাজের ব্যস্ততার জন্য পুনরায় আবেদন করেননি।
জনাব হাজী আবুল বাশার ০১৫৫২-৩৫০৯৩৫							মোবাইল বন্ধ
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯	"						তথ্য পেয়েছেন
জনাব মো:আবু তাহের ০১৮২০-৯২৪৬৯৮	"						তথ্য পাননি
জনাব মো: গোলাম মোরশেদ ০১৮২০-৫৬০৬৬২							মোবাইল বন্ধ
জনাব মো: গোলাম মোরশেদ ০১৮২০-৫৬০৬৬২							মোবাইল বন্ধ
জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান ০১৭১১-৬৭৮৩৭৩			"				তথ্য পেয়েছেন

জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান ০১৭১১-৬৭৮৩৭৩	"						তথ্য পেয়েছেন
জনাব সালেহিন আহমেদ চৌধুরী ০১৭৪৩-৯২০৭৭২				"			কাজের ব্যস্ততার জন্য পুনরায়আপীল করেননি
জনাব আবু মুছা ০১৭৩৯-৪২৯৬৭৪							তথ্য কমিশনের এখতিয়ারাধীন বিষয় নয়
জনাব মো: খায়রুল হক ০১৭২১-০৮৩৬৫০							মোবাইল বন্ধ
জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার ০১৯২০-২২৪১৬১			"				তথ্য পাননি
জনাব মো: আব্দুল করিম বাদ্শা ০১৭১২-৬৪৫৪৮৫	"						তথ্য পেয়েছেন
জনাব সালেহিন আহমেদ চৌধুরী ০১৭৪৩-৯২০৭৭২		"					তথ্য প্রাপ্তির সময়সীমা দীর্ঘ,তাই পুনরায়আবেদন করেননি
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯	"						তথ্য পাননি
জনাব মুন্সি মো: মহসীন শাহীন ০১৭১৬-৪৩৬৪৪৫	"						তথ্য পাননি
জনাব মো: আবু তাহের ০১৮২০-৯২৪৬৯৮	"						তথ্য পাননি
জেসমিন হক ০১৫৫৮-৪৯৪০৭৪							মোবাইল রিসিভ করেননি
জনাব মো: আব্দুল হাকিম							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯	"						তথ্য পেয়েছেন
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯	"						তথ্য পাননি
জনাব মো: রাসেল ঢালী ০১৯৪৭-৮৪০৪৬১			"				তথ্য পাননি
মোছাঃ সাহিদা বেগম ০১৭৩৪-৩৬১৯৫০					"		বিভ্রান্তিকর তথ্য পেয়েছেন
মোছাঃ দুলালী বেগম ০১৯৪২-৬৪৩১২৩							মোবাইল বন্ধ
হাছিনা আক্তার ০১৯১১-৫৮০৩৭৫		"					কাজের ব্যস্ততার জন্য
ড. বদিউল আলম মজুমদার ০১৭১১-৫২৬৬২৬							তথ্য পাননি
জনাব আওলাদ হোসেন ভূইয়া ০১৭২৬-৫৪২৬৭৭							আপীল করার পূর্বেই তথ্য পেয়েছেন

জনাব মো: আবদুল্লাহ আল রায়হান ০১৬৭৩-৫৪৮৪৮৫							মোবাইল রিসিভ করেননি
জনাব এম আহমেদ বাবু ০১৭৯০-৮০১৫৫৫							মোবাইল বন্ধ
জনাব মো: গোলাম মোর্শেদ লেবু ০১৭১৮-০০৯১৬০							মোবাইল রিসিভ করেননি
জনাব মো: আব্দুল আজিজ ০১৭১৭-০৮৮৭৪০							মোবাইল বন্ধ
জনাব কে এইচ নাজির আহমেদ মুক্তার ০১৭১১-৪৭৬৫০৯					"		তথ্য পাননি
জনাব সিদ্দিকুর রহমান ০১৭৭৯-৫৮৬৬০৬							মোবাইল বন্ধ
জনাব অসীম দাস ০১৭২০-৫৮৭১১১				"			কাজের ব্যস্ততার জন্য আপীল করেননি
জনাব কাজল ঢালী ০১৯৪১-৩৮২১৭৯							আপীল করার পূর্বেই তথ্য পেয়েছেন
জনাব অসীম কুমার দাস ০১৭২০-৫৮৭১১১						"	কাজের ব্যস্ততার জন্য অভিযোগ করেননি
জনাব জয়ন্তী রানী ০১৯৪০-২৫৪২৬১			"				তথ্য পেয়েছেন
জনাব হাছিনা আক্তার ০১৯১১-৫৮০৩৭৫		"					কাজের ব্যস্ততার জন্য আবেদন করেননি
জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ ০১৭১৬-৮৩৬২০০							মোবাইল বন্ধ
জনাব সুরুচি রানী ০১৭৫৪-২৬৬০২৬						"	কাজের ব্যস্ততার জন্য অভিযোগ করেননি
জনাব মো: কুতুব উদ্দিন ০১৯১৪-৬৯৪৩০২				"			কাজের ব্যস্ততার জন্য আপীল করেননি
জনাব শিশু কুমার বর্মণ ০১৭৩৮-১৭২৪৬২				"			কাজের ব্যস্ততার জন্য আপীল করেননি
জনাব মো: আলী আক্তার ০১৭১৫-০৫২৭০০		"					শারীরিক অসুস্থতার জন্য আবেদন করেননি
জনাব মো: দেলোয়ার হোছাইন							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মহিউদ্দিন আজাদ							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মাহবুবুর রহমান চৌধুরী ০১৭১১-৭০০২৮৬		"					তথ্য প্রাপ্তির সময়সীমা দীর্ঘ,তাই পুনরায়আবেদন করেননি।

জনাব দীপক কুমার দে ০১৭১১-৩৫৯০৪৭					"		তথ্য পেয়েছেন
জনাব মো: শফিউর রহমান ০১৮১৯-১১৭৯০০							মোবাইল রিসিভ করেননি
জনাব সবিতা ঢালী							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব স্বরস্বতী ঢালী ০১৭২০-৫৮৭১১১							নম্বর সঠিক নয়
জনাব আলো মন্ডল							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব সলনা মন্ডল ০১৭১২-২৬৬৫২৭							নম্বর সঠিক নয়
জনাব প্রতিমা মন্ডল							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব কাজল রানী ঢালী ০১৯৪১-৩৮২১৭৯	"						তথ্য পেয়েছেন
জনাব দুলাল গোলদার ০১৭২৩-৪২৬১৫৩							মোবাই রিসিভ করেননি
জনাব ললিতা মন্ডল							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব শ্রী গৌরপদ ঢালী							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব গোবিন্দ গোলদার ০১৭১২-২৬৬৫২৭							নম্বর সঠিক নয়
জনাব অলোকা মন্ডল ০১৭১৫-৫৮৭১১১		"					কাজের ব্যস্ততার জন্য আবেদন করেননি
জনাব তাপসী ঢালী ০১৮১৫-৫৮৭১১১		"					কাজের ব্যস্ততার জন্য আবেদন করেননি
জনাব বেলু বিশ্বাস ০১৭২০-৫৮৭১১১		"					কাজের ব্যস্ততার জন্য আবেদন করেননি
জনাব আরুতী মন্ডল ০১৭২০-৫৮৭১১১		"					কাজের ব্যস্ততার জন্য আবেদন করেননি
জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ ০১৭১৬-৮৩৬২০০							মোবাইল বন্ধ
জনাব মাওঃ ক্বারী ইলিয়াছ ০১৭২৬-০০০৬৭১							মোবাইল বন্ধ
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯			"				তথ্য পেয়েছেন
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯			"				তথ্য পেয়েছেন
জনাব মো: আব্দুল হাকিম ০১৭৫৯-৩৬২৩৮২							একই বিষয়ে একাধিক বার কমিশনে গর হাজির থাকায় অভিযোগটি খারিজ করা হয়

জেসমিন হক ০১৫৫৮-৪৯৮০৭৮								মোবাইল রিসিভ করেননি
জনাব জাহাঙ্গীর এইচ সিকদার ০১৭১৬-৯২৩৪৪৫								মোবাইল রিসিভ করেননি
জনাব মিসেস আলেয়া বেগম ৯৩৩৮৭৮০							"	কাজের ব্যস্ততার জন্য অভিযোগ করেননি
জনাব মো: রাসেল ঢালী ০১৯৪৭-৮৪০৪৬১				"				তথ্য পাননি
জনাব মো: আ: জলিল মুন্সি ০১৭২১-০৭৯২১২					"			কাজের ব্যস্ততার জন্য আপীল করেননি
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯						"		তথ্য পেয়েছেন
জনাব মো: আবু তাহের ০১৮২০-৯২৪৬৯৮	"							তথ্য পাননি
জনাব মো: মামুনুর রশিদ খাঁন ০১৭৬১-২৬১৭৪০	"							তথ্য পাননি
জনাব বিউটি রানী মুন্ডা ০১৯৪১-৯৮৪১৩২								মোবাইল বন্ধ
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯	"							তথ্য পাননি
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯	"							তথ্য পাননি
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯	"							তথ্য পাননি
জনাব মো: আব্দুল হাকিম								মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মো: আবু তাহের ০১৮২০-৯২৪৬৯৮		"						কাজের ব্যস্ততার জন্য আবেদন করেননি
জনাব মো: আবু তাহের ০১৮২০-৯২৪৬৯৮		"						কাজের ব্যস্ততার জন্য আবেদন করেননি
জনাব কুতুব উদ্দিন ০১৯১৪-৬৯৪৩০২							"	কাজের ব্যস্ততার জন্য
জনাব মান্দার দাস ০১৭২০-৫৪৭১০১								মোবাইল বন্ধ
জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ ০১৭১৬-৮৩৬২০০								মোবাইল বন্ধ
জনাব নীরেশ বিশ্বাস								মোবাইল নম্বর নাই
জনাব গোলাম কিবরিয়া জব্বার								মোবাইল নম্বর নাই

জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ ০১৭১৬-৮৩৬২০০							মোবাইল বন্ধ
জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার ০১৯২০-২২৪১৬১							sbj dice
জনাব দেলোয়ার বিন সিরাজ ০১৫৫২-৩১১৪৯৮						"	নতুন করে তথ্যের জন্য আবেদন করেছেন
জনাব মো: আবু তাহের ০১৮২০-৯২৪৬৯৮							তথ্য পাবার কারণে পূর্বেই নিষ্পত্তি হয়েছে
জনাব রহমান শফিক ০১৯২৯-০১৬৩৪২				"			কাজের ব্যস্ততার জন্য আপীল করেননি
জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান ০১৯১৯-৬৭৮৩৭৩							তথ্য পাবার কারণে পূর্বেই নিষ্পত্তি হয়েছে
জনাব মো: আব্দুল হাকিম ০১৭৫৯-৩৬২৩৮২							মোবাইল রিসিভ করেননি
জনাব মো: আবু তাহের ০১৮১৩-৮২০১৮৩		"					কাজের ব্যস্ততার জন্য আবেদন করেননি
জনাব মো: আবু তাহের ০১৮১৩-৮২০১৮৩		"					কাজের ব্যস্ততার জন্য আবেদন করেননি
জনাব মো: আবু তাহের ০১৮১৩-৮২০১৮৩		"					কাজের ব্যস্ততার জন্য আবেদন করেননি
জনাব মো: আব্দুল আলীম ০১৬৮৩-৭৯৭৯৮৭		"					কাজের ব্যস্ততার জন্য আবেদন করেননি
জনাব মাওঃ ক্বারী মো: ইলিয়াছ ০১৯৪৪-৪২৩৮৭০							মোবাইল বন্ধ
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯	"						তথ্য পেয়েছেন
জনাব মো: কুতুব উদ্দিন ০১৯১৪-৬৯৪৩০২			"				তথ্য পাননি
জনাব অরুপ রায় ০১৭১৩-৪২৪৩৪০					"		তথ্য পাননি
জনাব মো: নওশের আলী							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব ডি এম সাজ্জাদুর রহমান ০১৭১৬-৫৪২২৫৭					"		তথ্য পাননি
জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ ০১৭১৬-৮৩৬২০০							মোবাইল বন্ধ
জনাব সৈয়দ মজিবুর রহমান							মোবাইল নম্বর নাই

জনাব আ.আ. ম. একরামুল হক আসাদ ০১৭১১-১৫২৬২৮							মোবাইল রিসিভ করেননি
জনাব সৈয়দ মজিবুর রহমান ৭২১৫১৯৫							তথ্য পাবার কারণে পূর্বেই নিষ্পত্তি হয়েছে
জনাব জেসমিন হক ০১৫৫৮-৪৯৮০৭৮							মোবাইল রিসিভ করেননি
জনাব মো: আব্দুল হাকিম							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব দেলোয়ার বিন সিরাজ ০১৫৫২-৩১১৪৯৮					"		তথ্য পেয়েছেন
জনাব মো: আব্দুল আলীম ০১৬৮৩-৭৯৭৯৮৭			"				তথ্য পাননি
জনাব সন্তোষ কর্মকার ০১৮১৩-৫৪২০০৭				"			কাজের ব্যস্ততার জন্য আপীল করেননি
জনাব সাদেক উল্লাহ ছিদ্দীকী ০১৮১৬-৮৬৩৭৭৬			"				তথ্য পেয়েছেন
জনাব দেলোয়ার বিন সিরাজ ০১৫৫২-৩১১৪৯৮					"		তথ্য পাননি
জনাব মাওঃ ক্বারী মো: ইলিয়াছ ০১৯৪৪-৪২৩৮৭০							মোবাইল বন্ধ
জনাব মো: মামুনুর রশিদ খান ০১৭৬১-২৬১৭৪০							মোবাইল রিসিভ করে কথা বলেননি
জনাব মো: আতিকুল হক ০১৭১৭-৯৪৪৯২১							মোবাইল রিসিভ করেননি
জনাব মো: কুতুব উদ্দিন ০১৯১৪-৬৯৪৩০২						"	কাজের ব্যস্ততার জন্য অভিযোগ করেননি
জনাব মো: কুতুব উদ্দিন ০১৯১৪-৬৯৪৩০২						"	কাজের ব্যস্ততার জন্য অভিযোগ করেননি
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯	"						প্রক্রিয়াধীন
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯	"						প্রক্রিয়াধীন
জনাব মো: আব্দুল হক ০১৭১৫-৯১২১৪৯	"						প্রক্রিয়াধীন

তথ্য কমিশন কর্তৃক পরামর্শ প্রদানের পর অভিযোগকারীঃ

- ❖ পুনরায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন ১৯ জন যার মধ্যে
  - o তথ্য পেয়েছেন ০৬ জন
  - o তথ্য পাননি ১০ জন
  - o প্রক্রিয়াধীন ০৩ টি আবেদন
- ❖ পুনরায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেননি ১৭ জন
- ❖ আপীল আবেদন করেছেন ১০ জন যার মধ্যে
  - o তথ্য পেয়েছেন ০৫ জন
  - o তথ্য পাননি ০৫ জন

- আপীল আবেদন করেননি ০৭ জন
- অভিযোগ দায়ের করেছেন ০৯ জন যার মধ্যে
  - o তথ্য পেয়েছেন ০৩ জন
  - o ভ্রান্ত তথ্য পেয়েছেন ০১ জন
  - o তথ্য পাননি ০৫ জন
- আপীলের পূর্বেই তথ্য পেয়েছেন ০২ জন
- গর হাজির থাকায় খারিজ হয়েছে ০১ জনের অভিযোগ
- অভিযোগ সাব-জুডিস ছিল ০১ টি
- কমিশনের এখতিয়ারাধীন নয় ০১ টি অভিযোগ
- তথ্য পাবার কারণে পূর্বেই নিষ্পত্তি হয়েছে ০৩ টি
- ৪৭ জন অভিযোগকারীর সাথে প্রদত্ত মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি

চ. ***বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল***

তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার জনগণ তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেছেন। প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে বেশিরভাগ তথ্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট; তবে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থে তথ্যের জন্য আবেদনও রয়েছে অভিযোগসমূহের মধ্যে। দাখিলকৃত অভিযোগের অধিকাংশই সরকারী দপ্তরের তথ্যের জন্য। সরকারী দপ্তরসমূহের মধ্যে মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সকল ধরণের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। কিছু সংখ্যক অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ তথ্য অধিকার আইনের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ না করা এবং কতিপয় অভিযোগের ক্ষেত্রে প্রার্থিত তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক হওয়ায় শুনানী না নিয়ে সরাসরি তথ্য সরবরাহের আদেশ প্রদান। জনসাধারণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ থাকলেও আইনটি ব্যবহারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে। সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষের মাঝেও আইনের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন বা পত্র প্রদান করা হলে দ্রুততার সাথে আবেদনকারীর নিকট তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

৩.১০ একই আবেদনকারী কর্তৃক একের অধিক অভিযোগ দায়ের

তথ্য কমিশনে একই ব্যক্তিকর্তৃক দাখিলকৃত দুই বা ততোধিক আবেদন, অনুষ্ঠিত শুনানী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখসমূহঃ

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন, ই-৩৪, র‍্যাব-২ এর পশ্চিম পাশে, আগারগাঁও, ঢাকা।	জনাব আমিরুল ইসলাম, উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়	২৯/১২/২০১৩	১ টি	২৮/০১/২০১৪
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রযত্নে-সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	১০/০৪/২০১৪	১ টি	০৯/০৬/২০১৪
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	১২/০৬/২০১৪	১ টি	১৬/০৭/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ সাইফুল আলম খান, প্রোগ্রামার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭	২৯/০৬/২০১৪	১ টি	২৬/০৮/২০১৪
ঐ	পরিচালক-১৪ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা	২৯/০৬/২০১৪	১ টি	২৬/০৮/২০১৪
ঐ	উপ-সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	২৯/০৬/২০১৪	১ টি	২৬/০৮/২০১৪
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রযত্নে-সচিব, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	২৯/০৬/২০১৪	১ টি	২৬/০৮/২০১৪
ঐ	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-১) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	০১/০৭/২০১৪	১ টি	২৭/০৮/২০১৪
ঐ	জনাব হোসাইন মোহাম্মদ এমরান, শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬	৩০/০৯/২০১৪	১ টি	০৯/১২/২০১৪
ঐ	জনাব বিজয় কুমার ঘোষ, উপ পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন (২য় তলা), ঢাকা	২৬/১০/২০১৪	১ টি	০৯/১২/২০১৪
ঐ	জনাব এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার, সহকারী পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, নবাব আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	২৬/১১/২০১৪	১ টি	৩১/১২/২০১৪
ঐ	জনাব আব্দুস সালাম, নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রজেক্ট মনিটরিং এ্যান্ড রেগুলেশন,স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭	০৩/১২/২০১৪	১ টি	৩১/১২/২০১৪
মোট			১২ টি	

জনাব দেলওয়ার বিন সিরাজ, ২/২ আর কে মিশন রোড (গিফট্ ভেলী), ৩য় তলা	জনাব সুকান্তি বিকাশ সান্যাল, উপ মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ১৮ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০	২৪/১২/২০১৩	*১ টি*	*২৮/০১/২০১৪*
ঐ	জনাব মোঃ আতাউর রহমান, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইসলামী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, জনসংযোগ বিভাগ, ৪০ দিলকুশা বা/ এ ঢাকা-১০০০	২৪/০৩/২০১৪	*১ টি*	৩০/০৪/২০১৪
ঐ	জনাব এস এম আনিসুজ্জামান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, সেনা কল্যাণ ভবন, ৫ম তলা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	০৫/০৫/২০১৪	*১ টি*	১৫/০৭/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মিল্কভিটা, ১৩৯-১৪০ তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮	০৫/০৫/২০১৪	*১ টি*	১৫/০৭/২০১৪
ঐ	জনাব বেনজির কামাল, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বিএস ইউ সিডি, সানমুন টাওয়ার, ১২ তলা, ৩৭ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	২৪/০৭/২০১৪	*১ টি*	২৭/০৮/২০১৪
ঐ	জনাব এস এম আনিসুজ্জামান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বেসিক ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, সেনা কল্যাণ ভবন, ১২ তলা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	২৫/০৮/২০১৪	*১ টি*	২৯/০৯/২০১৪
ঐ	জনাব জহিরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাপেক্স, ৪ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫	২০/১০/২০১৪	*১ টি*	০৯/১২/২০১৪
মোট			*৭ টি*	
জনাব অরূপ রায়, ৫১/এ বাজার রোড, উপজেলা-সাভার	জনাব মোঃ শাহ আলম তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), সাভার, ঢাকা	০৭/০১/২০১৪	*১টি*	২৮/০১/২০১৪
ঐ	*ঐ*	১৩/১০/২০১৪	*১টি*	০৯/১২/২০১৪
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা জেলা পরিষদ কার্যালয়, আজমপুর, উত্তরা, ঢাকা	১৫/১০/২০১৪	*১টি*	০৯/১২/২০১৪
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাটুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ	১১/১১/২০১৪	*১টি*	৩০/১২/২০১৪

ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মহাপরিচালকের কার্যালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা	২৩/১১/২০১৪	১ টি	৩০/১২/২০১৪
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ধামরাই থানা, ঢাকা	১১/১১/২০১৪	১ টি	২৬/০১/২০১৫
মোট			৬ টি	
জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম 'লিংকন',৬২/৩/বি, দক্ষিণ মুগদাপাড়া ঢাকা।	জনাব নজরুল ইসলাম মিশা, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি, ৫, দিলকুশা, মতিঝিল, ঢাকা	০৮/১২/২০১৩	১ টি	২৭/০১/২০১৪
ঐ	ঐ	২৪/০২/২০১৪	১ টি	২৭/০৩/২০১৪
ঐ	ঐ	২০-০৪-২০১৪ , ২৯-০৫-২০১৪	১ টি	১৫/০৭/২০১৪
ঐ	ঐ	২১/০৮/২০১৪	১ টি	২৯/০৯/২০১৪
ঐ	ঐ	০১/১২/২০১৪	১ টি	৩১/১২/২০১৪
মোট			৫ টি	
জনাব মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ, গ্রাম+পোঃ মেছেরা, উপজেলা-হোসেনপুর,কিশোরগঞ্জ	জনাব মোঃ গোলাম মাহবুব সাব-রেজিস্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা-ময়মনসিংহ উপজেলা-নান্দাইল	২৯/০১/২০১৪	১ টি	০৩/০৩/২০১৪
ঐ	ঐ	২৫/০৫/২০১৪	১ টি	১৬/০৭/২০১৪
ঐ	ঐ	১৬/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/১০/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ আঃ ওয়াদুদ, উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ,ইসলামিক ফাউন্ডেশন কিশোরগঞ্জ	১৬/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/১০/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ ফজলু মিঞা, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ২ নং সিদলা ইউনিয়ন পরিষদ, হেসেনপুর, কিশোরগঞ্জ	২৯/১০/২০১৪	১ টি	১০/১২/২০১৪
মোট			৫ টি	
জনাব মোঃ আব্দুল হক, হারুয়া পূর্ব ফিসারী রোড, কিশোরগঞ্জ	জনাব মনির উদ্দিন মজুমদার, ডি. জি. এম. ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পল্লী বিদ্যুৎ অফিস, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ।	১১/০৫/২০১৪	১ টি	১৬/০৭/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ আব্দুল গনি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ	১৭/০৭/২০১৪	১ টি	২৭/০৮/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ গোলাম জাকারিয়া, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ	৩১/০৮/২০১৪	১ টি	২৯/০৯/২০১৪
ঐ	সাব রেজিষ্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা কিশোরগঞ্জ	২৯/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/১০/২০১৪

ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, শেখের বাড়ী, উপজেলা রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ	৩১/১২/২০১৪	১ টি	২৬/০১/২০১৫
মোট			৫ টি	
জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান,৮/জি, কনকর্ড গ্র্যান্ড, ১৬৯/১, শান্তি নগর	জনাব মোঃ মিজবাহ উদ্দিন মোল্লা সহকারী সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০	০৪/০২/২০১৪	১ টি	২৪/০৩/২০১৪
ঐ	জনাব মুহাম্মদ নূর আলম, উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহন ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা-১০০০	০৪/০২/২০১৪	১ টি	০৯/০৬/২০১৪
ঐ	বেগম রিক্তা দত্ত, উপনিবন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, এফ ১০/এ-বি, আগারগাঁও সিভিক সেক্টর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭	২৩/০৪/২০১৪	১ টি	১০/০৬/২০১৪
ঐ	ঐ	১৫/০৯/২০১৪	১ টি	২৯/১০/২০১৪
মোট			৪ টি	
জনাব ফেরদৌস হাসান, জেসিরোড, ধানবান্ধি, সিরাজগঞ্জ	ডাঃ পারভেজ, উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ ।	২৫/০২/২০১৪	১টি	২৭/০৩/২০১৪
ঐ	ঐ	২০/০৪/২০১৪	১টি	০৯/০৬/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান, শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা শিক্ষা অফিস, সদর, সিরাজগঞ্জ	২৭/০৪/২০১৪	১ টি	১০/০৬/২০১৪
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, সিরাজগঞ্জ	১৮/০৮/২০১৪	১ টি	২৯/০৯/২০১৪
মোট			৪ টি	
জনাব মোঃ আবদুল আলীম, সিনিয়র প্রতিবেদক, অপরাধ বিচিত্রা,মডার্ন ম্যানসন, ৫৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	জনাব কে এ এম মাজেদুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রিমিয়ার ব্যাংক হেড অফিস, বনানী, ঢাকা	০৮/০৪/২০১৪	১ টি	০৯/০৬/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ আবদুল জলিল চৌধুরী, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মার্কেন্টাইল ব্যাংক, হেড অফিস, দিলকুশা, ঢাকা	০৮/০৪/২০১৪	১ টি	০৯/০৬/২০১৪
ঐ	জনাব সৈয়দ আব্দুল হামিদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), অগ্রণী ব্যাংক, হেড অফিস, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	০৬/০৭/২০১৪	১ টি	২৭/০৮/২০১৪
মোট			৩ টি	

জনাব বিপ্লব কুমার কর্মকার, শহীদ স্মৃতি হল, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,পলাশী, ঢাকা	হেলেনা বেগম, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, ঢাকা	০৫/০২/২০১৪	১ টি	৩০/০৪/২০১৪
ঐ	ঐ	২৩/০৩/২০১৪	১ টি	৩০/০৪/২০১৪
ঐ	জনাব নেয়ামত উল্লাহ, পরিচালক (বিসিএস পরীক্ষা শাখা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়	২৬/১০/২০১৪	১ টি	০৯/১২/২০১৪
মোট			৩ টি	
জনাব গোলাম মোস্তফা জীবন, রেলওয়ে কলোনী, (মার্কাজ মসজিদ সংলগ্ন), সিরাজগঞ্জ ।	জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	১৮/১২/২০১৩	১টি	২৭/০১/২০১৪
ঐ	ঐ	১২/০২/২০১৪	১ টি	২৪/০৩/২০১৪
মোট			২ টি	
জনাব আ. আ. ম. একরামুল হক আসাদ, ৫৭ পূর্ব তেজতুরী বাজার, রহমান ম্যানশন(৪র্থ তলা), ফার্মগেট	জনাব কাজী লিয়াকত হোসেন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা	০৫/০২/২০১৪	১ টি	২৪/০৩/২০১৪
ঐ	জনাব নূর মুহাম্মদ তেজারত, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, তালা, সাতক্ষীরা	০৫/০২/২০১৪	১ টি	২৪/০৩/২০১৪
মোট			২ টি	
জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, গ্রাম- বলিয়ারকাঠী, পোঃ- খলিসাকোটা ভায়া চাখার, উপজেলা-বানারীপাড়া, বরিশাল	জনাব আর.এস.এম মনিরুল ইসলাম বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,উপকূলীয় বন বিভাগ, চট্টগ্রাম	২৯/১২/২০১৩	১ টি	২৮/০১/২০১৪
ঐ	মোমেনা খাতুন, উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	২৫/০২/২০১৪	১ টি	২৭/০৩/২০১৪
মোট			২ টি	
জনাব নাজমুস সাকিব, এফ আর টাওয়ার, ৮/সি পান্থপথ, শুক্রাবাদ, ঢাকা ।	জনাব হুমায়ুন কবির, পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, গুলফেশা প্লাজা, ৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭	১৩/০১/২০১৪	১ টি	০৩/০৩/২০১৪
ঐ	ঐ	২২/০৪/২০১৪	১ টি	১০/০৬/২০১৪
মোট			২ টি	

জনাব মোঃ মতিউর রহমান, গ্রাম- ১ নং কলমা, পোষ্ট-ডেইরী ফার্ম, থানা-সাভার, জেলা-ঢাকা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন দুগ্ধ খামার সাভার, ঢাকা	০৫/০৫/২০১৪	১ টি	১৫/০৭/২০১৪
ঐ	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আশুলিয়া জোনাল অফিস পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, সাভার, ঢাকা	২২/০৫/২০১৪	১ টি	১৬/০৭/২০১৪
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা-১৩৪১	২৪/০৮/২০১৪	১ টি	২৯/০৯/২০১৪
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার ঢাকা	২৩/১১/২০১৪	১ টি	৩০/১২/২০১৪
মোট			*৪ টি*	
জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ, বাড়ী নং-১৮, রোড় নং-৩/এ, সেক্টর-৯, উত্তরা, ঢাকা।	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা পওর বিভাগ-২, পাউবো, হাসান কোর্ট, ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	১৯/০৬/২০১৪	১ টি	১৭/০৭/২০১৪
ঐ	ঐ	১৫/০৭/২০১৪	১ টি	২৭/০৮/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ সহিদুর রহমান, মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	৩১/০৮/২০১৪	১ টি	২৯/০৯/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ মাসুদ আহমদ, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	২৯/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/১০/২০১৪
মোট			*৪ টি*	
জনাব সৈয়দ মজিবুর রহমান, ২৩৫, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭।	জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	০৭/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/০৯/২০১৪
ঐ	জনাব নিয়ামত উল্লাহ, পরিচালক (বিসিএস পরীক্ষা শাখা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পাবলিক সার্ভিস কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা	০৭/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/০৯/২০১৪
ঐ	জনাবা রওশন আরা জামিল, প্রধান মনোবিজ্ঞানী ও পরিচালক (নন ক্যাডার ও অন্যান্য) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা	০২/১১/২০১৪	১ টি	১০/১২/২০১৪
মোট			*৩ টি*	

জনাব আবুল কাশেম আল আছাদ (ফয়সল), ৩৯৩, জল্লারপাড় (প্রধান সড়ক), পোষ্ট ও থানা-সদর সিলেট, জেলা-সিলেট ৩১০০ ।	জনাব নুরুল আলম, সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ওয়াক্ফ ভবন, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০	৩০/০৪/২০১৪	১ টি	১০/০৬/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ ফয়েজ আহম্মদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশ ওয়াকফ্ প্রশাসক, জনাব নুরুল আলম, সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ওয়াক্ফ ভবন, ৪, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০	০১/০৬/২০১৪	১ টি	১৬/০৭/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ নুরুল আলম, ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)	১৫/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/১০/২০১৪
ঐ	ঐ	১৫/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/১০/২০১৪
মোট			৪ টি	
জনাব মোঃ রাসেল ঢালী, গ্রাম-চন্দনধূল, পোষ্ট-ইছাপুর, উপজেলা-সিরাজদিখান, জেলা-মুন্সীগঞ্জ ।	পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, আজিমপুর-১২০৫	১১/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/০৯/২০১৪
ঐ	ঐ	০২/১১/২০১৪	১ টি	১০/১২/২০১৪
মোট			২ টি	
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম আজহার, সম্পাদক ও প্রকাশক, সাপ্তাহিক বাংলাভূমি, রাজবাড়ি রোড, জয়দেবপুর, গাজীপুর ।	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর	২৩/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/১০/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর, পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	২৩/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/১০/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান , যুগ্ম-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর	২৩/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/১০/২০১৪
মোট			৩ টি	
জনাব মোঃ নওশের আলী, গ্রাম-উত্তর হরিরাম পুর, পোষ্ট-বেলাইচন্ডী,থানা-পার্বতীপুর, জেলা- দিনাজপুর ।	অধিনায়ক,১৬ পদাতিক ব্রিগেড. বীর উত্তম শহীদ মাহাবুব সেনানিবাস, খোলাহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	১৩/০৪/২০১৪	১টি	০৯/০৬/২০১৪
ঐ	ঐ	২৯/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/১০/২০১৪
মোট			২ টি	
জনাব খোরশেদ আহমেদ, বাড়ি-৬, রোড-৭ বারিধারা ডিপ্লোম্যাটিক জোন, ঢাকা-১২১২	জনাব খান মোশারফ হোসেইন, জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯	১১/০৯/২০১৪	১টি	৩০/০৯/২০১৪
ঐ	ঐ	১১/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/০৯/২০১৪
মোট			২ টি	

জনাব এম. ফয়জুল ইসলাম, বাড়ি-৬৯, তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫	জনাব খান মোশারফ হোসেইন, জেনারেল ম্যানেজার জনসংযোগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, বলাকা, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯	১১/০৯/২০১৪	১টি	৩০/০৯/২০১৪
ঐ	ঐ	১১/০৯/২০১৪	১টি	৩০/০৯/২০১৪
মোট			২ টি	
জনাব এ এস এম আলমগীর,এ কে এম শাহজাহান, পুরাতন বাজার, উপজেলা-বিরামপুর, জেলা-দিনাজপুর।	ডা: সামছুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঘোড়াঘাট	১৫/০৯/২০১৪	১টি	২৯/১০/২০১৪
ঐ	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর	২৪/১১/২০১৪	১ টি	৩১/১২/২০১৪
মোট			২ টি	
জনাব অসীম দাস, গ্রাম- আটারই, পোষ্ট-জেয়ালা,থানা- তালা, জেলা-সাতক্ষীরা।	জনাব আঃ হামিদ, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ১৪ ফিংড়ি ইউ.পি সদর, সাতক্ষীরা	২৪/০৪/২০১৪	১টি	১০/০৬/২০১৪
ঐ	জনাব খন্দকার কামরুল আলম, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সেটেলমেন্ট অফিস, তালা, সাতক্ষীরা	১৫/০৯/২০১৪	১ টি	৩০/১২/২০১৪
মোট			২ টি	
মোছাঃ দুলালী বেগম, গ্রাম- চর কৃষ্ণপুর, ওয়ার্ড নং-০৮, ডাকঘর-মোগলবাসা, থানা ও জেলা-কুড়িগ্রাম	জনাব মোঃ কাওছার আলী, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ০৭ নং মোগলবাসা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম	১৪/০৫/২০১৪	১ টি	১৬/০৭/২০১৪
ঐ	ঐ	০২/১০/২০১৪	১ টি	০৯/১২/২০১৪
মোট			২ টি	
জনাব মোঃ আব্দুল করিম, বিছমিল্লা হোমিও হল, ব্রাহ্মনবাজার ডাক কোড নং কাজলদারা-৩২৩৪, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	জনাব মোঃ আব্দুল বারী, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ৫নং ব্রাহ্মনবাজার ইউপি, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	১৯/০৫/২০১৪	১ টি	১৬/০৭/২০১৪
ঐ	মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ৫নং ব্রাহ্মনবাজার ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল বারী	০৬/০৮/২০১৪	১ টি	২৯/০৯/২০১৪
মোট			২ টি	

জনাব ছাদেক উল্লাহ ছিদ্দিকী, পিতা-ডা. নুরুল আমিন, ওয়ার্ড নং-৭, মহেষখালী পৌরসভা, কক্সবাজার ।	আশীষ চিরান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, মহেষখালী, কক্সবাজার	১৫/১২/২০১৪	*১ টি*	২৬/০১/২০১৫
ঐ	জনাব নুরুল আমিন কাতেবী, ব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সোনালী ব্যাংক, মহেষখালী শাখা,	১৫/১২/২০১৪	*১ টি*	২৬/০১/২০১৫
মোট			*২ টি*	
জনাব আবু বক্কর সিদ্দিক, পিতা-মোঃ আজিজুর রহমান, ৬৯/১৯, ব্লক-এ,ফারহানা মঞ্জিল, ব্যাংক কলোনী, সাভার, ঢাকা ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা	২৩/১২/২০১৪	*১ টি*	২৬/০১/২০১৫
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাভার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাভার, ঢাকা	২৩/১২/২০১৪	*১ টি*	২৬/০১/২০১৫
মোট			*২ টি*	

উপর্যুক্ত ছক ও তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৩০ জন অভিযোগকারী ১০৪ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন । একজন অভিযোগকারী সর্বোচ্চ ১২ টি অভিযোগ দাখিল করেছেন, অপর একজন অভিযোগকারী ২য় সর্বোচ্চ ৭ টি অভিযোগ, একজন অভিযোগকারী ৬ টি, ৩ জন অভিযোগকারী ৫ টি করে মোট ১৫ টি, ৬ জন অভিযোগকারী ৪ টি করে মোট ২৪ টি, ৪ জন অভিযোগকারী ৩ টি করে মোট ১২ টি এবং ১৪ জন অভিযোগকারী ২ টি করে মোট ২৮ টি অভিযোগ দাখিল করেছেন । অর্থাৎ অপর ১৯০ জন অভিযোগকারীর প্রত্যেকে ১ টি করে অভিযোগ দাখিল করেছেন ।

৩.১১ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১৯২	১৯২	-	-	-	৫,৮১,১০০/-
২.	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩২	১৩২	-	০৬	০৬	৩৪৬/-
৩.	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১১০	১১০	-	-	-	০৪/-
৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	১০৭	১০৬	০১	০১	০১	১,৮৩৯/-
৫.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৯০	৮০	০৯	০৫	০৪	৪,০১৭/-
৬.	অর্থ মন্ত্রণালয়	৭২	৪৪	২৮	১৪	১০	২৬৬২/-
৭.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৬৬	৬৪	০২	০১	০১	-
৮.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৫৪	৪৮	০৩	০৩	০৩	৬,৮৮,৩০৮/-
৯.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫৩	৪৮	০৫	০৪	০৩	৭১৩/-
১০.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪৯	৪৪	০১	০১	০১	৭২/-
১১.	মোট	৯২৫	৮৬৮	৪৯	৩৫	২৯	১২,৭৯,০৬১/-

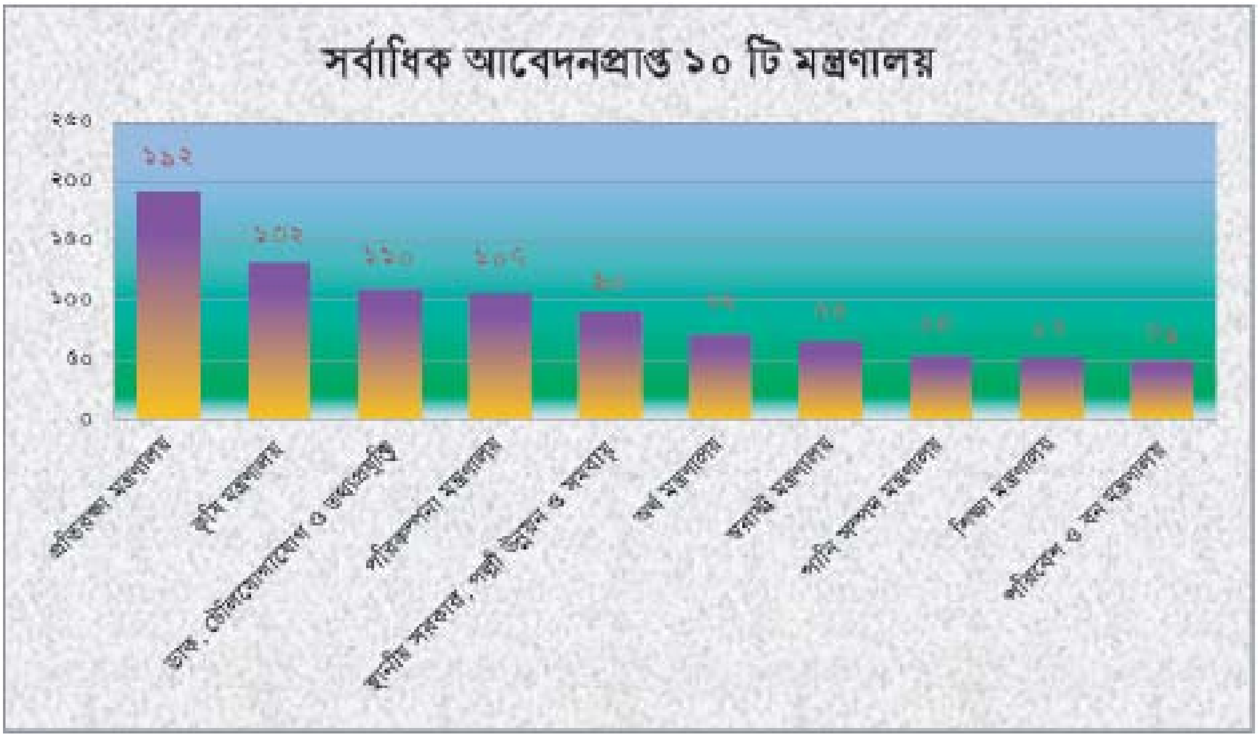

৩.১২ দেশের সকল জেলায় প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী তথ্যাদি:

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা	তথ্য না পাওয়ায় আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	চট্টগ্রাম বিভাগ	৩২৫০	৩২৪৮	১	২	২	২০০৬/-
২.	ঢাকা বিভাগ	১৯২৭	১৮৮২	৩৪	১১	১০	২১৩৫/-
৩.	সিলেট বিভাগ	১৪৩৮	১০৪২	৩৯৬	-	-	১৬,০৮১/-
৪.	খুলনা বিভাগ	১৭২	১৬১	১১	১১	১১	১৫৬০/-
৫.	রংপুর বিভাগ	১৪৮	১৪০	০৪	০৩	০৩	১৯৮২/-
৬.	রাজশাহী বিভাগ	১৩৪	১২৩	০৯	১১	০৯	১৯৪৪/-
৭.	বরিশাল বিভাগ	৩৬	৩৩	০৩	-	-	৭৫/-
	সর্বমোট	৭১০৫	৬৬২৯	৪৫৮	৩৮	৩৫	২৫,৭৮৩/-

৩.১৩ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি জেলা

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিস্পত্তির সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১.	কুমিল্লা	৩১৪৪	৩১৪৪	০	০	০	১৬৪০/-
২.	সিলেট	১৩৭৩	৯৮২	৩৯১	-	-	১৫,৭৮০/-
৩.	নারায়ণগঞ্জ	১২১৮	১২১২	০৬	-	-	১২/-
৪.	ময়মনসিংহ	৪১৯	৪০১	১১	০২	০২	৯৯৮/-
৫.	গাজীপুর	৮০	৭২	৪	-	-	১৪/-
৬.	যশোর	৭৩	৬৫	০৮	-	-	২৩২/-
৭.	কক্সবাজার	৫৬	৫৫	০১	২	২	০/-
৮.	ফরিদপুর	৪৯	৪৯	-	-	-	৬৯/-
৯.	দিনাজপুর	৪৭	৪৫	০২	০১	০১	৭৭৮/-
১০.	নীলফামারী	৪৬	৪৬	-	০১	০১	৭০২/-

৩.১৪ এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন

ক্রমিক নং	*কর্তৃপক্ষের নাম*	*তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা*	*তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা*	*অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ*	*দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা*	*তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)*
১.	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)	৬৭	৬৭	০	০	০
২.	ডেমোক্রেসিওয়াচ	৫০	৫০	০	০	০
৩.	ব্র্যাক	১০	১০	০	০	০

উল্লিখিত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত মাত্র ৩ টি এনজিও এর নিকট মোট ১২৭ টি তথ্যের আবেদন দাখিল করা হয়েছে। **তবে এনজিও ব্যুরো হতে বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির জন্য এনজিওসমূহের কোন সমন্বিত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি**। কিন্তু এনজিও ব্যুরোর তথ্য মতে প্রায় ৩,০০০ বিদেশী সাহায্য প্রাপ্ত এনজিও সারা বাংলাদেশে তাদের বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। অর্থাৎ মাত্র ০.০১% এনজিওতে তথ্যের আবেদন দাখিল হয়েছে।

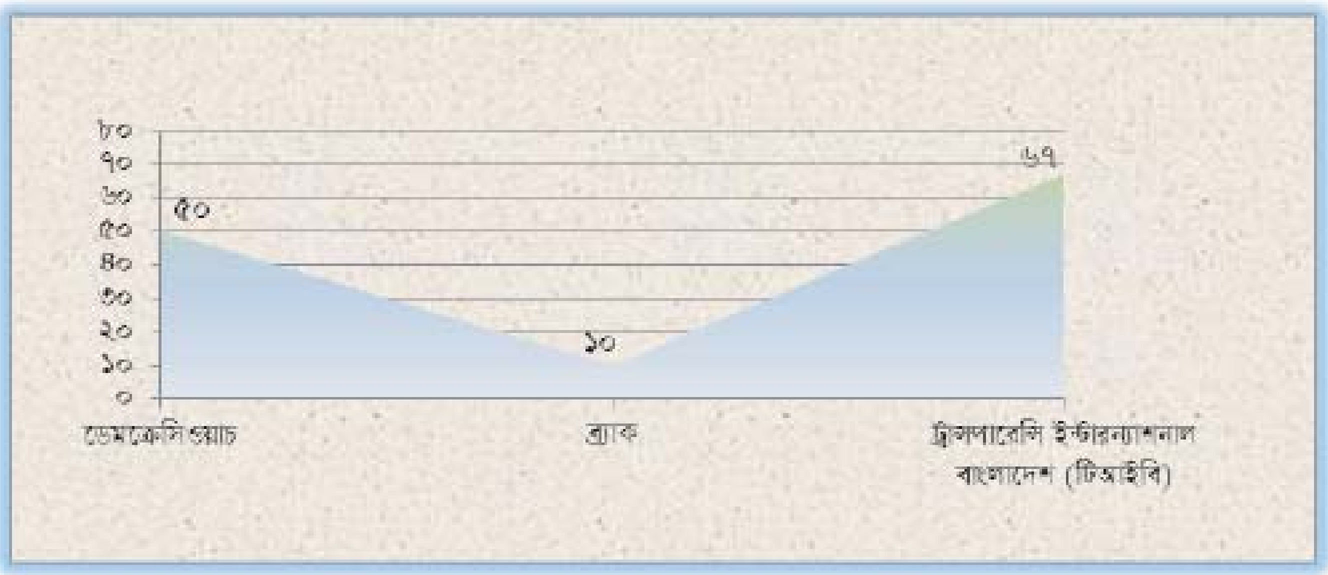

৩.১৫ তথ্য কমিশন ঃ কেস স্টাডি

কেস স্টাডি-০১ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর তথ্য পেলেন জনাব অরূপ রায়।

অভিযোগকারী জনাব অরূপ রায়,পিতা-উৎপল রায়, ৫১/এ বাজার রোড, উপজেলা- সাভার, জেলা-ঢাকা ০৭-০১-২০১৪ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০৫-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ক) ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন বিএলআরআই এ বর্তমানে কয়টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পগুলোর নাম এবং মেয়াদকাল। খ) চলমান প্রকল্পগুলোর শুরু থেকে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত বছর ভিত্তিক খাতওয়ারী বরাদ্দের পরিমান কত টাকা। গ)চলমান প্রকল্পগুলো শুরু হওয়ার পর থেকে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের সুনির্দিষ্ট খাতওয়ারী খরচের বর্ণনা বা হিসাব। ঘ) অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে কোনো দরপত্র আহবান করা হয়েছে কিনা। দরপত্র আহবান করা হয়ে থাকলে কোন কোন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রকাশের তারিখসহ সেই সব পত্রিকার নাম ও প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ফটোকপি। দরপত্রে অংশ নিয়ে যেসব ঠিকাদার কাজ পেয়েছেন সেইসব ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নামসহ মালিকের নাম ও মুঠোফোন নম্বর। ঙ) এআরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় কি কি যন্ত্র ক্রয় ও অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল। সেইসব যন্ত্র, অবকাঠামো এবং প্রকল্পের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা। এবং চ) এআরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ ও খরচের খাতওয়ারী হিসাব এর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৫-০৯-২০১৩ তারিখে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) ড. মোঃ নজরুল ইসলামবরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার পাননি।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে ০৮/২০১৪ নং অভিযোগ হিসেবে ২৮-০১-২০১৪তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। ধার্য তারিখেঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)জনাব মোঃ শাহ আলম শুনানীতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। প্রতিপক্ষ ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ শাহ আলম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পূর্বে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তার কার্যালয়ে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ দেয়া ছিল না। কমিশনের সমন এবং ফোন পেয়ে অদ্যই তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে নিয়োগ দিয়ে কমিশনের শুনানীতে হাজির হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তার কার্যালয়ে যতটুকু তথ্য সংগৃহীত ছিল তা প্রস্তুত করে সাথে নিয়ে এসেছেন। অবশিষ্ট তথ্য প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহ করার জন্য সময়ের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে উল্লেখ করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনান্তে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে মুঠোফোন নম্বর ব্যতীত সকল তথ্যাদি সরবরাহের জন্য কমিশন মতামত প্রদান করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতি প্রদান করেন। তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের ভিত্তিতে কমিশন ট্রাইব্যুনালে শুনানীশেষে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হন।

কেস স্টাডি-০২ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য পেলেন জনাব ফেরদৌস হাসান।

অভিযোগকারী জনাব ফেরদৌস হাসান, পিতা-মোঃ হাসান আলী শেখ, জেসিরোড, ধানবান্ধি, সিরাজগঞ্জ ০৮-০৪-২০১৩ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডাঃ পারভেজ রহিম এর নিকট ৩১-১০-২০১২ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে বেসরকারি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ'২০১০ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী সিরাজগঞ্জ জেলার প্রার্থীদের নাম ঠিকানাসহ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার আলাদা আলাদাভাবে প্রাপ্ত নম্বর এর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৬-০১-২০১৩ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব (ভারপ্রাপ্ত) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব এম এম নিয়াজ উদ্দিন বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাক যোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০৮-০৪-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

কমিশনের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৩৮/২০১৩ নং অভিযোগ হিসেবে ০৫-০৬-২০১৩ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ২৪-০৬-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়। শুনানীতে অভিযোগকারীর তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহের জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন না করায় অভিযোগকারী পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৮৩/২০১৪ নং অভিযোগ হিসেবে লিপিবদ্ধ করে ১৫-০৯-২০১৩তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে উভয়পক্ষকে সমন জারী করেন। অধিকতর শুনানীর জন্য অভিযোগটি ০৬-১০-২০১৩ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

শুনানীকালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) ডাঃ পারভেজ রহিম তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, শুনানীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অভিযোগকারীর তথ্য প্রদানের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জবাবে উল্লেখ করেন যে, নিয়োগের নম্বর সংক্রান্ত তথ্য অত্যন্ত গোপনীয় ও স্পর্শকাতর বিষয় তাছাড়া লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ফর্দ ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির শর্ত মোতাবেক আইসিটি বুয়েটে সংরক্ষিত রয়েছে। নিয়োগ পরীক্ষার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর গোপনীয় বিষয় বিধায় তা জনসমক্ষে প্রকাশযোগ্য নয়। এজন্য অভিযোগকারীর তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছেনা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব শ্যামল কান্তি ঘোষ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ২০১০ সালে রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেয়া হয়। বুয়েটকে পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করা হলে সেখানে এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।ট্রান্সক্রিপ্ট,লিখিত ও মৌখিক

পরীক্ষার নম্বর বুয়েটের কাছে রয়েছে। বুয়েটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সীলগালা করে সিডিতে সংরক্ষিত আছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বুয়েটের সাথে পরামর্শপূর্বক তথ্য সরবরাহ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে অবহিত করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব রেবেকা সুলতানা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ফাইলে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, তিনি শুধু সেই সিদ্ধান্ত পত্র মারফত জানিয়ে দিয়েছেন।

উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ায় এটা পাবলিক ডকুমেন্ট হিসাবে পরিগণিত এবং যা সরবরাহ করতে আইনগতভাবে কোনরূপ বাধা নেই। শুনানীতে অভিযোগকারীর সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেননি। প্রার্থীত তথ্য পেতে অভিযোগকারী পুনরায় ২৫-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

কমিশনে অভিযোগটি আমলে নিয়ে ২৭-০৩-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। পরবর্তীতে তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনালে শুনানী শেষে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হন।

কেস স্টাডি-০৩ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তথ্য পেলেন জনাব মনজুরুল হাসান কাজল।

অভিযোগকারী জনাব মনজুরুল হাসান কাজল, পিতা-মরহুম এম এ কুদ্দুছ ফকির, প্রযত্নে-ডাঃ নয়ন, পটেনশিয়াল, ড্রাগ হাউস, ১/এইচ, ৫/৯, গুদারাঘাট ঢাল,কাজীফুরি, মিরপুর-১, ঢাকা ০২-০৪-২০১৪ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জাহানারা পারভীন এর নিকট ১২-০২-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ক) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে যুউঅ/প্র-৩০/২০১২-১৪৫ নং স্মারকে ৩১-০১-২০১৩ তারিখে প্রকাশিত পুণঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে গঠিত নিয়োগ কমিটি/বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির পূর্ণাঙ্গ নাম, পদবী ও অফিসিয়াল ফোন/মোবাইল নম্বরসহ তালিকা। খ) অত্র অফিসের ওয়েবসাইটে ০১-১২-২০১৩ তারিখে ৩৪.০১.০০০০.০০৫.১১.০২০.১৩-১৫৯৩ নং স্মারকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অত্র অধিদপ্তরের অধিনে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগকৃতদের নিয়োগে সাবেক সংস্থাপন ও বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং সম(বিধি-১)এস-৮/৯৫(অংশ-২)-৫৬(৫০০), তারিখ- ১৭-০৩-১৯৯৭-এ জারীকৃত কোটানীতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? উত্তর "না" হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জারীকৃত/নির্ধারিত যে কোটানীতি অনুসরণ করে ০১-১২-২০১৩ তারিখে অত্র অধিদপ্তরের অধিনে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে সে পত্র/পরিপত্র/আদেশ এর সত্যায়িত ফটোকপি। গ) ০১-১২-২০১৩ তারিখের নিয়োগ আদেশের মাধ্যমে বিভিন্ন পদে নিয়োগকৃতদের মধ্যে কে কোন কোটায় নিয়োগ পেয়েছেন তার (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জারীকৃত/নির্ধারিত কোটানীতি অনুযায়ী প্রতিটি পদের বিপরীতে কোটায় নিয়োগপ্রাপ্তদের শতকরা হিসাবসহ) তালিকা। ঘ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে যুউঅ/প্র-৩০/২০১২-১৪৫ নং স্মারকে ৩১-০১-২০১৩ তারিখে প্রকাশিত পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যেসকল পদে এখনো প্রকাশিত সংখ্যক জনবল নিয়োগ করা হয়নি (যেমনঃ ......১৫৯৩ নং স্মারকে ০১-১২-২০১৩ তারিখে প্রকাশিত চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নামের তালিকায় দেখা যায় যে, এম এল এস এস পদে ১০ জন এর স্থলে ০৯ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ ০১ টি পদে নিয়োগ দেয়া হয়নি) সে সকল পদের জন্য কোন অপেক্ষমান প্রার্থীদের তালিকা করা হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে সেই তালিকার সত্যায়িত ফটোকপি। ঙ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে যুউঅ/প্র-৩০/২০১২-১৪৫ নং স্মারকে ৩১-০১-২০১৩ তারিখে

প্রকাশিত পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের রোল নম্বর-১৬৪৯, পদবী-এম এল এস এস (যথানিয়মে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন) একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সন্তান। তিনি যে কারণে উক্ত পদে মনোনীত হননি তার কারণ লিখিত আকারে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৩-২০১৪ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব নূর মোহাম্মদ বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ০২-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৩২/২০১৪ নং অভিযোগ হিসেবে ৩০-০৪-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। ধার্য তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জাহানারা পারভীন শুনানীতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে প্রতিপক্ষ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জাহানারা পারভীন তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আপীল আবেদন করার পর অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদি ২৪-০৪-২০১৪ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু কোন তথ্য মূল্য গ্রহণ করা হয়নি। অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত না হলে অভিযোগকারী কর্তৃক তথ্য মূল্য প্রদান সাপেক্ষে পুনরায় তথ্য সরবরাহ করবেন মর্মে উল্লেখ করেন। উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনান্তে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের ভিত্তিতে কমিশন ট্রাইব্যুনালে শুনানী শেষে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হন।

কেস স্টাডি-০৪ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় সমবায় অধিদপ্তরের নিকট থেকে তথ্য পেলেন জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান।

অভিযোগকারী জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান ১৩-০৫-২০১৩ ইং তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নবিন্ধক (সমন্বয় ও কর্মমূল্যায়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১) নিবন্ধনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর অনুষ্ঠিত সকল সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভার তারিখসহ সভার কার্যবিবরণীর সত্যায়িত কপি। ০২) নিবন্ধনের পর থেকে অদ্যাবধি সমবায় আইন ও বিধিমালা মোতাবেক বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনের নিমিত্তে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে আলাদা আলাদাভাবে নির্বাচনের তারিখসহ ও প্রতিটি নির্বাচন কমিটির তালিকা। ০৩) নিবন্ধনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয়ে থাকলে কি কারণে নির্বাচন করা হয়নি তা জানা আবশ্যক। ৪) নির্বাচন না হওয়ায় সমবায় অধ্যাদেশ/আইন এর কত ধারা মোতাবেক এবং কোন কর্তৃপক্ষের আদেশে সমিতির এ্যাডহক/অন্তর্বতী কমিটির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা নির্বাহ হয়েছে তা জানা আবশ্যক এবং মেয়াদকালসহ আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি এ্যাডহক/অন্তর্বতী কমিটির তালিকা। ৫) বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ কে কখনো অবসায়নে ন্যাস্ত করা হয়েছিল কিনা? হয়ে থাকলে প্রতিটি অবসায়নের আদেশ ও কারণসহ প্রত্যাহারের আদেশের কপি। ৬) বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর সর্বশেষ অবস্থা জানা প্রয়োজন। বর্তমানে অবসায়নের আদেশাধীন থাকলে অবসায়ন আদেশের সত্যায়িত কপি আবশ্যক এবং অবসায়ন প্রক্রিয়া কী পর্যায়ে আছে তাও জানা আবশ্যক। ৭) নিবন্ধনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর অডিট করা হয়ে থাকলে সকল অডিট প্রতিবেদনের সত্যায়িত কপি। ৮) বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর সকল শেয়ার হোল্ডারদের নাম, ঠিকানা, শেয়ার সংখ্যা ও শেয়ারের পরিমান উল্লেখসহ তালিকা।৯) বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর শেয়ার মূলধনের পরিমান কত ছিল? শেয়ার মূলধনের টাকা কোথায় কিভাবে/কি আকারে গচ্ছিত ছিল এবং বর্তমানে শেয়ার মূলধনের মোট পরিমান কত? এর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।তথ্য না পেয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। তারপরও কোন প্রতিকার না পেয়ে কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

কমিশনে অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৪০/২০১৪ নং অভিযোগ হিসেবে লিপিবদ্ধ করে ১০-০৬-২০১৩ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে উভয়পক্ষকে সমন জারী করেন। অভিযোগকারী সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক অভিযোগকারীর সময় মঞ্জুর করা হয় এবং ১৫-০৭-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়। শুনানীতে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হয়।

পরবর্তীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তা অসম্পূর্ন। পুর্ণাঙ্গ তথ্য পেতে তিনি পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগটি আমলে নিয়ে ২৯-১০-২০১৩তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে উভয়পক্ষকে সমন জারী করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সময় চেয়ে আবেদন করেন। কমিশন কর্তৃক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং ২৪-১১-২০১৪ তারিখ পুনরায় শুনানীর দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই) এর প্রতি সমন জারী করা হয়।

উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনান্তে দেখা যায় অভিযোগকারীকে পূর্বে অডিট রিপোর্ট এর তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অভিযোগকারী প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) পুনরায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য শুনানীকালে সাথে নিয়ে এসেছেন। পরবর্তীতে তথ্য কমিশন ট্রাইব্যুনালে শুনানী শেষে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হন।

কেস স্টাডি-০৫ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন দুগ্ধ খামার সাভারের তথ্য পেলেন জনাব মোঃ মতিউর রহমান।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মতিউর রহমান ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন দুগ্ধ খামার সাভারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০২-০৩-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ১। ক) সাভার উপজেলাধীন কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার এ বর্তমানে কয়টি প্রকল্প চলমান রয়েছে? প্রকল্পগুলোর নাম ও মেয়াদকাল। খ) চলমান প্রকল্পগুলোর শুরু থেকে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত বছর ভিত্তিক খাতওয়ারী বরাদ্দের পরিমান কত টাকা? গ) চলমান প্রকল্পগুলো শুরু হওয়ার পর থেকে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত অর্থের সুনির্দিষ্ট খাতওয়ারী খরচের বর্ননা বা হিসাব। ঘ) অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে কোনো দরপত্র আহবান করা হয়েছে কিনা? দরপত্র আহবান করা হয়ে থাকলে কোন কোন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়?

প্রকাশের তারিখসহ সেইসব পত্রিকার নাম ও প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ফটোকপি। দরপত্রে অংশ নিয়ে যেসব ঠিকাদার কাজ পেয়েছেন সেইসব ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম, স্থান, মালিকের নাম ও মুঠোফোন নম্বর। ঙ) নির্মাণ ও সংস্কারের মেয়াদকাল ও খরচের হিসাব, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও মালিকের নাম, ঠিকানা, যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ সম্পূর্ন বর্ণনা। চ) এআরএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় কি কি যন্ত্র ক্রয় ও অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল এবং হচ্ছে? সেইসব যন্ত্র, অবকাঠামো এবং প্রকল্পের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা। ছ) ক্রয়কৃত মালামালের ভাউচারের অবিকল ফটোকপি। ২। ক) খাদ্য গুদামে বর্তমানে খাদ্যের পরিমান ও খাদ্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম, স্থান, মালিকের নাম ও মুঠোফোন নম্বর। খ) কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামারে ছোট বড় কতগুলো ষাঁড় ও গাভী আছে এবং প্রত্যেক গাভীর জন্য প্রতিদিন কত কিলো খাদ্য বরাদ্দ আছে? গ) কেন্দ্রীয় গোপ্রজনন হইতে প্রতিদিন কত লিটার দুধ উৎপাদন করা হয়ে থাকে? উহা কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কত লিটার দুধ সরবরাহ হয়। প্রতিষ্ঠানের নাম ও মুঠোফোন নম্বর। ঘ) কেন্দ্রীয় গো প্রজনন ও দুগ্ধ খামার এ কতজন নিয়োগপ্রাপ্ত ডাক্তার রয়েছে এবং কতজন সেবক সেবিকা আছেন? ঙ) চলতি বছরের ঔষধের বরাদ্দ ও বর্ণনা এবং বরাদ্দকৃত ঔষধের সুনির্দিষ্ট খাতওয়ারী খরচের বর্ণনা বা হিসাব এর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০৩-২০১৪ তারিখে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও প্রার্থীত তথ্য না পাওয়ায় অভিযোগকারী ০৫-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৪৬/২০১৪ নং অভিযোগ হিসেবে ১৫-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। ধার্য তারিখে কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন দুগ্ধ খামার সাভারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান শুনানীতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রতিপক্ষ কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন দুগ্ধ খামার সাভারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন। উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনান্তে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের ভিত্তিতে অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হন।

কেস স্টাডি-০৬ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় উপজেলা হাসপাতালের তথ্য পেলেন জনাব প্রণব সাহা।

অভিযোগকারী জনাব প্রণব সাহা ১৯-০৬-২০১৪ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, ডাঃ শেখ মোঃ হাসান ইমাম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা হাসপাতাল, শ্রীপুর, গাজীপুর এর নিকট ০৭-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে বরমী ইউনিয়নে বিটিপাড়া গ্রামের কমিউনিটি হাসপাতালে ২০১২ থেকে ২০১৩ এর ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সকল রোগীদের মাঝে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ঔষধ প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা এর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করে ফেরৎ পাঠালে তিনি ১৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৬২/২০১৪ নং অভিযোগ হিসেবে ১৭-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। ধার্য তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শ্রীপুর, গাজীপুর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ডাঃ শেখ মোঃ হাসান ইমাম শুনানীতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করায় কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হননি। প্রতিপক্ষ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শ্রীপুর, গাজীপুর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত না হওয়ায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। তার কার্যালয় হতে আবেদন গ্রহণ না করে কখনই ফেরৎ পাঠানো হয় না। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুত রয়েছে।

উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনান্তে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের ভিত্তিতে কমিশন ট্রাইব্যুনালে শুনানী শেষে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হন।

কেস স্টাডি-০৭ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় গণপূর্ত রক্ষণা-বেক্ষণ, আবাসন পরিদপ্তর ও ডিপিডিসির এর দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগের তথ্য পেলেন জনাব মোঃ শাহ আলম (এলএল বি)।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ শাহ আলম (এল এল বি)২৩-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে জনাব ফয়সাল হালিম, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ উপবিভাগ-২, ৫-এ/১১, রাজিয়া সুলতানা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা; ২৩-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে কাজী মোহাম্মদ আবু হানিফ, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ১ম ১২তলা, সরকারী অফিস ভবন, ঢাকা; ২৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে নির্বাহী প্রকৌশলী, DPDC, NOCS শ্যামলী, ৮/২ লালমাটিয়া, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭ এবং ২৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে পরিচালক, আবাসন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর বিরুদ্ধে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ না দেয়ায় অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে উভয়পক্ষকে সমন জারী করা হয়। পরবর্তীতে কমিশন ট্রাইব্যুনালে শুনানী শেষে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগের তথ্য পেলেন অভিযোগকারী।

কেস স্টাডি-০৮ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় , বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের তথ্য পেলেন জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ২৯-০৬-২০১৪ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সিস্টেম এনালিষ্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান এর নিকট ০৮-০৪-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ৯ম সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য, জনাব মোঃ শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, ২৭৬, লক্ষ্মীপুর-৩, কর্তৃক ১৮-০৬-২০১৩ তারিখে প্রেরণকৃত ডি. ও. পত্রে উল্লেখিত বিষয়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৭০/২০১৪ নং অভিযোগ হিসেবে ২৬-০৮-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয়। ধার্য তারিখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সিস্টেম এনালিষ্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান শুনানীতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানীতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবর তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে আপীল আবেদন করেন। এরপরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সিস্টেম এনালিষ্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, যখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয় তখন তিনি দেশের বাহিরে ছিলেন। এজন্য যথাসময়ে তিনি তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি তথ্য সংগ্রহ করে অভিযোগকারীকে সরবরাহ করেছেন। তিনি তথ্য কমিশনের ট্রাইব্যুনালে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য পুনরায় সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনান্তে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের ভিত্তিতে কমিশন ট্রাইব্যুনালে শুনানী শেষে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হন ।

কেস স্টাডি-০৯ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য পেলেন জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ ।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ ১৯-০৬-২০১৪ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা পওর বিভাগ-২, পাউবো, হাসান কোর্ট, ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ এর নিকট ১১-০৫-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮ (১) ধারা অনুসারে ১) পাউবো চাকুরী বিধি ১৯৮২ এর ১২০ ধারা পাউবো চাকুরী বিধির ২০১৩ এর কোন ধারাতে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কিনা বা এর নিরসনের ব্যবস্থা বোর্ড কর্তৃক বা সরকার কর্তৃক করেছেন কিনা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পূর্ণ তথ্য । ২) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পেনশন সহজীকরণ প্রবিধান বোর্ড অনুসরণ করে কিনা এর তথ্য । যদি না করে থাকে এর নিষেধাজ্ঞার কোন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের ছায়ালিপি certified by1st class officer. ৩) পাউবো পরিদপ্তর স্মারক নং পাউবো/অডিট/ প্রশা/অস্পষ্ট/১০০ তারিখ-২০-০২-২০১৪ খ্রীঃ জারীকৃত যে পত্রটি তিনটি বিভাগে দিয়েছেন ১৯৮৯-২০১৪ সন পর্যন্ত যে সমস্ত কর্মকর্তা অবসরে গিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কি ঐ একই অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল কিনা? তার তথ্য । ৪) ঐ সময়ের যারা অবসরে গিয়েছেন তারা উল্লিখিত স্মারকের অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন করে পেনশন ভোগ করছেন? ৫) মূলতঃ বিভাগের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির মূল দায়িত্ব কার উপর বর্তায় । ৬) বগুড়া খাস বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর স্মারক নং মিঃ প্রকোঃ/খাস/বগুড়া/জিএফ /আই-২০/৫২ তারিখ-৩১-০৩-২০১৪ বরাতে ৩০-১১-২০১১ তারিখের সূত্র ধরে যে প্রতিবেদন পরিচালক অডিট পরিদপ্তরকে দিয়েছেন তার পূর্ণাঙ্গ তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনের ছায়ালিপি certified by1st class officer. ৭) সিরাজগঞ্জ বিআরআই (বিশেঃ) পওর বিভাগ স্মারক নং এ-২১/১০৬৭/১ তারিখ-০৩-০৩-২০১৪ খ্রিঃ বরাতে যে প্রতিবেদন দিয়েছেন তাতে তিনি উত্থাপিত আপত্তিতে সম্পৃক্ততা নাই জানানোর পরও অডিট পরিদপ্তর স্মারক নং-পাউবো/অডিট/প্রশা-২৩৫ (৩৩ খন্ড)/২১৫ তারিখঃ২১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ মোতাবেক অডিট আপত্তি আলোকপাত করেছেন । এর পিছনে যৌক্তিকতা কি তা অডিট পরিদপ্তর হতে জানতে চাই । উল্লেখ্য ঐ সময়ে জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগে DPMএর মাধ্যমে কোন কাজ করেন নাই বিল ও দেন নাই Long Reach Roomভাড়া দেয়ার সময় ঐ বিভাগে চাকুরিই করেন নাই । এ সম্পর্কে অডিট পরিদপ্তরের নিকট হতে তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন ।

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আবদুল লতিফ অভিযোগকারীকে ১২-০৫-২০১৪ ইং তারিখে তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন । পরবর্তীতে অভিযোগকারী ২১-০৫-২০১৪ তারিখে মোঃ সহিদুর রহমান, মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), মহাপরিচালকের দপ্তর, পাউবো,ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে আপীল আবেদন করেন । আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১৯-০৬-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন ।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৬১/২০১৪ নং অভিযোগ হিসেবে ১৭-০৭-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন ইস্যু করা হয় । ধার্য তারিখে ৬১/২০১৪ নং অভিযোগের বিষয়ে শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক অদ্যাবধি কোন তথ্য সরবরাহ না করায় প্রার্থীত তথ্য পেতে অভিযোগকারী পুনরায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন ।

অভিযোগটি আমলে নিয়ে ৯২/২০১৪ নং অভিযোগ হিসেবে লিপিবদ্ধ করে ৩০-০৯-২০১৪ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করে উভয়পক্ষকে সমন জারী করেন । মহাপরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) জনাব মোঃ সহিদুর রহমান কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকেন ।

শুনানীঅন্তে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের চীফ মনিটরিং যথাযথ তথ্য সরবরাহ না করায়

তিনি পুনরায় কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তৎপর পুনরায় শুনানী ও উভয়পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনান্তে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিলের ভিত্তিতে কমিশন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগকারী তার প্রার্থীত তথ্য প্রাপ্ত হন।

৩.১৬ *বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ*

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হলে অধিকাংশ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়সমূহ নিজস্ব কার্যালয়সহ অধীনস্ত দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জেলা প্রশাসকগণ নিজস্ব কার্যালয়সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। বেসরকারী সংস্থাসমূহ অধীনস্তশাখা অফিসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন এবং পৃথকভাবে নিজস্ব প্রতিবেদন প্রেরণ করে। তবে সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/বেসরকারী সংস্থা থেকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রতিবেদন না পাওয়ায় তাদের তথ্যাদি অত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়নি।

৩.১৬.১ *মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ*

দেশের সকল মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে একত্রে মোট ১,২১০ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ১১১৪টি (৯২.০৭%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য না দেয়ার আবেদনের সংখ্যা ৯৬ টির মধ্যে ১২ টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৪ সালে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং অধীনস্ত দপ্তরসমূহে চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ১২,৮০,২২৬/- টাকা আদায় হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ৫৩ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে, এর মধ্যে ৪৪ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৯ টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ২০১৩ সনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে প্রাপ্ত মোট ২,৯৫৫ টি আবেদনের বিপরীতে ২০১৪ সনে আবেদনের সংখ্যা ৫৯% হ্রাস পেয়েছে। তবে তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ৩২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.১৬.২ *জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ*

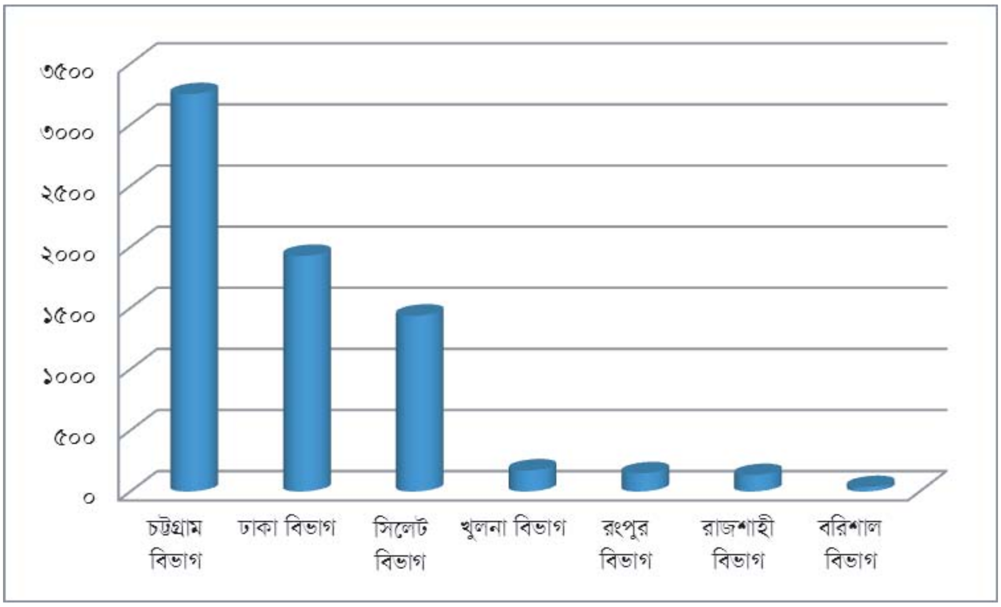

দেশের সকল জেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একত্রে মোট ৭,১০৫ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৬,৬২৯টি (৯৩.৩০%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৪৫৮টি (০৬.৪৫%) এবং ১৮টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ৩৮টি তন্মধ্যে ৩৫টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৩ টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন। সারা দেশে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে মোট ২৫,৭৮৩ টাকা আদায় হয়েছে।

দেশের ৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগের শরিয়তপুর জেলা; চট্টগ্রাম বিভাগের লক্ষ্মীপুর, ফেনী, চাঁদপুর জেলা, খুলনা বিভাগের চুয়াডাঙ্গা ও বাগেরহাট জেলা; রাজশাহী বিভাগের জয়পুরহাট জেলা,রংপুর বিভাগের রংপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা; অর্থাৎ মোট ০৯ টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/অনুরোধ দাখিল করা হয়নি।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের সকল জেলাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের দপ্তরের অধীনে (৩,১৪৪টি)। একইসাথে তথ্য অধিকার আইনের সবচেয়ে কার্যকর প্রয়োগ দেখা গিয়েছে কুমিল্লা জেলাতে, কেননা এ জেলার অধিকাংশ দপ্তরেই কোন না কোন তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ দাখিল করা হয়েছে।

৩.১৬.৩ *এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ*

দেশের বিভিন্ন এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত এনজিওসমূহে মোট ১২৭ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে সকল তথ্য প্রদান করা হয়েছে। প্রেরিত প্রতিবেদনে দেখা যায় চাহিত তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে, তথ্যের মূল্য আদায় না করায় সরকার কিছুটা হলেও রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ২০১৩ সনে মোট প্রাপ্ত ৩, ৯১১ টি আবেদনের বিপরীতে ২০১৪ সনে আবেদনের সংখ্যা প্রায় ৯৭% হ্রাস পেয়েছে।

৩.১৭ *মৌখিক তথ্যের বিশ্লেষণ*

অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার না করে মৌখিকভাবে তথ্য প্রাপ্তিতে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। যদিও তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মৌখিকভাবে তথ্য প্রদান করার কথা উল্লেখ নাই। মৌখিকভাবে কেউ চেয়ে না পেলে আইনগতভাবে তার প্রতিকার পাবার কোন সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে মৌখিকভাবে প্রদত্ত তথ্য বা উপাত্তের অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।

তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার না করা হলেও মৌখিকভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের এ হার তথ্য জানার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। তবে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রণীত ফরম্যাট ব্যতীত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের পেছনে নির্ধারিত ফরম সম্পর্কে জনগণের অজ্ঞতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ফরম/ফরমেট ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকা এবং দ্রুত তথ্য প্রাপ্তির জন্য তারা মৌখিকভাবে তথ্য জানতেই বিশেষভাবে আগ্রহী হচ্ছেন। মৌখিকভাবে সহজেই সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে জনসাধারণ তথ্য পাচ্ছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র যশোর জেলাতেই ২০১৪ সালে ৪,৪৭০টি মৌখিক আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪,৪৭০টি তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তার অর্থ এই যে, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে ক্রমশঃই জনবান্ধব হয়ে উঠছে এবং

এই প্রবণতা বিদ্যমান থাকলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। তবে তথ্য অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য এসকল ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট "ক" ফরম চাহিবামাত্র সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে এবং ফরম পূরণের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

৩.১৮ তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

চলতি ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে তথ্য কমিশনের জন্য মোট ৪৭৫.৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের বাজেট নিম্নরূপঃ

কোড-	*৩-৩৩০৫-৩১২৪-৫৯০০*	*অংকসমূহ লক্ষ টাকায়*			
কোড নং	*খাতের নাম*	*২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ*	*২০১৪-১৫অর্থবছরে সংশোধিত মোট বরাদ্দ*	*২০১৪-১৫অর্থবছরে ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থ*	*ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়*
ক) ৪৫০০	মূল বেতন বাবদ সহায়তা	৬৪.৯৯	৬৪.৯৯	৩২.৫	২৯.২৬
খ) ৪৭০০	ভাতাদি (মহার্ঘ ভাতা বাদে) ও অন্যান্য ব্যয়	৬৮.৯৩	৬৮.৯৩	৩৯.৮১	৩৭.২৬
গ) ৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	২৩৯.৭৬	২৩৯.৭৬	১১৯.৮৮	১০৭.২২
ঘ) ৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	২১.১৬	২১.১৬	১০.৬	২.৬১
(ঙ) ৬৮০০	মুলধন ব্যয় মঞ্জুরি	৮০.৫৫	৮০.৫৫	৪০.২৮	৭.০৯
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ) =		*৪৭৫.৩৯*	*৪৭৫.৩৯*	*২৪৩.০৭*	১৮৩.৪৪

৩.১৯ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমনঃ

- তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারায় প্রত্যেক তথ্য প্রদানকারী ইউনিট তথা প্রত্যেক অফিসে একজন করে তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। শুধুমাত্র সরকারী দপ্তরগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের অগ্রগতি প্রায় ৫৫% হলেও বেসরকারী দপ্তরগুলোতে এ হার আরো কম। অর্থাৎ কমপক্ষে ৪৫% সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে এখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক।
- স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক বেশ কিছু কাজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যেই সম্পাদিত হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত অধিদপ্তরগুলোতে প্রচুর তথ্যসহ নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইটগুলোতে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৬ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যেমন সংস্থার পটভূমি ও কার্যাবলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবন্টন, অনুসরিত আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, নাগরিক সনদ, অধিকাংশ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। কিন্তু ওয়েবসাইট গুলো নিয়মিত হালনাগাদকরণে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। সর্বোপরি অধিকাংশ মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও অধীনস্ত অধিকাংশ অধিদপ্তরগুলো তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।
- তথ্য অধিকার আইন জারীর মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার বিধান করা হলেও জনগণ এই আইনটি সম্পর্কে ও আইনের বিধান সম্পর্কে খুব কম ধারণা রাখেন। আইনের চর্চা খুবই কম। ২০১৪ সনে সারা দেশে মাত্র ৮৪৪২ টি তথ্যের আবেদন দাখিল হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম। গত পাঁচ বছরে মোট ৬৯, ৮৬২ টি তথ্যের আবেদন দাখিল হয়েছে যা দেশের জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে,

দেশের জনগণ এই আইনটি সম্পর্কে ও আইনের বিধান সম্পর্কে অবহিত হতে পারেননি। কাজেই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনগণকে এই আইনটি সম্পর্কে সচেতন করে আইনটি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।

- বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে যে, খুবই অল্প সংখ্যক নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের নাম, পদবীসহ তথ্যাদি অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করেছেন। অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাদের অফিসে বা কাছাকাছি কোথাও উক্ত তথ্যাদি প্রদর্শন করেননি। এটি তথ্য আবেদনকারীগণের জন্য কিছুটা হলেও সমস্যা সৃষ্টি করে কার কাছে তথ্যের আবেদন দাখিল করতে হবে বা কার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এটি বের করতে। এটি তথ্যের আবেদন দাখিল পরিহার করার বা যতটুকু সম্ভব নিম্নতম পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অনীহার মনোভাব নির্দেশ করে।
- বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে নথি সংরক্ষণের সক্ষমতা ক্রমশঃ উপর থেকে নীচের দিকে নেমে এসেছে। অবশ্য তথ্য/নথি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সকল অফিসে সমান নয়। তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষিত না হলে তা চাহিদার ভিত্তিতে বা স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তদুপরি ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ ও তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনার্থে কার্যক্রম গ্রহণ জরুরী।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইনের বিধানবলীর সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী না আনায় দীর্ঘদিন অনুসৃত আইন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের করণীয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুতের নিমিত্ত সরকারী অফিসে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকা
- আপীল কর্মকর্তা চিহ্নিতকরণে জটিলতা
- তথ্য প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের অভাব
- সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মীদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে যথাযথ উদ্যোগের অভাব
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকা
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য প্রদানে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীলতা
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দপ্তরে লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩.২০ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ

- তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ সম্পন্ন করা।
- প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা।
- Su-moto disclosure এর পরিমাণ ও পরিধি আরো বৃদ্ধি করা, ইনডেক্স ও ক্যাটালগ অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ ও সংগৃহিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি

করা

ক্স Video Conference Based Hearing এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা

ক্স স্ব-উদ্যোগে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা

ক্স প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টার সেবা প্রদানের সময়সীমা ও ব্যর্থতায় প্রতিকার লাভের উপায়সহ প্রস্তুত করা ও এবং প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ক্স বেসরকারী দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা

ক্স দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সদস্যদের পদমর্যাদা একই হওয়া বাঞ্ছনীয় বিধায় সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

ক্স অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ তথ্য কমিশনের আদেশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে কমিশনকে Contempt Proceeding draw করার ক্ষমতা প্রদান করা ইত্যাদি বিভিন্ন সময়োপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

ক্স তথ্য অধিকার আইনে এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা

ক্স সর্বোপরি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত বিভিন্ন জারি/সারি গান, নাটক, ডকুমেন্টরী ফিল্ম তৈরী এবং দেশের বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারগুলোতে ও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থাগ্রহণ, ইত্যাদি।

৩.২১ উপসংহার

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতিফলন। কমিশন কাজ শুরু করার স্বল্প সময়ের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য পাওয়ার বিষয়ে জনগণের আগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাড়া নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষা পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবে কমিশনের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের কাজ সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক সচেতনতার উপর। দেশের আপামর জনগোষ্ঠী এ আইনের সহায়তা নিয়ে সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

তথ্য অধিকার আইন একটি জনকল্যাণকর আইন। জনগণের নিকট সরকারী-বেসরকারী দপ্তরসমূহের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা আনয়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকল স্তরে দুর্নীতি দমনের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবেও তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা রয়েছে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তথ্য অধিকারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

সরকারের আন্তরিকতা সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইনের কতিপয় সীমাবদ্ধতা, জনসাধারণের বড় অংশের অসচেতনতা, আইনটি প্রচারে অপর্যাপ্ততা, আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অসম্পূর্ণতা, আইন ব্যবহারে পরামর্শমূলক ও উৎসাহমূলক

অধ্যায় - ৪

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-ক

তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

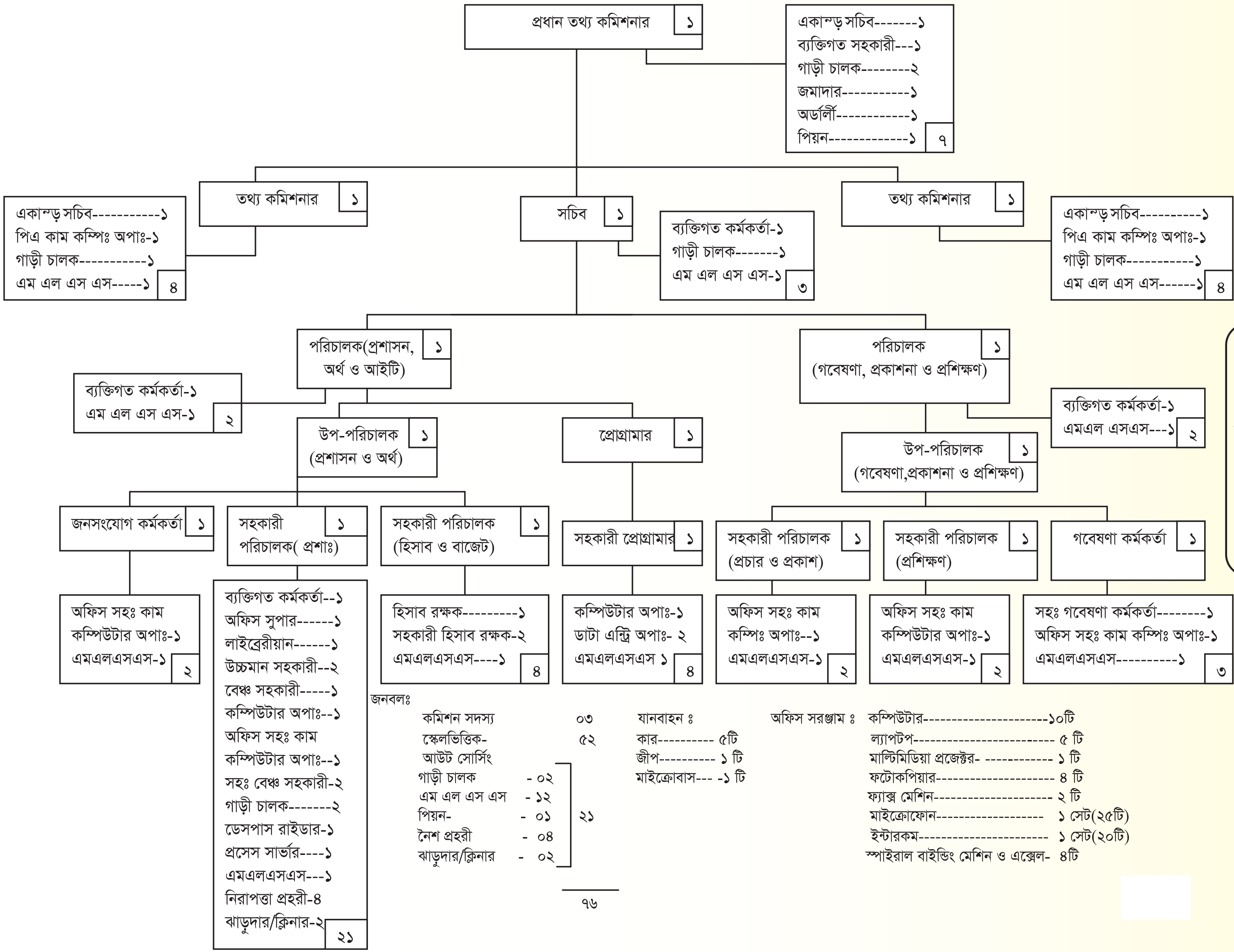

পরিশিষ্ট-খ

তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট:

Google Analytics

http://www.infocom.gov.bd - http://ww... www.infocom.gov.bd Go to this report

Audience Overview

Jan 1, 2014 - Jan 31, 2014

All Sessions 100.00%

Overview

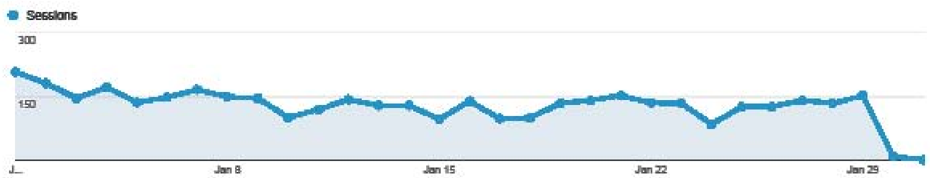

Sessions	Users	Pageviews
3,945	3,158	50,210

Pages / Session	Avg. Session Duration	Bounce Rate
12.73	00:03:49	3.02%

% New Sessions
73.05%

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	2,298	58.25%
2.	Kenya	581	14.73%
3.	(not set)	447	11.33%
4.	India	147	3.73%
5.	United States	116	2.94%
6.	Indonesia	54	1.37%
7.	Netherlands	49	1.24%
8.	Saudi Arabia	31	0.79%
9.	United Kingdom	22	0.56%
10.	Canada	20	0.51%

© 2015 Google

Google Analytics

http://www.infocom.gov.bd - http://ww... www.infocom.gov.bd [Go to this report]

Audience Overview

Feb 1, 2014 - Feb 28, 2014

All Sessions
100.00%

Overview

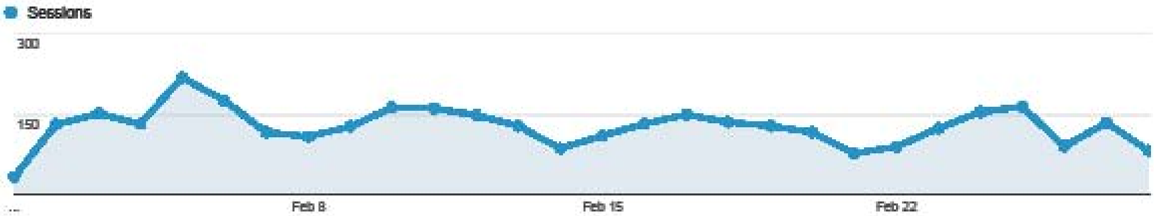

Sessions
3,557

Users
2,860

Pageviews
40,969

Pages / Session
11.52

Avg. Session Duration
00:03:32

Bounce Rate
3.26%

% New Sessions
73.80%

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	2,258	63.48%
2.	Kenya	720	20.24%
3.	India	185	5.20%
4.	United States	99	2.78%
5.	Indonesia	40	1.12%
6.	United Kingdom	25	0.70%
7.	(not set)	25	0.70%
8.	United Arab Emirates	21	0.59%
9.	Vietnam	16	0.45%
10.	Pakistan	15	0.42%

© 2015 Google

Google Analytics

http://www.infocom.gov.bd - http://ww... www.infocom.gov.bd [Go to this report]

Audience Overview

March 1, 2014 - March 31, 2014

All Sessions
100.00%

Overview

Sessions
4,343

Users
3,458

Pageviews
50,208

Pages / Session
11.56

Avg. Session Duration
00:03:54

Bounce Rate
2.56%

% New Sessions
74.46%

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	2,854	65.71%
2.	Netherlands	747	17.20%
3.	United States	158	3.64%
4.	India	154	3.55%
5.	Kenya	137	3.15%
6.	Indonesia	58	1.34%
7.	(not set)	26	0.60%
8.	Saudi Arabia	24	0.55%
9.	United Kingdom	17	0.39%
10.	United Arab Emirates	9	0.21%

© 2015 Google

Google Analytics

http://www.infocom.gov.bd - http://ww... www.infocom.gov.bd Go to this report

Audience Overview

Apr 1, 2014 - Apr 30, 2014

All Sessions
100.00%

Overview

Sessions	Users	Pageviews
4,479	3,470	58,622

Pages / Session	Avg. Session Duration	Bounce Rate
13.09	00:04:24	2.81%

% New Sessions
71.60%

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	3,007	67.14%
2.	Netherlands	956	21.34%
3.	India	146	3.26%
4.	Indonesia	67	1.50%
5.	United States	67	1.50%
6.	Saudi Arabia	27	0.60%
7.	United Kingdom	17	0.38%
8.	(not set)	17	0.38%
9.	United Arab Emirates	14	0.31%
10.	China	13	0.29%

© 2015 Google

Google Analytics

http://www.infocom.gov.bd - http://ww... www.infocom.gov.bd Go to this report

Audience Overview

May 1, 2014 - May 31, 2014

All Sessions
100.00%

Overview

Sessions
4,343

Users
3,458

Pageviews
50,208

Pages / Session
11.56

Avg. Session Duration
00:03:54

Bounce Rate
2.56%

% New Sessions
74.46%

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	2,854	65.71%
2.	Netherlands	747	17.20%
3.	United States	158	3.64%
4.	India	154	3.55%
5.	Kenya	137	3.15%
6.	Indonesia	58	1.34%
7.	(not set)	26	0.60%
8.	Saudi Arabia	24	0.55%
9.	United Kingdom	17	0.39%
10.	United Arab Emirates	9	0.21%

© 2015 Google

Google Analytics

http://www.infocom.gov.bd - http://ww... www.infocom.gov.bd [Go to this report]

Audience Overview

June 1, 2014 -June 30, 2014

All Sessions
100.00%

Overview

Sessions
5,569

Users
4,486

Pageviews
60,600

Pages / Session
10.88

Avg. Session Duration
00:03:54

Bounce Rate
4.42%

% New Sessions
75.47%

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	3,179	57.08%
2.	Netherlands	1,074	19.29%
3.	Myanmar (Burma)	269	4.83%
4.	United States	209	3.75%
5.	India	203	3.65%
6.	South Africa	123	2.21%
7.	Indonesia	66	1.19%
8.	Thailand	53	0.95%
9.	Malaysia	49	0.88%
10.	Kenya	43	0.77%

© 2015 Google

Google Analytics

http://www.infocom.gov.bd - http://ww... www.infocom.gov.bd   Go to this report

Audience Overview

Jul 1, 2014 - Jul 31, 2014

All Sessions
100.00%

Overview

Metric	Value
Sessions	3,637
Users	2,950
Pageviews	40,727
Pages / Session	11.20
Avg. Session Duration	00:03:33
Bounce Rate	4.45%
% New Sessions	74.18%

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	2,215	60.90%
2.	Netherlands	393	10.81%
3.	South Africa	278	7.64%
4.	Kenya	231	6.35%
5.	India	179	4.92%
6.	United States	130	3.57%
7.	Saudi Arabia	32	0.88%
8.	(not set)	24	0.66%
9.	United Kingdom	23	0.63%
10.	Indonesia	18	0.49%

© 2015 Google

Google Analytics

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd Go to this report

Audience Overview

Aug 1, 2014 - Aug 31, 2014

All Sessions
100.00%

Overview

Metric	Value
Sessions	4,469
Users	3,666
Pageviews	49,794
Pages / Session	11.14
Avg. Session Duration	00:03:29
Bounce Rate	4.23%
% New Sessions	76.30%

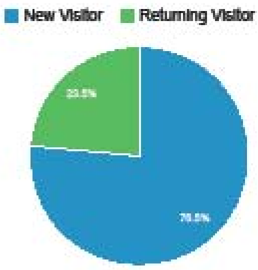

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	2,644	59.16%
2.	Kenya	853	19.09%
3.	Netherlands	281	6.29%
4.	United States	257	5.75%
5.	India	181	4.05%
6.	United Kingdom	31	0.69%
7.	(not set)	25	0.56%
8.	Spain	22	0.49%
9.	Ireland	18	0.40%
10.	Malaysia	16	0.36%

© 2015 Google

Google Analytics

http://www.infocom.gov.bd - http://ww... www.infocom.gov.bd

Go to this report

Audience Overview

Sep 1, 2014 - Sep 30, 2014

All Sessions
100.00%

Overview

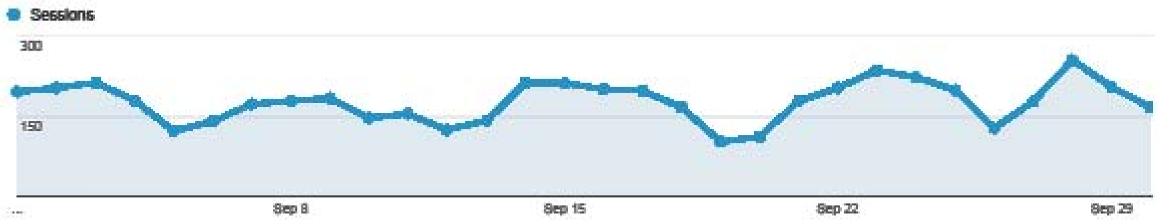

Sessions
5,310

Users
4,284

Pageviews
63,907

Pages / Session
12.04

Avg. Session Duration
00:03:53

Bounce Rate
4.50%

% New Sessions
75.40%

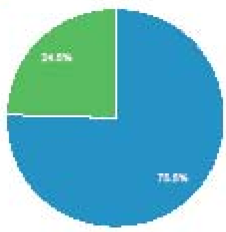

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	3,040	57.25%
2.	Netherlands	1,506	28.36%
3.	India	233	4.39%
4.	United States	180	3.39%
5.	Spain	60	1.13%
6.	United Kingdom	41	0.77%
7.	Saudi Arabia	28	0.53%
8.	Ireland	21	0.40%
9.	(not set)	16	0.30%
10.	United Arab Emirates	13	0.24%

© 2015 Google

Google Analytics

http://www.infocom.gov.bd - http://ww... www.infocom.gov.bd Go to this report

Audience Overview

Oct 1, 2014 - Oct 31, 2014

All Sessions
100.00%

Overview

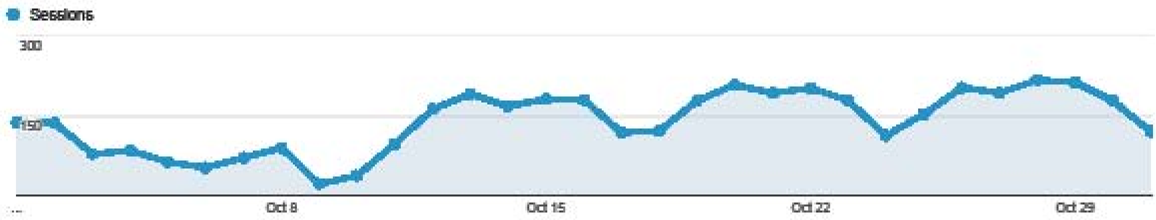

Sessions
4,321

Users
3,538

Pageviews
48,688

Pages / Session
11.27

Avg. Session Duration
00:03:32

Bounce Rate
3.91%

% New Sessions
76.28%

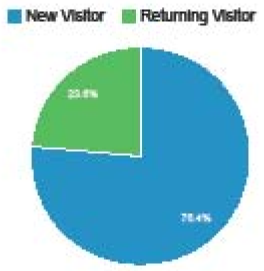

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	2,273	52.60%
2.	Netherlands	1,274	29.48%
3.	India	248	5.74%
4.	(not set)	171	3.96%
5.	United States	98	2.27%
6.	United Kingdom	32	0.74%
7.	Germany	18	0.42%
8.	Saudi Arabia	18	0.42%
9.	Spain	17	0.39%
10.	Malaysia	17	0.39%

© 2015 Google

তথ্য কমিশন

Google Analytics

http://www.infocom.gov.bd - http://www.infocom.gov.bd   Go to this report

Audience Overview

Nov 1, 2014 - Nov 30, 2014

All Sessions
100.00%

Overview

Sessions	Users	Pageviews
5,512	4,627	60,122

Pages / Session	Avg. Session Duration	Bounce Rate
10.91	00:03:07	2.45%

% New Sessions
78.37%

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	3,102	56.28%
2.	(not set)	1,528	27.72%
3.	India	332	6.02%
4.	Netherlands	221	4.01%
5.	United States	117	2.12%
6.	Saudi Arabia	28	0.51%
7.	United Kingdom	22	0.40%
8.	United Arab Emirates	18	0.33%
9.	Ireland	11	0.20%
10.	Russia	9	0.16%

© 2015 Google

Google Analytics

http://www.infocom.gov.bd - http://ww... www.infocom.gov.bd [Go to this report]

Audience Overview

Dec 1, 2014 - Dec 31, 2014

All Sessions
100.00%

Overview

Sessions	Users	Pageviews
7,236	5,815	91,889

Pages / Session	Avg. Session Duration	Bounce Rate
12.70	00:03:46	1.42%

% New Sessions
76.30%

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	5,739	79.31%
2.	(not set)	634	8.76%
3.	India	376	5.20%
4.	United States	139	1.92%
5.	Netherlands	124	1.71%
6.	Saudi Arabia	26	0.36%
7.	Indonesia	23	0.32%
8.	United Kingdom	21	0.29%
9.	United Arab Emirates	16	0.22%
10.	Spain	12	0.17%

© 2015 Google

পরিশিষ্ট - গ

তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রকাশিত কিছু পত্রিকার প্রকাশনা

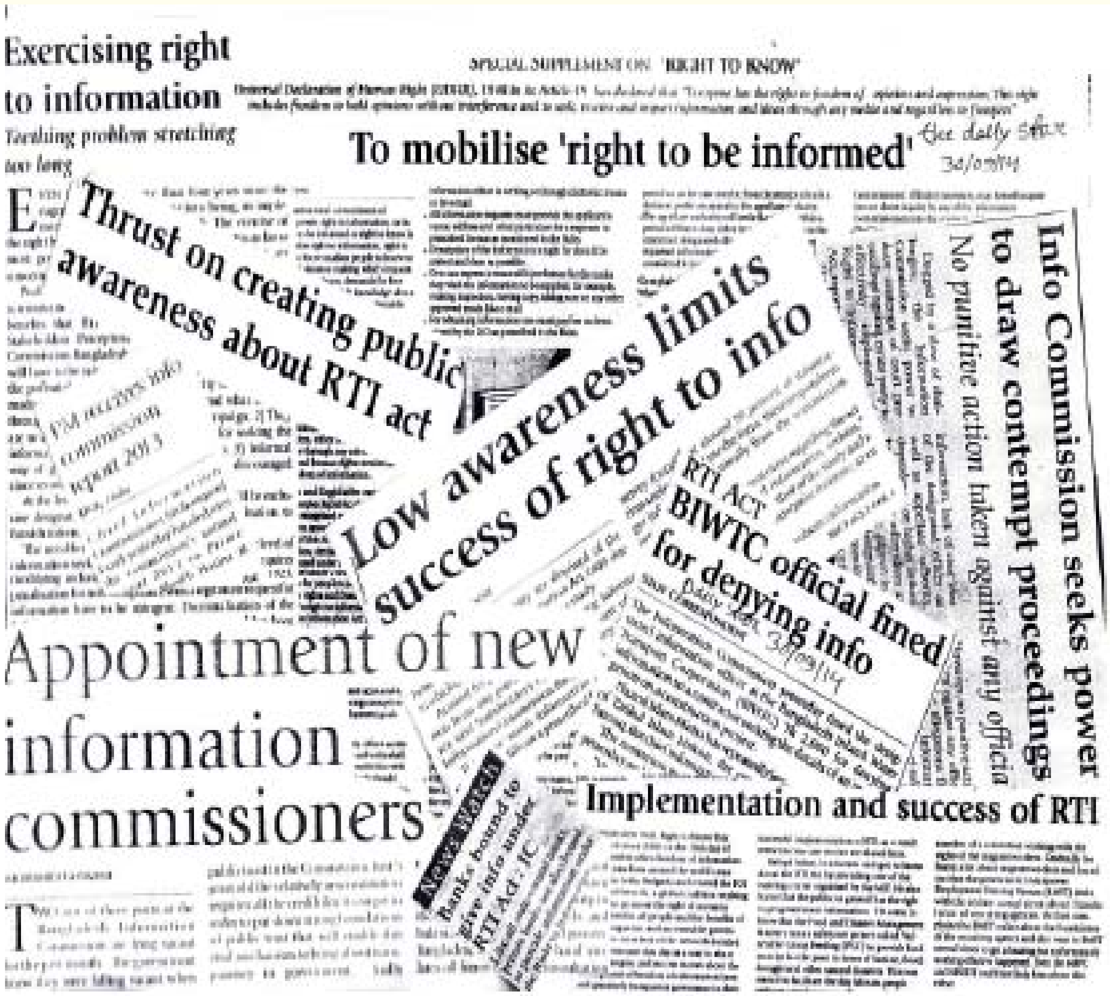

অবশেষে তথ্য দিতে রাজি বিএলআরআই কর্তৃপক্ষ
প্রকল্পের নামে বিদেশি অনুদান আত্মসাৎ করছে এনজিওগুলো
তথ্য না পেয়ে হেনস্তা হচ্ছে সাধারণ মানুষ
আবেদন করেও মিলছে না তথ্য
বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো একই থেকে যাচ্ছে
তথ্য অধিকার আইন থাকলেও তথ্য প্রাপ্তির পথ কোণঠাসা
আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস পালিত
তথ্য কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন
সরকারি কর্মকর্তারা তথ্য গোপন রাখতে চান
তথ্য না দেওয়ায় বিআইডব্লিউটিসি কর্মকর্তাকে জরিমানা
দেশজুড়ে শোভাযাত্রা তথ্যমেলা আলোচনা
তথ্য অধিকার আইন
বেসরকারি ব্যাংকও তথ্য দিতে বাধ্য
তথ্য দিতে বেসিক ব্যাংককে নির্দেশ

পরিশিষ্ট - ঘ

জনঅবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এরূপ জেলাসমূহের মানচিত্র :

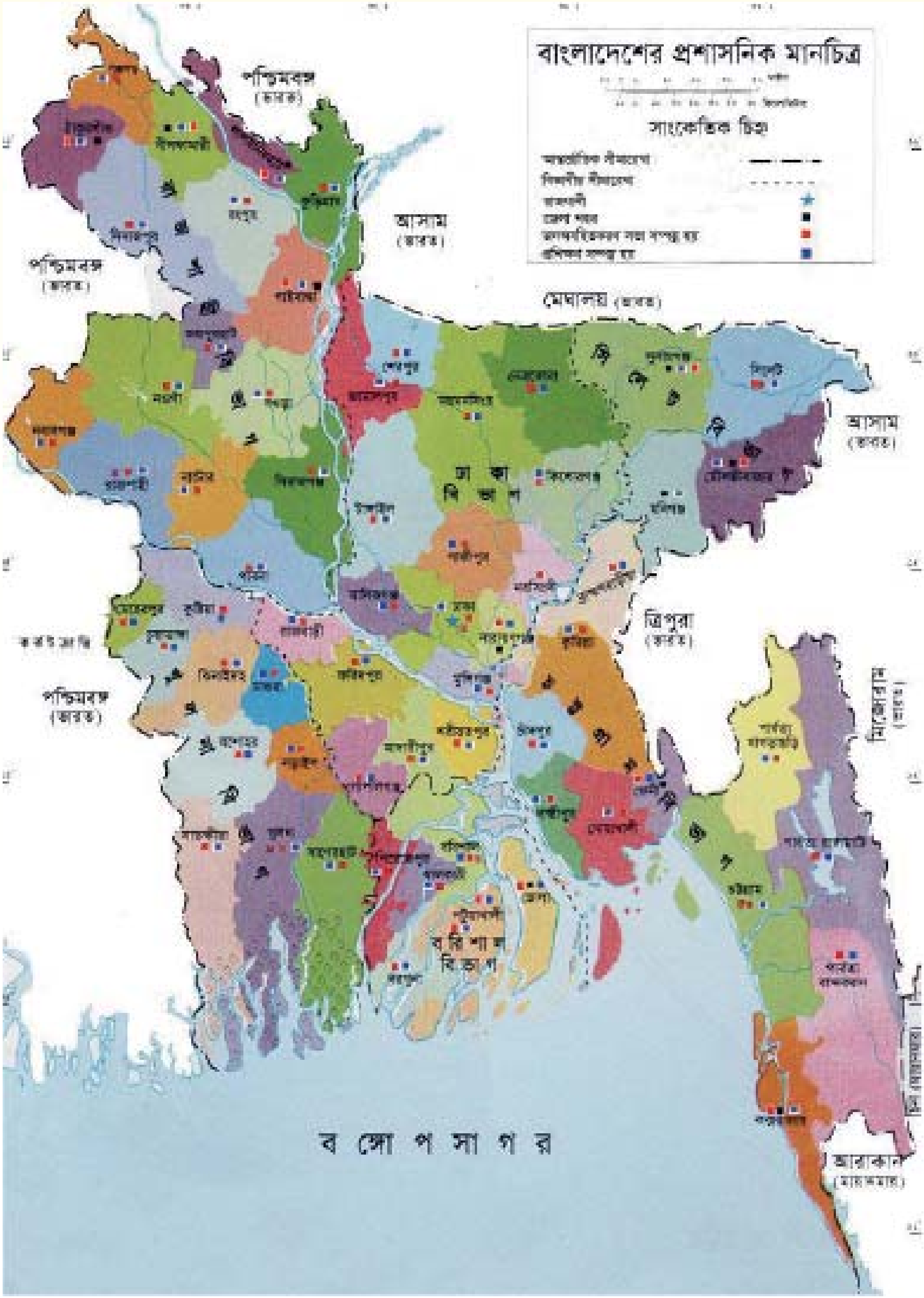

পরিশিষ্ট - ৬

তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তপত্রঃ

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৮৭/২০১৪

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম 'লিংকন'
পিতা-মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া
৬২/৩/বি, দক্ষিণ মুগদাপাড়া
ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নজরুল ইসলাম মিশা
জনসংযোগ কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
বি. আই. ডব্লিউ. টি. ডস
ঢাকা।

রায়

তারিখ ঃ ২৯-০৯-২০১৪ ইং

কমিশন সভার ১৫-০৯-২০১৪ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে ২৯-০৯-২০১৪ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করা হয়। নির্ধারিত তারিখে উভয় পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপন ও কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের জবাব প্রদান করেন।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম 'লিংকন' এর অভিযোগ বিবরণী ও বক্তব্য।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম 'লিংকন' পিতা-মোঃ আব্দুল মজিদ মিয়া, ৬২/৩/বি, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা বিগত ২৫-০৮-২০১৩ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা বরাবরে জি ই পি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-
চট্টগ্রাম ১ নং টার্মিনালের বেইস স্টোর মেরামত কাজের বিল প্রদানে দীর্ঘ ৪ বৎসর যাবৎ হয়রানী করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংস্থার অর্থ পরিচালক শাহিনুর ভূইয়াসহ কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ ও তদন্ত এবং বিলের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত তথ্যঃ

- তদারকী কমিটি কাজ শেষ করার পর প্রায় ১ বৎসর কোন প্রতিবেদন প্রদান করেননি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রদান করা হয় এবং সংস্থা কর্তৃক একাধিক তাগিদ পত্র প্রদানের পর বাধ্য হইয়া ১টি অযৌক্তিক অবাস্তব মিথ্যা প্রতিবেদন প্রেরণ করেন যাহা পরবর্তী একাধিক তদন্তে প্রায় ১০০% মিথ্যা প্রমাণিত হয়। পরবর্তীতে কর্মচারী শাখা কর্তৃক তাহার নিকট সঠিক প্রতিবেদন প্রদানের অনুরোধ করা হয়। সেক্ষেত্রেও তিনি কোন প্রতিবেদন প্রদান করেননি।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

কমিটির আহ্বায়কের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বা কোন জবাব আদায় করা হয়েছে কিনা?

- কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য প্রকৌশলী ভিন্ন রকম প্রতিবেদন প্রদান করায় সম্পাদিত কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান করা সম্ভব না হওয়ায় ১টি চলতি বিল প্রদান করা হয়। যাহা দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকের সুপারিশে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনসহ হিসাব বিভাগে পরিশোধের জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বিলটি চার মাস পর প্রায় ৪৫,০০০/- টাকা কর্তন করিয়া প্রদান করা হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

হিসাব শাখায় যাওয়ার পর ৪ মাসের সমস্ত কার্যক্রমের বিবরণ ও ৪৫,০০০/- টাকা কর্তনের কারণ।

- পরবর্তীতে দীর্ঘ দিন পর বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট আবেদন করার পর তাহার নির্দেশে জি.এম (হিসাব) সহ ৩ সদস্যের কমিটিকে ১০দিনের মধ্যে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ নিরুপণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

কত দিন পর কমিটি কি প্রতিবেদন প্রদান করেছেন? প্রতিবেদনের কপি তারিখসহ প্রদানের অনুরোধ করা হইল।

- অবশেষে দীর্ঘ দিন পর ৩,৩৯,০০০/- টাকার একটি বিল চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনসহ হিসাব বিভাগে পরিশোধের জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রেরণকৃত বিল পরিশোধ না করিয়া বিলটি নীরিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে প্রায় ২ মাসের অধিক আটক রাখিলে গত ১২-১০-২০১২ তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর অর্থ পরিচালক এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দাখিল করা হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

(ক) ২ মাসের হিসাব বিভাগে এবং নীরিক্ষা বিভাগের কার্যক্রমের বিবরণ।

(খ) অর্থ পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের আগে ও পরে নীরিক্ষা বিভাগের মতামতের বিবরণ বা কপি দাবী করা হইল।

(গ) অর্থ পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুসারে চেয়ারম্যান কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? বিবরণ দাবী করা হইল।

- নীরিক্ষা বিভাগের কিছু আপত্তির যৌক্তিকতা যাচাইয়ের জন্য সংস্থার জি.এম (মেরিন) সহ ৩ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়। জানা যায় কমিটিকে ১০ দিন সময় দেওয়া হইলেও প্রায় ৯ মাসে কোন প্রতিবেদন প্রদান করেননি।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

দীর্ঘ দিন প্রতিবেদন প্রদান না করায় কমিটির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা অথবা কোন জবাব আদায় করা হয়েছে কিনা?

- গত ২৪-০৭-২০১৩ ইং এবং ০৩-০৮-২০১৩ ইং তারিখে চেয়ারম্যান বরাবর আবেদনে জি. এম (মেরিন) সহ কমিটি দ্বারা তদন্তের যৌক্তিক প্রতিবেদন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই দাবী করিয়া বিকল্প ব্যবস্থায় বিলটি প্রদানের অনুরোধ করা হয়।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

(ক) সর্বশেষ ২টি আবেদন অনুযায়ী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ? উভয় আবেদনের সর্বশেষ কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরন দাবী করা হইল।

(খ) সর্বশেষ আবেদনের পর কমিটি কোন প্রতিবেদন প্রদান করিলে তাহার কপি দাবী করা হইল।

- আরো জানা যায় যে, এই কাজের বিষয়ে ইতিপূর্বে সংস্থার প্রধান নীরিক্ষা কর্মকর্তা ও উপমহাব্যবস্থাপক (হিসাব) এর মাধ্যমে ২টি আলাদা কমিটি দ্বারা তদন্ত করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ

ঐ তদন্ত ২টির প্রতিবেদনের কপি দাবী করা হইল।

অভিযোগকারী উল্লিখিত তথ্যাদি চেয়ে গত ২৫.০৮.২০১৩ তারিখে বিআইডব্লিউটিসি এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব নজরুল ইসলাম মিশা এর নিকট আবেদন করলে তিনি তথ্য না পাওয়ায় বিআইডব্লিউটিসি এর চেয়ারম্যান ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আপীল দায়ের করেও কোন তথ্য না পাওয়ায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন যার নং ০১/২০১৪ । উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭.০১.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত শুনানীতে অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব নজরুল ইসলাম মিশা, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিআইডব্লিউটিসি, মতিঝিল, ঢাকা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য গোপনীয় বিধায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি মর্মে জানান। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যাচিত তথ্য গোপনীয় নয় বলে তথ্য কমিশন অভিমত প্রকাশ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় পরবর্তী ০৪.০২.২০১৪ তারিখের মধ্যে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহের জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিক তথ্য সরবরাহ না করে মিথ্যা জবাব/মতামত প্রকাশের জন্য অভিযোগকারী পুনরায় ২২/২০১৪ নং অভিযোগ দায়ের করলে ২৯.০৪.২০১৪ তারিখে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে পুনরায় শুনানী হয়। শুনানীকালে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন যে, তিনি অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করেছেন, কিন্তু অভিযোগকারী সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করলে পরবর্তী ০৭.০৫.২০১৪ তারিখের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্দেশনা অনুযায়ী প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ না করে হয়রাণীমূলক ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করায় তার শাস্তি দাবী করে প্রার্থীত তথ্য আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অভিযোগকারী পুনরায় ৪৯/২০১৪ নং অভিযোগ দায়ের করেন। তৎপর ১৫.০৭.২০১৪ তারিখে শুনানীকালে অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন মর্মে জানান। অতপর তথ্য কমিশনের জিজ্ঞাসার জবাবে অভিযোগকারী সুনির্দিষ্টভাবে (১) বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন ৪ টির কপি, (২)নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন এবং (৩)বিল থেকে ৪৫,০০০/- টাকা কর্তনের কারণ এই তিনটি তথ্য প্রাপ্তির বিষয় উপস্থাপন করলে কমিশন পর্যালোচনান্তে উক্ত ৩ টি সুনির্দিষ্ট তথ্য তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রদানযোগ্য বিবেচনায় পরবর্তী ২৪.০৭.২০১৪ তারিখের মধ্যে সরবরাহের নির্দেশ দিলেও সরবরাহ না করে পুনরায় জবাব দেওয়ায় অত্র ৮৭/২০১৪ নং অভিযোগ দায়ের করা হয়।

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে অদ্য শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অভিযোগকারী উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক একই বক্তব্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন করেন। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ০১/২০১৪, ২২/২০১৪ ও ৪৯/২০১৪ নং অভিযোগের সিদ্ধান্তের পরও বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি, ঢাকা কার্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা যাচিত তথ্য সরবরাহ না করে বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করেন। তিনি নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেন যে, ৪৯/২০১৪ নং অভিযোগের শুনানীঅন্তে কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে ১) বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন ০৪ টির কপি, ২) নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদনের কপি এবং ৩) অভিযোগকারীর বিল থেকে ৪৫০০০/- টাকা কর্তনের কারণ এই তিনটি তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দেয়া হলেও

তিনি তথ্য সরবরাহ না করে পূর্বের ন্যায় জবাব পাঠিয়েছেন ও তথ্য অধিকার আইনের অবমাননা করছেন। একইসাথে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর সর্বোচ্চ শাস্তি দাবী করে তার প্রার্থীত তথ্য পেতে পুনরায় তথ্য কমিশনের নিকট আবেদন জানান।

বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি, ঢাকা কার্যালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা এর বক্তব্য

কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ০১/২০১৪ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য গোপনীয় বিধায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কোন গোপনীয় তথ্য নয় বলে কমিশন মত প্রকাশ করেন এবং তাকে তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি আংশিক তথ্য সরবরাহ করলেও অভিযোগকারী ২২/২০১৪ নং অভিযোগ দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগকারী সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগকারীকে সম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তাতে অভিযোগকারী সংক্ষুব্ধ হয়ে ৪৯/২০১৪ নং অভিযোগ দাখিল করেন। কমিশনের সমনের ভিত্তিতে শুনানীর তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে শপথ গ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। তবে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তাকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে কি তথ্য চাচ্ছেন কমিশন কর্তৃক এমন প্রশ্নের জবাবে অভিযোগকারী বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন ০৪ টির কপি, নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদনের কপি ও ৪৫০০০/- টাকা কর্তনের কারণ এই তিনটি তথ্য পাবার বিষয় কমিশনে উপস্থাপন করেন এবং তিনি তা সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

উক্ত ৪৯/২০১৪ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ না করায় অভিযোগকারীর দাখিলকৃত ৮৭/২০১৪ অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনের সমনের ভিত্তিতে অদ্য শুনানীর তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) উপস্থিত হয়ে শপথগ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৪৯/২০১৪ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী কর্তৃক যাচিত তথ্যগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট করে বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন ০৪ টির কপি, নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদনের কপি ও ৪৫০০০/- টাকা কর্তনের কারণ এই তিনটি তথ্য সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু উক্ত তথ্যগুলো গোপনীয় দাবী করে তিনি কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করেননি।

বিচার্য বিষয়সমূহ

১) আবেদনকারীর যাচিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল কি না বা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করা হয়েছিল কিনা ?

২) আবেদনকারীর যাচিত তথ্য 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে কিনা?

৩) বিল প্রদানের বিষয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত ৪ টি বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং ৪৫০০০/- টাকা কর্তনের কারণ না জানানোর বিষয়টি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী গোপনীয় কি না? এবং

৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অমান্য করে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন কিনা?

প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও রায়ের যৌক্তিকতা

১ নং বিচার্য বিষয়ে অভিযোগকারীর দাখিলকৃত অভিযোগ ও শুনানিকালে অভিযোগকারীর বক্তব্য এবং তথ্য কমিশনের স্মারক নং- তকক/প্রশা-২৩ (অংশ-২)/২০১৩-১০১৫ তারিখ ২২/০৫/২০১৪ এর পরিপ্রেক্ষিতে দাখিলকৃত জবাব (যা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ০৯/০৭/২০১৪ তারিখে স্বাক্ষর করে তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কৃর্তক ২২.০৭.২০১৪ তারিখে সরবরাহকৃত জবাব/তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চট্টগ্রামস্থ বেইজ স্টোর মেরামত কাজের সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজকে সংশ্লিষ্ট পূর্ত কাজ সম্পাদনের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিল থেকে অভিযোগকারীর দাবী অনুযায়ী ৪৫০০০/- টাকা কর্তন করায় এই বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে অভিযোগকারী বিভিন্ন তথ্য চেয়ে আবেদন করেন ।

দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বিভিন্ন তারিখে আংশিক তথ্যাদি সরবরাহ করা হলেও অভিযোগকারী তাকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার অভিযোগ করে পুনরায় অভিযোগ দাখিল করলে গত ১৫/০৭/২০১৪ইং তারিখে তথ্য কমিশনে শুনানীকালে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য সুস্পষ্ট নয় বা সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে জানান। এ অবস্থায় কমিশন অভিযোগকারীকে তার চাহিত তথ্যগুলো সুনির্দিষ্ট করতে বললে তিনি এ বিষয়ে (১) বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন চারটির কপি (২) নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন ও (৩) বিল থেকে ৪৫০০০/-টাকা কর্তন এর কারণ সম্পর্কে তথ্য চান মর্মে কমিশনের নিকট উপস্থাপন করলে কমিশন উক্ত তিনটি সুনির্দিষ্ট তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরবর্তী ২৪/০৭/২০১৪ইং তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনে বিভিন্ন তথ্য চাওয়া হলেও উক্ত ১৫/০৭/২০১৪ইং তারিখের শুনানীতে তিনটি তথ্য সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় ।

২নং বিচার্য বিষয়ে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মিশা সুনির্দিষ্টকৃত তথ্য সরবরাহ না করে গত ২২-০৭-২০১৪ তারিখে স্বাক্ষর করে আরেকটি জবাব প্রেরণ করেছেন। তাতে তিনি বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন গোপনীয় নথির অংশ হিসেবে দাবী করেন এবং এ সংক্রান্ত আরো তথ্য জানার থাকলে জবাব আকারে তা দেয়া যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করেন। ৪৫,০০০/- টাকা কর্তনের প্রেক্ষিতে তিনি কিছু উল্লেখ না করে জানান যে, ৩৫,০০০/- টাকা হিসাব বিভাগ কর্তৃক কর্তন করা হলেও দ্বিতীয় বিলের মধ্যে উক্ত ৩৫,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। শুনানিকালে তিনি বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা বিভাগের প্রতিবেদন গোপনীয় নথির অংশ হিসেবে দাবী করে তা সরবরাহ করা হয়নি মর্মে উল্লেখ করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তথ্য কমিশন কর্তৃক গত ১৫-০৭-২০১৪ তারিখে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী তিনি অভিযোগকারীকে উক্ত সুনির্দিষ্ট তিনটি তথ্য গোপনীয় দাবী করে সরবরাহ করেননি। উল্লেখ্য, অভিযোগকারীর প্রথম আবেদনের তারিখ ২৫.০৮.২০১৩ হওয়ায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুযায়ী যাচিত তথ্য পরবর্তী ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অর্থাৎ সর্বশেষ ২২.০৯.২০১৩ তারিখের মধ্যে প্রদানযোগ্য হলেও তা প্রদান করা হয়নি।

৩ নং বিচার্য বিষয় বিল প্রদানের বিষয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত ৪ টি বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং ৪৫০০০/- টাকা কর্তনের কারণ না জানানোর বিষয়টি তথ্য অধিকার

আইন, ২০০৯ অনুযায়ী গোপনীয় কি না? এই বিষয়ে তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় যে সকল তথ্য প্রদান করা কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক নয় তা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত সুনির্দিষ্ট তিনটি তথ্য উক্ত ধারায় উল্লিখিত ব্যতিক্রমগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। বরং তথ্য অধিকার আইনের ২ (চ) উপধারায় তথ্যের সংজ্ঞার মধ্যে 'প্রতিবেদন ও হিসাব বিবরনী' শব্দগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। বিরোধের মূল কারণ কর্তনকৃত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টি তথ্য কমিশনের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, কি কারণে বিল থেকে তা কর্তন করা হয়েছে সেইসব তথ্য অভিযোগকারীর জানার অধিকার রয়েছে। কারণ অভিযোগকারীকে তার আর্থিক দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত আদালতে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হলে এসব তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে।

শুনানীকালে কোন আইন বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত উক্ত তিনটি তথ্যকে গোপনীয় তথ্য বলে উল্লেখ করেন তা কমিশন কর্তৃক জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, সরকারী গোপন আইন, ১৯২৩ (The Official Secrets Act, 1923) এর বিধান অনুযায়ী তিনি উক্ত তিনটি তথ্যকে গোপনীয় তথ্য বলে উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে তথ্য অধিকার আইন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৩ ধারায় এই আইনের প্রাধান্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'প্রচলিত অন্য কোন আইনের তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে'। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, এক্ষেত্রে সরকারী গোপন আইন, ১৯২৩ এর উর্ধ্বে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ প্রাধান্য পাবে এবং তথ্য অধিকার আইনের ২ (চ) ধারায় তথ্যের সংজ্ঞা ও তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৭ ধারা অনুযায়ী উক্ত তিনটি তথ্য কোন গোপনীয় তথ্য নয়।

উপর্যুক্ত অবস্থায় ৪ নং বিচার্য বিষয়ে প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য কমিশনের সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মিশা বিভিন্ন অজুহাতে অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করা থেকে বারবার বিরত থেকেছেন এবং অভিযোগকারীকে তার তথ্য প্রাপ্তির আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচিত তথ্য সরবরাহ না করে লিখিত জবাব অভিযোগকারী বরাবর প্রেরণ করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন এবং তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন যা তথ্য অধিকার আইনের ২৭ ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য।

আদেশ

যেহেতু, অভিযোগে উল্লেখিত আবেদনকারীর যাচিত তথ্য সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল এবং শুনানীর মাধ্যমে আরো সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয় ;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৯(১) ধারা অনুসারে ২০(বিশ) কার্য দিবসের মাঝে আবেদনকারীকে আবেদিত তথ্য সরবরাহ করা হয়নি;

যেহেতু, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ ধারায় বর্ণিত তথ্য সরবরাহে বাধা নিষেধ যাচিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট এ তথ্যগুলো কোন গোপনীয় তথ্য নয়; এবং

যেহেতু, বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে তথ্য অধিকার আইন অমান্য করে অভিযোগকারীর যাচিত ও তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত তথ্য প্রদান করেননি এবং অভিযোগকারীকে তার তথ্য প্রাপ্তির আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন;

সেহেতু,

(ক) তথ্য কমিশন কর্তৃক রায় ঘোষণার পর যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে অনধিক ২০(বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে নির্দেশিত তথ্য অভিযোগকারীকে সরবরাহপূর্বক কমিশনকে অবহিত করার জন্য বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা কে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(খ) কমিশনের সার্বিক বিবেচনায় যদিও বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশা এর অপরাধ গুরুতর, তথাপি কমিশন নমনীয় হয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১)(খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের ২৭(১)(খ) এবং (ঙ) ধারা অনুসারে বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব নজরুল ইসলাম মিশাকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো। অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৪) ধারা অনুসারে জরিমানার টাকা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

(গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮(৪) এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে সরবরাহকৃত তথ্যের অনুলিপি ও আদায়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দানের প্রমাণাদি তথ্য কমিশনে প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হলো।

(ঘ) কমিশনের প্রদত্ত রায় যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত বি. আই. ডব্লিউ. টি. সি এর চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রদানের জন্য কমিশনের বিচারিক কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বলা হলো।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	(নেপাল চন্দ্র সরকার)	(মোহাম্মদ ফারুক)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

পরিশিষ্ট চ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি:

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাস্তবায়িত কার্যক্রম
শিল্প মন্ত্রণালয়	১। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর অধীনে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। ২। শিল্প মন্ত্রণালয়ের জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট তথ্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এ আপলোড করা হয়েছে ।
বাংলাদেশ বেতার রংপুর	১। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার জন্য আলোচনা, কথিকা, গান, জারী গান আকারে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছে। ২। সিটিজেন চার্টার ডিজিটাল ব্যানারে অফিস গেটে স্থাপন করা হয়েছে।
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চাহিত তথ্য প্রদানের উদ্যোগ অব্যাহত আছে।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)	১) তথ্য সরবরাহ সহজলভ্য করার জন্য এ বিভাগের ওয়েবসাইট (www.erd.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে। ২) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ৩) তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র ফরম ও আপীল আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে।
বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূরঅনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)	স্পারসো কর্তৃক আধুনিক প্রযুক্তি নিয়মিত প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণা /মাঠজরীপ সম্পন্ন করে জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং দেশের ভূ-সম্পদের উপর হালনাগাদ প্রকৃত-সময় ভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার প্রস্তুত, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং তা জনকল্যাণে, গবেষণার স্বার্থে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিতরণ ও বিস্তার ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রাপ্তির লক্ষ্যে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চেয়ারম্যান, স্পারসো বরাবরে লিখিত আবেদন করতে পারেন। ১. আবেদন প্রাপ্তির ৭ কর্মদিবসের মধ্যে চাহিত তথ্য/উপাত্ত সরবরাহযোগ্য কিনা, সরবরাহযোগ্য হলে তার মূল্য সহ সরবরাহ দেয়ার সময় পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আবেদনকারীকে জানানো হয়। ২.নির্ধারিত সময়ে স্পারসোর নিকট হতে কোন জবাব না পাওয়া গেলে আবেদনকারী সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে অভিযোগ করতে পারেন। ৩.আবেদনকারী সেবা গ্রহনে ইচ্ছুক হয়ে স্পারসোকে লিখিতভাবে অবহিত করলে এবং প্রাক্কলিত অর্থ স্পারসোর অনুকুলে জমা প্রদান করলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাহিত তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ করা হয়। ৪.কোন তথ্য/উপাত্ত সরবরাহে বিলম্ব হলে আবেদনকারী বিষয়টি চেয়ারম্যান, স্পারসো- এর তাৎক্ষণিক নজরে আনতে পারেন বা প্রয়োজনে অভিযোগ করতে পারেন। ৫. জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য জনগণকে অবহিতকরনের জন্য ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে এবং প্রতিদিন তাতে Weather Forecasting Report দেয়া হয়। Website: www.sparrso.gov.bd এসব নাগরিক সুবিধাদি উত্তরোত্তর সহজীকরণ ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে স্পারসো নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। স্পারসো তার কাজের জন্য রাষ্ট্র/সরকার, দেশ, জাতি ও জনগণের নিকট প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি অংগীকার নিয়ে কাজ করে থাকে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা	অত্র কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রমের উপর মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।
বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড	১. বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ২. অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োজিত করা হয়েছে। ৩. অভিযোগ গ্রহণের জন্য প্রধান কার্যালয়ের সামনে অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	অত্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত তথ্যাদি জনগণের সহজলভ্য করার জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড ও আপডেট করা হচ্ছে।
বোয়েসেল	অত্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত তথ্যাদি জনগণের সহজলভ্য করার জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড ও আপডেট করা হচ্ছে।
মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	অত্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত তথ্যাদি জনগণের সহজলভ্য করার জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড ও আপডেট করা হচ্ছে।
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	অত্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত তথ্যাদি জনগণের সহজলভ্য করার জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড ও আপডেট করা হচ্ছে।
ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	অত্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত তথ্যাদি জনগণের সহজলভ্য করার জন্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড ও আপডেট করা হচ্ছে।
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
পলী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	পিডিবিএফ-এর বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত এবং নতুন নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদেরকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বিষয়টি সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর ওয়েব সাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী	সচেতন নাগরিক কমিটি কর্তৃক আয়োজিত তথ্য মেলায় অংশ গ্রহণ এবং বিভিন্ন তথ্য প্রচার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	তথ্য অধিকার বিষয়ে এ বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)	কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
ভূমি মন্ত্রণালয়	তথ্য প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হয়েছে।
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, নারায়ণগঞ্জ	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সিটিজেন চার্টার অফিস আঙ্গিনায় টাঙ্গানো হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোনা	প্রতি মাসের ২য় ও ৪র্থ বুধবার গণশুনানি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয় জেনারেল হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ।	চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্য। চিকিৎসা সনদ প্রদান।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর।	১। জেলা সমন্বয় সভায়, আইন শৃংখলা সভায় এবং এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভাসহ অন্যান্য সভায় বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। ২। ইতিমধ্যে সকল দপ্তরে নির্ধারিত ফরম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়েছে।
জেলা সঞ্চয় অফিস/ বুরো, জামালপুর।	জনগণকে বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিষয়ে সভা ও সেমিনার আয়োজন করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চলমান আছে। এ ছাড়াও জনগণের তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের সকল বিভাগীয় প্রধানসহ সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ।	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উপদেষ্টা কমিটি গঠন ও মতবিনিময় সভা এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২(বার) টি সভা। মাসিক সমন্বয় সভায় জেলার সকল কর্মকর্তাগণের সাথে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া তথ্য মেলা আয়োজন এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য সেবা প্রদর্শন।
উপ-কীপার (সম) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ।	শিল্পাচার্য, তাঁর চিত্রকর্ম ও নিদর্শন এবং সংগ্রহশালা সম্পর্কে তথ্য প্রদান।
বিআরটিএ, ময়মনসিংহ সার্কেল, ময়মনসিংহ।	দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন। প্রতিটি কার্যক্রমের নিয়মাবলী সম্বলিত লিফলেট বিতরণ।
টেলিকম জেল রোড, ময়মনসিংহ।	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস মাসকান্দা, ময়মনসিংহ।	জনগণের তথ্য জানার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে সনাক এর উদ্যোগে আয়োজিত 'তথ্য মেলায়' স্টল বরাদ্দ নিয়ে অংশ গ্রহণ ও চাহিত তথ্যাদি প্রদান এবং তথ্য সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।
পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ।	ছাড়পত্র ও নবায়ন প্রদান, অভিযোগ তদন্ত, মোবাইল কোর্ট, মামলা দায়ের, এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ইত্যাদি।
কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক অফিস, ময়মনসিংহ।	জন অবহিতকরণ সভা করা হয়।
জেলা তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ।	তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিষয়ে ময়মনসিংহ জেলার সদর ও মুক্তাগাছা উপজেলায় ৬ (ছয়) দিনব্যাপী চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। তথ্য মেলার প্রচারণায় সহযোগিতা, স্টল বরাদ্দ, বেসরকারি কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণের সাথে এ বিষয়ে মত বিনিময়, পোস্টার বিতরণ ও স্থাপন করা হয়েছে।
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ময়মনসিংহ।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০ ধারা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাগণকে অবহিতকরণ অব্যাহত আছে।
পাট অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।	'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩ কার্যকর এবং উহা বাস্তবায়নে নানামুখী প্রচারণা কার্য সম্পাদন করা হয়।
জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, ময়মনসিংহ।	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করার জন্য উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের সাথে প্রণোদনা সভা করা।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	প্রাপ্ত আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আবেদন পাওয়ার সাথে সাথে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম, পদবি, কর্মস্থল অনলাইনে ও নোটিশ/বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ। ২। দপ্তর কর্তৃক সময়ে সময়ে তথ্য প্রকাশ/হালনাগাদকরণ/প্রচার অব্যাহত আছে।
জেলা সরকারী গণগ্রন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ	আরো দ্রুত তথ্য সরবরাহের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

জেলা তথ্য অফিসারের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	এই কার্যালয় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এছাড়া অনেক আবেদনকারীকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম সরবরাহ করা হয়।
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী আবেদনকারীকে তথ্যের মূল্য জমা প্রদানপূর্বক তথ্য গ্রহণের জন্য পত্র দেয়া হলে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজবাড়ী।	প্রতিমাসে জেলা পর্যায়ে ***'তথ্য অধিকার আইন,*** বাস্তবায়ন উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর	১) তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে 'তথ্য প্রদান ইউনিট' নামে আলাদা ইউনিট এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২) এ কার্যালয়ের নাগরিক সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদেরকে তথ্য প্রদানের সময় তথ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ৩) তথ্য অধিকার সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ৪) তথ্য অধিকার মেলা ২০১৪ এ অংশ গ্রহণ। ৫) ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও কম্পিউটার মেলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ৬) জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ৭) স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি বর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, চাঁদপুর সদর	১) তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২) স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি বর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ৩) তথ্য অধিকার সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ৪) তথ্য অধিকার মেলা ২০১৪ এ অংশ গ্রহণ। ৫) ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও কম্পিউটার মেলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, হাইমচর	১) তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২) স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি বর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ৩) তথ্য অধিকার সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ৪) ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও কম্পিউটার মেলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয় ৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
ভোলা পৌরসভা	ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ করা ও উন্মুক্ত স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন এবং তথ্য সেবা চালু করা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ফরিদগঞ্জ	১) তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২) স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি বর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ৩) তথ্য অধিকার সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ৪) ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও কম্পিউটার মেলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, হাজীগঞ্জ	১) তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২) স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি বর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ৩) তথ্য অধিকার সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ৪) ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও কম্পিউটার মেলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শাহরাস্তি	১) তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২) স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি বর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ৩) তথ্য অধিকার সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ৪) ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও কম্পিউটার মেলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কচুয়া	১) তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২) স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি বর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ৩) তথ্য অধিকার সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ৪) ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও কম্পিউটার মেলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মতলব উত্তর	১) তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২) স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি বর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ৩) তথ্য অধিকার সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ৪) ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও কম্পিউটার মেলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মতলব দক্ষিণ	১) তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২) স্থানীয় বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি বর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ৩) তথ্য অধিকার সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ৪) ডিজিটাল উদ্ভাবনী ও কম্পিউটার মেলায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা	ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি তথ্য কলেজের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করার ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে।

তথ্য অফিস, কুমিল্লা	এইচটিটিআই, কোট বাড়ী কুমিল্লায় কলেজ শিক্ষকদের এবং সমবায় একাডেমীতে সমবায় অফিসারদের ও এফ ডাব্লিউ ভিটিআইতে পরিবার পরিকল্পনা কর্মচারীদের প্রশিক্ষনে সিনিয়র তথ্য অফিসার, কুমিল্লা কর্তৃক এ সংক্রান্ত ১১টি সেশন পরিচালনা করা হয় এছাড়া ১৯৫টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে এ সংক্রান্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও বক্তব্য প্রদান করা হয়। মোট-২০৬টি।
জেল সুপারের কার্যালয়	আবেদনের জবাব প্রদান করা হয়েছে।
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	অত্র অফিসের তথ্য ইউনিট এর মাধ্যমে জেলার পরিসংখ্যান তথ্য চাহিবা মাত্র সরবারাহ করা হয়।
উপ-পরিচালক, কৃষি অধিদপ্তর	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ডি ডি, ডি এই, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও, চান্দিনা, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও, মুরাদনগর, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও, হোমনা, কুমিল্লা	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও, আর্দশ সদর, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও, বুড়িচং, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও,ব্রাহ্মনপাড়া, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও, লাকসাম, কুমিল্লা	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও, বরুড়া, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও, মেঘনা, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
ইউএও, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা/সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা।	জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হয়।

উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা ।	০১ । সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন । ০২ । পণ্য ও সেবার মূল্য তালিকা প্রদর্শন ।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, তিতাস, কুমিল্লা ।	তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় উপজেলা পর্যায়ের সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা ও জন প্রতিনিধিগণকে “তথ্য অধিকার “আইন-২০০৯” সম্পর্কে অবহিতকরণ করা হয় এবং এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে ।
উপজেলা কৃষি অফিস, তিতাস, কুমিল্লা ।	কৃষি বিষয়ক তথ্য প্রদান করা হয় ।
উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, তিতাস, কুমিল্লা ।	৮টি সভার মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে ।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, চান্দিনা, কুমিল্লা ।	উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন মিটিং এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয় ।
উপজেলা কৃষি অফিস, আদর্শ সদর, কুমিল্লা ।	কৃষি বিষয়ক সমস্যার সমাধান, উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় ও কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য প্রদান কর হয়
উপজেলা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ অফিস, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা ।	জলাতংক, ইপিআই, সিসি, পুষ্টি,স্যানিটেশন, আর্সেনিক,যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কোর্ট বাড়ী, কুমিল্লা	বিবেচ্য সময়ের সংগঠিত জনঅবহিতকরণ সভার সংখ্যা -৪টি
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস, বিআরডিবি, তিতাস, কুমিল্লা ।	ইউসিসিএম এবং ইউডিসিসিএম এর মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ।
নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার ।	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় চাহিত তথ্যাদি দ্রুত সরবরাহের লক্ষ্যে অত্র বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী জনাব খালেদ সাইফুল্লাহকে Focal Point তথ্য সরবরাহকারী হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, রামু ।	বিভিন্ন সভা সমাবেশে তথ্য অধিকার আইন সর্ম্পকে আলোচনা করা হয় ।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পিরোজপুর	১ । জেলা পর্যায়ে তথ্য মেলা ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রচারণা চালানো হয়েছে । ২ । জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । ৩ । জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন সভা, সেমিনারে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রচারণা চালানো হয়েছে ।
জেলা প্রশাসক, ভোলা ।	তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে র‌্যালি, আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে এছাড়াও মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে ।
জেলা প্রাণীসম্পদ অফিস, ভোলা ।	দৃষ্টি গোচরিত স্থানে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন ।
ভোলা পৌরসভা	ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ করা ও উন্মুক্ত স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন ও তথ্যসেবা চালু করা হয়েছে ।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১। সর্বসাধারণের তথ্য সম্পর্ক অবহিত হওয়ার জন্য সিটিজেন চার্টার প্রদান করা হয়েছে। ২। ইমামদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। ৩। মউশিকের শিক্ষক বাছাইয়ের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। ৪। ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় ইমামদের এককালীন সাহায্য ও ঋণ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। ৫। যাকাতের অর্থ দু:স্থ মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণের জন্য অফিসের নোটিশ বোর্ডসহ বিভিন্ন অফিসে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। ৬। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রচারের জন্য জেলার সকল জুম্মা মসজিদে খুৎবার পূর্বে ও পরে ঘোষণা করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,জয়পুরহাট	মাসিক উন্নয়ন ও সমন্বয় সভাসহ সকল সভায় এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এবং বাইরের সভা, সেমিনারে এ বিষয়ে আলোকপাতের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করা হয়।
জেলা কারাগার, জয়পুরহাট	তথ্য কমিশন কর্তৃক যে সকল নির্দেশনা পাওয়া গেছে তা যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ	২৮ শে সেপ্টেম্বর /১৪ খ্রি: তারিখে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস যথাযথ ভাবে পালন করা হয়েছে । এ উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক প্রস্তুতিমূলক সভা করে পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ,অলোচনা সভা এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হয়েছে । জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক জেলা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিমাসে জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভা ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিস,বদলগাছীসহ উপজেলার সকল অফিস	তথ্য অধিকার আইনটি জনগণের নিকট বহুল প্রচারের লক্ষ্যে উপজেলা এনজিও কমিটির সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিস,সাপাহারসহ উপজেলার সকল অফিস	উপজেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভায় ও উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা	০১। গত ২৮ সেপ্টেম্বর/২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপনে র‌্যালি,আলোচনা সভা ও এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকরী ভূমিকা পালনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এন.জি.ও প্রতিনিধিগণকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ০২। তথ্য অধিকার আইন/২০০৯ মোতাবেক তথ্য প্রাপ্তিতে জনসাধারণকে সহায়তা প্রদান ও এ বিষয়ে জেলা/উপজেলাসমূহে জনউদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
জেলা তথ্য অফিস, পাবনা।	প্রচার অভিযান বাস্তবায়ন করা হয়।
ইউ.এন.ও অফিস সুজানগর	আবেদনকারীদের চাহিত তথ্যের প্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ, যেমন ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন কাজের তথ্য, জমির মৌজা,খাস জমির তথ্য বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রমের উপর তথ্য সরবরাহ করা হয়
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর	বিধি মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

সিভিল সার্জন অফিস, নাটোর	১। জনাব মো: আরিফুল (তপু) পিতা মৃত খলিলুর রহমান মোল্লা: সোনাপাতিল পোষ্ট: লক্ষণ হাটি উপজেলা : বাগাতিপাড়া জেলা: নাটোর কর্তৃক উপজেলা স্বাস্থ্য প: প: কর্মকর্তা বাগাতিপাড়া নাটোর বরাবরে এম্বুলেন্স ব্যবহারের নিয়মাবলী/নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি আবেদন পরবর্তী সিভিল সার্জন নাটোর বরাবরে আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র অফিসের স্বারক নং- সিএস/নাট/১৪/৭৩৭ তারিখ: ০৮-০৪-১৪ খ্রি: মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়। ২। মো: আব্দুল জলিল পিতা মো: মোসলেম উদ্দিন গ্রাম: খন্দকার মালঞ্চি পোষ্ট: তমালতলা উপজেলা: বাগাতিপাড়া জেলা: নাটোর কর্তৃক সিভল সার্জন বরাবরে প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক পরিচালনার জন্য সরকারী নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র অফিসের স্বারক নং সিএস/নাট/১৪/২৩৮০ তারিখ: ০২-১১-১৪ খ্রি: মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়। ৩। ১. জনাব মো: আরিফুল (তপু) পিতা মৃত খলিলুর রহমান মোল্লা: সোনাপাতিল পোষ্ট: লক্ষন হাটি উপজেলা : বাগাতিপাড়া জেলা: নাটোর কর্তৃক সিভিল সার্জন, নাটোর বরাবরে ডায়াগনিষ্টিক সেন্টার পরিচালনার জন্য সরকারী নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র অফিসের স্বারক নং সিএস/নাট/১৪/২৩৮১ তারিখ: ০২-১১-১৪ খ্রি: মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়।
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, নাটোর।	জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার নাটোর, এবং জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরাধীন ৬টি উপজেলায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার, তথ্য কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন।প্রতি মঙ্গলবারে অত্র দপ্তরে এবং অত্র দপ্তারাধীন ৬ টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে গণশুনানী গ্রহণ করা হয়।
জেলা শিক্ষা অফিসার, নাটোর।	তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে তথ্য সরবরাহ করা হয় মর্মে বিজ্ঞপ্তি নোটিশ বোর্ড প্রদর্শন করা হচ্ছে।
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নাটোর।	উঠান বৈঠক, বিভিন্ন আলোচনা সভা এবং প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী	জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় সভা এবং অন্যান্য সভায় তথ্য প্রদানের বিষয়টি অবহিত করা হয়ে থাকে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী	জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভা ও অন্যান্য সভায় তথ্য প্রদানের বিষয়টি অবহিত করা হয়ে থাকে।
জেলা কর্মসংস্থান ও জন শক্তি অফিস, রংপুর	অত্র দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে সকল তথ্য এবং অত্র দপ্তরের কার্যক্রম সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্তসমূহ জনগণকে অবহিত করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত তথ্য প্রদানে বা তথ্য গ্রহীতার বিষয়ে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট	১। আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে র‌্যালি ও আলোচনা সভা । ২। জেলা তথ্য উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলার সকল
আরশী নগর সেবামূলক উন্নয়ন সংস্থা	আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন . তথ্যগত শিক্ষা , সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে
এরিয়া ম্যানেজার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনার (টিআইবি), লালমনিরটাট	১। আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে র‌্যালী ও আলোচনা সভা । ২ ।তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ : প্রেক্ষিত , গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক দিক শীর্ষক প্রজেকশন উপস্থাপন; ৩। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ওপর ব্রুশিয়ার (FAQ ও লিফলেট বিতরণ ; ৪। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর স্টিকার।
নতুন জীবন রচি (নজীর), লালমনিরহাট	০১। গ্রুপ মেম্বারদেরকে তথ্য অধিকার আইনের সুবিধা বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে এবং উক্ত বিষয় চলমান রয়েছে । ০২। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপনে র‌্যালি ও আলোচনা করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পঞ্চগড়	সভা/সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
পঞ্চগড় পৌরসভা	সভা/সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিস, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা/ সেমিনারে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর কার্যালয়, পঞ্চগড় সদর	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা/ সেমিনারে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
উপজেলা সমাজসেবা অফিস, পঞ্চগড় সদর	০৪ জন আবেদনকারীকে অত্রাফিস হতে ফটোকপি করে তথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ	জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার	জেলা/উপজেলা পর্যায়ের সকল মাসিক সভার এজেন্ডাভূক্ত করে আলোচনা করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরা	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে ১০.০৯.২০১৪ খ্রি. তারিখ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও মাগুরা জেলায় তথ্য অধিকার জোরদারকরণের লক্ষ্যে জেলা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন সভায় সংশ্লিষ্টগণকে অবহিতকরণ এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধারণা প্রদান করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, শালিখা, মাগুরা	১) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। ২) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন সভায় অবহিতকরণ এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধারণা প্রদান করা হয়। ৩) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতনা করার জন্য প্রচারনা করা হচ্ছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, মহম্মদপুর, মাগুরা	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা এবং অবহিতকরণ সভা করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা এবং অবহিতকরণ সভা করা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, শ্রীপুর, মাগুরা	তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ মোতাবেক ইতোপূর্বেই প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিষয়টির উপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সভায় আলোচনা করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। তথ্য অধিকার অইন, ২০০৯ অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানে যে সব তথ্য সরবরাহযোগ্য তা একটি ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, মাগুরা	বিভিন্ন অনুষ্ঠানে/সভায়/সেমিনারে মৎস্য চাষী/মৎস্য জীবিদের প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হয়ে থাকে।
জেলা সরকারী গণগ্রন্থাগার, মাগুরা।	ব্যক্তিগত পর্যায়ে পাঠকদের সাথে মত বিনিময় করা হয়।
বাস্কো ফাউন্ডেশন, মাগুরা	তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রচারনা করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, মাগুরা	তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন সময়ে মৌখিকভাবে চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যাদি সরবাহ করা হয়েছে।
রোভা ফাউন্ডেশন, মাগুরা	তথ্য অধিকার সম্পর্কে ৪৮০টি দলীয় সভায় আলোচনা করা হয়েছে।
এএসডি-বাংলাদেশ,	ইট ভাটার তালিকা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান ও হরিজন কোঠায় ভর্তির তথ্য প্রদানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীলের জন্য পরামর্শ প্রদান।
উপজেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা প্রাপ্তির তালিকা সরবরাহ করা হয়।

সিভিল সার্জন, কুষ্টিয়া	অফিসের সময়সূচি,স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও অর্গানোগ্রাম, লাইসেন্স কৃত ক্লিনিকের তালিকা প্রদান
সমাজসেবা অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া	বিধবা,স্বামী পরিত্যাক্তা উপজাতি কোটা, দলিত হরিজন সম্পর্কিত তথ্য প্রদান
জেলা তথ্য অফিসার, কুষ্টিয়া	সরকারের নীতিমালা ও কর্মসূচি সম্পর্কে দেশের শহর ও পল্লী এলাকায় প্রচার কার্যক্রম
জেলা সমবায় কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া	বিধিমালা অনুযায়ী তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা	১। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জেলা ও উপজেলার সকল সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২। সেবা জনগণের কাছে আরো সহজলভ্য উন্নততর করার লক্ষ্যে " ONE STOP SERVICE " চালু করা হয়েছে। ৩। তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদকরণের মাধ্যমে জনগণকে আপডেট তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। ৪। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল সভায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। ৫। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে এনজিও সমন্বয় সভায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যার ফলে সাধারণ জনগণ সহজেই এ সম্পর্কে অবহিত হতে পারছে।
জনতা ব্যাংক লিমিটেড	সমস্ত বিভাগীয় কার্যালয়, এরিয়া অফিস ও অন্যান্য তথ্য প্রদান ইউনিটসমূহকে মাসিক ভিত্তিতে রিপোর্ট করার জন্য ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রধান কার্যালয়ের এমআইএস ডিপার্টমেন্টে পাঠানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
বেসিক ব্যাংক লিঃ	জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ, ২/২ আর কে মিশন রোড, ৩য় তলা, ঢাকা -এর ০২/০৩/২০১৪ ইং তারিখের আবেদন এবং পরবর্তীতে ১৫/০৭/২০১৪ ইং তারিখে তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানির প্রেক্ষিতে ০৭/০৮/২০১৪ ইং তারিখে তথ্য সরবরাহ করা হয়।
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	তথ্য প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন না করলেও প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে টেলিফোনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন অনুরাধের প্রেক্ষিতে চাহিত তথ্য তাৎক্ষণিক ভাবে সরবরাহ করা হয়েছে। তথ্য না দেয়ার কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
অগ্রণী ব্যাংক	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাও তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। কতিপয় বেসরকারী সংস্থা তাদের নিজস্ব তথ্য প্রকাশ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। অনেক সংস্থা জনসাধারণকে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার মেলা আয়োজন, তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্য অধিকার বিষয়ক গান নাটিকা প্রদর্শন প্রভৃতি কর্মকান্ডের মাধ্যমে বেসরকারী সংস্থাসমূহ দেশের তথ্য অধিকার কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

প্রতিষ্ঠানের নাম	বাস্তবায়িত কার্যক্রম
আরশী নগর সেবামূলক উন্নয়ন সংস্থা,লালমনিরহাট	আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন, তথ্যগত শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন তার সহযোগী সংস্থাসমূহকে নিয়ে তথ্য অধিকার বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করছেন। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সরকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই আইন বাস্তবায়নে কাজ করছে। এছাড়াও দেশ এবং আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলোর সাথে মানুষের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।
নাগরিক উদ্যোগ	২০১৪ সালে 'ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মানবাধিকার শিক্ষা ও আইন সহায়তা কর্মসূচি' নাগরিক উদ্যোগ-এর প্রশিক্ষণ ইউনিটের মাধ্যমে কর্মএলাকায় পরিচালিত ১৫৯টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
Development Initiative for Social Advancement (DISA)	• 2 Regional level Training Worskops on RTI in Faridpur & Mymensing • Divisional level Training Workhop in Dhaka on RTI
নিজেরা করি ৭/৮ ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭	***বাস্তবায়িত কর্মসূচী*** কর্মবছরে নিজেরা করি মাঠপর্যায়ে সংগঠিত সদস্যদের নিয়ে "তথ্য অধিকার আইন" ১টি কর্মশালা ও ২টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২৫ জন (নারী- ১৩ ও পুরুষ- ১২)। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৪৪ জন (নারী- ২০ ও পুরুষ- ২৪) । নিজেরা করি ২০১৪ সালে কর্মীপর্যায়ে ১৪টি মাসিক কর্মীসভায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান করে। অংশগ্রহণকারী ছিল ১৭৬ জন (নারী ৭৪ ও পুরুষ ১০২)। আলোচনার ফলে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করার প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হয়েছে।
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)	শোভাযাত্রা ও মানব বন্ধন: আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তথ্য কমিশনের আয়োজনে আয়োজনে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ ও সনাক অঞ্চলে জেলা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে শোভাযাত্রা ও মানব বন্ধনের আয়োজন করা হয়। ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ বিতরণ কার্যক্রম: টিআইবি'র ঢাকা ইয়েস সদস্যবৃন্দ ও ৪৫ টি সনাক অঞ্চলে ইয়েস সদস্যদের সহযোগিতায় তথ্য অধিকার আইন, আইনের প্রায়োগিক দিক এবং বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা করা হয়। আরটিআই ফেসবুকপেজ এর ধারাবাহিক প্রচারণা: বৃহত্তর ঢাকার তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে নির্মিত ওয়েবপেজ- 'তথ্য অধিকার আইন (বাংলাদেশ)' এর ধারাবাহিক প্রচারণা সম্পন্ন করেছে টিআইবি'র ইয়েস-১ এর সদস্যবৃন্দ। এ পেজটিতে (https://www.facebook.com/rtibd) ৩১ মার্চ ও ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু তরুণ শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অন-লাইনে মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ***অন্যান্য:*** তথ্য মেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সনাক এলাকায় তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কিত টিভিসি এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" নিয়ে রচিত কবিগান, বাউলগান, পটগান ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়।

ডেমোক্রেসিওয়াচ	০. নীলফামারী ও টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নে সিটিজেন গ্রুপ তৈরী ১. নীলফামারী ও টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নে কমিউনিটি গ্রুপ তৈরী ২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রকল্প পরিচিতি ৩. ইউনিয়ন পরিষদের সিটিজেন গ্রুপকে তথ্য অধিকার আইনের উপর ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান ৪. ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তথ্য অধিকার আইনের উপর ২ দিনের প্রশিক্ষণ ৫."তথ্যই শক্তি" ডকু-ড্রমা ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রর্দশন ৬. আর্ন্তজাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস পালন ৭. তথ্য অবমুক্ত করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করা ৮. ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবপোর্টালে সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের তথ্য প্রকাশ করা ৯. তথ্যের জন্য আবেদন করা, ইত্যাদি ।

পরিশিষ্ট ছ

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ:

চাহিত তথ্যের বিষয় (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগ)	*সংখ্যা*
তথ্যের মূল্য বাবদ অতিরিক্ত অর্থ আদায় সংক্রান্ত	০১
মেরামত কাজের বিল পরিশোধ না করা সংক্রান্ত	০৫
ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত	০২
পত্রিকায় দেওয়া বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত	০১
ব্যাংক ঋণ প্রদান সংক্রান্ত	০২
জমি ইজারা সংক্রান্ত	০৩
জমির খাজনা সংক্রান্ত	০২
চাকুরী সংক্রান্ত	১৩
দুর্নীতি সংক্রান্ত	০২
প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত	১৪
তদন্ত প্রতিবেদনের কপি সংক্রান্ত	০৩
ব্যাংক হিসাব থেকে লেনদেন বন্ধ সংক্রান্ত	০১
গুম ও বিচার বহির্ভূত হত্যা সংক্রান্ত	০১
নিবন্ধিত পত্রিকার সংখ্যা সংক্রান্ত	০১
প্রতিবেদনের কপি সংক্রান্ত	০৪
খেলাধূলার সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত	০২
সমিতির নিবন্ধন বাতিল সংক্রান্ত	০১
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত	০৯
অনুমোদিত সরকারী রাইস মিল সংক্রান্ত	০১
নিয়োগের জন্য চাকুরীতে দাখিলকৃত কাগজপত্র সংক্রান্ত	০১
অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত	০১
ভূমি সংক্রান্ত	১৫
খতিয়ান উত্তোলন সংক্রান্ত	০১
শারীরিক নির্যাতন সংক্রান্ত	০১
নিয়োগ সংক্রান্ত	১৩
প্রকল্পের ব্যয় ও মেরামত সংক্রান্ত	০১
অডিট রিপোর্ট সংক্রান্ত	০১
দরপত্র সংক্রান্ত	০২

পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত	০৪
ব্যাংকের বিজ্ঞাপন ব্যয় সংক্রান্ত	০৩
ব্যাংক থেকে ভূয়া এলসি খোলা সংক্রান্ত	০১
সুপারিশের অগ্রগতি সংক্রান্ত	০৫
মুক্তিযোদ্ধা তালিকা সংক্রান্ত	০১
অডিট প্রতিবেদনের কপি সংক্রান্ত	০২
ডীপ টিউবয়েল বরাদ্দ সংক্রান্ত	০১
কম্বল বিতরন সংক্রান্ত	০১
পরীক্ষায় উপস্থিত শিক্ষার্থী সংক্রান্ত	০২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন সংক্রান্ত	০১
তথ্য সত্যায়িত না করে দেয়া সংক্রান্ত	০১
বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন সংক্রান্ত	০২
সীমানার পরিমাপ সংক্রান্ত	০২
বিদ্যুৎ বরাদ্দ সংক্রান্ত	০১
মৎস্য উন্নয়ন নীতিমালা সংক্রান্ত	০১
ওয়াকফ এস্টেইটের জমি সংক্রান্ত	০৩
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন সংক্রান্ত	০১
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যয় সংক্রান্ত	০১
খাদ্যে ভেজাল সংক্রান্ত	০১
বিনা মূল্যে ঔষুধ ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত	০২
জমি রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলী সংক্রান্ত	০১
নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জমি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত	০১
আসামী গ্রেফতার না করা সংক্রান্ত	০১
কৃষকদের সেবা প্রদান সংক্রান্ত	০১
শেয়ারের সুদসহ হিসাব সংক্রান্ত	০১
ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত	০১
কারখানার অবস্থান সংক্রান্ত	০১
ব্যাংকের বার্ষিক ব্যয় সংক্রান্ত	০১
সরকারী অর্থ আত্মসাৎ সংক্রান্ত	০১
ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন সংক্রান্ত	০১
উন্নয়ন প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত	০১
ইউনিয়ন পরিষদের সেবা সংক্রান্ত	০১
আয়কর সংক্রান্ত	০২
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত	০২
নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত	০৭
সমবায় সমিতির নীতিমালা সংক্রান্ত	০২
নির্মান কাজ সংক্রান্ত	০১
কৃষি উপকরন বিতরন সংক্রান্ত	০১
পাসপোর্ট প্রদান সংক্রান্ত	০১
সড়ক নির্মান সংক্রান্ত	০১
মুক্তিযোদ্ধা সনদ সংক্রান্ত	০১
সর্বমোট	১৭০

তথ্য কমিশন

জ) পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ

চাহিত তথ্যের বিষয় (পরামর্শমূলক পত্রপ্রেরণ সংক্রান্ত অভিযোগ)	সংখ্যা
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা সংক্রান্ত	০২
নার্সিং কোর্সের নীতিমালা সংক্রান্ত	০১
ভূমি সংক্রান্ত	২৬
চাকুরী সংক্রান্ত	১৬
নিয়োগ সংক্রান্ত	১৩
প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত	০২
ফসল রক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত	০২
সড়ক ও জনবল সংক্রান্ত	০১
পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত	০৩
রাবার বাগান সংক্রান্ত	০১
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত	০১
খাল ভরাট সংক্রান্ত	০২
নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত	০৪
ইউপি সদস্যদের সম্মানি ভাতা সংক্রান্ত	০১
প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত	০৫
রাজনৈতিক দলের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত	০১
দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত	০১
ডীপ টিউবয়েল বিতরন সংক্রান্ত	০২
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত	০২
এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের নীতিমালা সংক্রান্ত	০১
পরিবেশ সংক্রান্ত	০১
স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত	০১
শিক্ষার্থীর ভর্তির তথ্য সংক্রান্ত	০২
স্কুলের উপবৃত্তি সংক্রান্ত	০১
ইমারত নির্মান নীতিমালা সংক্রান্ত	০১
শ্রমিক ইউনিয়ন সংক্রান্ত	০১
সমিতির কার্যক্রম সংক্রান্ত	০২
ওয়াকফ এস্টেইট সংক্রান্ত	০৩
তদন্ত প্রতিবেদন সংক্রান্ত	০৪
বিধবা ভাতা সংক্রান্ত	০১
নির্মান কাজ সংক্রান্ত	০২
প্রকল্পের বরাদ্দ সংক্রান্ত	০৪
নাগরিকত্ব সংক্রান্ত	০১
ব্যাংকিং খাতের টাকা ব্যয় সংক্রান্ত	০১
মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত	০১
গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত	০২
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত	০১
ব্যাংকের কার্যাক্রম সংক্রান্ত	০১
গোয়েন্দা অফিসের আইনের ধারা সংক্রান্ত	০১
নিকাহ রেজিষ্ট্রি লাইসেন্স সংক্রান্ত	০১
অডিট কার্যক্রম সংক্রান্ত	০১
মুক্তিযুদ্ধে বীরাঙ্গনাদের তালিকা সংক্রান্ত	০১
বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন সংক্রান্ত	০৩
সর্বমোট	***১২৪***

ঝ) তথ্য অধিকার বিষয়ক ফরমসমূহ

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

----------------------------------- (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

----------------------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম ঃ..

পিতার নাম ঃ..

মাতার নাম ঃ..

বর্তমান ঠিকানা ঃ..

স্থায়ী ঠিকানা ঃ..

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ..

২। কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ..

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/ লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) ঃ..

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ..

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ..

আবেদনের তারিখ ঃ..

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

* তথ্য অধিকার/তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

ফরম ‘গ’

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

----------------------------------- (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

----------------------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ঠিকানা ঃ...
(যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ...

২। আপীলের তারিখ ঃ...

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার ঃ...
কপি (যদি থাকে)

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে ঃ...
তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ...

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ...

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ...

৮। আপীলকারী কর্তৃ প্রত্যয়ন ঃ...

৯। উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ...
উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষন করেন

আবেদনের তারিখঃ..

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফরম ‘ক’

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭ ।

অভিযোগ নং ....

১ । অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) : ....

২ । অভিযোগ দাখিলের তারিখ : ....

৩ । যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা : ....

৪ । অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) : ....

৫ । সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) : ....

৬ । প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা : ....

৭ । অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) : ....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য ।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ফরম 'খ'

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

আবেদনের সূত্র নম্বর ঃ তারিখঃ ....

প্রতি

আবেদনকারীর নাম ঃ ....

ঠিকানা ঃ ....

বিষয়ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার .... তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথাঃ-

১। ....
.... ।

২। ....
.... ।

৩। ....
.... ।

(.......................................)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামঃ
পদবীঃ
দাপ্তরিক সীলঃ

তথ্য আধিকার আইন,২০০৯ এর আওতায় তথ্য প্রদানকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নির্ধারিত ছক

১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম-	ঃ	....
	পদবী-		....
	অফিসের ঠিকানা (আইডি নং/কোড নম্বর যদি থাকে)		....
	ফোন,		....
	মোবাইল ফোন		....
	ফ্যাক্স,		....
	ই-মেইল,		....
	ওয়েব সাইট (ক্ষেত্রমতে)		....
২.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আপীল কর্তৃপক্ষ (অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান)-এর নাম-	ঃ	....
			....
	পদবী -		....
	অফিসের ঠিকানা -		....
	ফোন-		....
	মোবাইল ফোন-		....
	ফ্যাক্স-		....
	ই-মেইল-		....
	ওয়েব সাইট- (যদি থাকে)		
৩.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ঃ	....
৪.	প্রশাসনিক বিভাগ (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট বরিশাল/রংপুর)	ঃ	....
৫.	আঞ্চলিক দপ্তরের নাম ও পরিচয় (যদি থাকে)	ঃ	....
			....
			....

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ঃ.......................................

(অফিসিয়াল সীল মোহরসহ তারিখ) ঃ ....

স্থানীয়/আপীল কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন ও স্বাক্ষর ঃ ....

(অফিসিয়াল সীল মোহরসহ তারিখ) ঃ ....

[বিঃ দ্রঃ- এই ছকের বাইরে অন্য কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করার থাকলে তা ক্রমিক নং ৫ এর পর বর্ণনা করা যাবে। এই ছকে বর্ণিত তথ্যের এক কপি তথ্য মন্ত্রণালয়ে এবং অন্য কপি সরাসরি তথ্য কমিশনে পাঠাতে হবে।]

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭

টেলিফোন ঃ ৯১১৩৯০০, ৯১১০৭৫৫, ৯১১০৬৭৫, ৯১১১৫৯০, ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১৫

৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৮, ৮১৮১২১৭, ৯১৩৭৩৩২, ফ্যাক্সঃ ৯১১০৬৩৮, ৯১৩৭৩৩২

ই-মেইল ঃ cic@infocom.gov.bd ওয়েব-সাইট ঃ www.infocom.gov.bd